উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৪,৪৬৬.৫১ (+৫৯৫.১৯)
নিফটি : ২৫,৮৭৫.৮০ (+১৮০.৮৫)

জঙ্গির আঁতুড় আল-ফালাহ!
লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের পর থেকেই তদন্তকারীদের নজরে ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। গত কয়েকদিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক কর্মীর জঙ্গি যোগ সামনে এসেছে। » ৭

হাসিনার কাঠগড়ায় ইউনূস
ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে অবনতির জন্য প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকেই কাঠগড়ায় তুললেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৯° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন ধর্মেন্দ্র » ৭

২৬ কার্তিক ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 13 November 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 174

২৬/১১-র ধাঁচে হামলার ছক, মিলল বঙ্গ-যোগ

লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় জঙ্গি-যোগ কার্যত নিশ্চিত। তবে এখন রহস্য জিইয়ে রয়েছে লাল রংয়ের একটি গাড়িতে। ঘটনায় একের পর এক চিকিৎসকের যোগ সামনে এসেছে। একটি মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে তদন্তকারীরা হাজির মুর্শিদাবাদে।

নবনীতা মণ্ডল ও পরাগ মজুমদার

নয়াদিল্লি ও মুর্শিদাবাদ, ১২ নভেম্বর : রুপোলি রঙের আই-২০ গাড়ির পর লাল ইকোস্পোর্ট গাড়িতে লালকেল্লা চত্বরে বিস্ফোরণের রহস্য। যার জেরে গাড়ি বিক্রেতাদের সাহায্য নিচ্ছেন তদন্তকারীরা। দুটি গাড়িই এই বিস্ফোরণে সন্দেহভাজন চিকিৎসক উমর উন নবির নামে রাজৌরি গার্ডেনের আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের কাছে নথিভুক্ত।

দিনভর লাল রঙের ইকোস্পোর্টটি নিয়ে রহস্যের খাসমহল তৈরি হয় দিল্লি-এনসিআরে। গাড়িটি উধাও হয়ে যাওয়ায় হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানার পুলিশ। ডিএল১০সিকে০৪৫৮ নম্বরের গাড়িটিতেও বিস্ফোরক থাকার সম্ভাবনা থাকায় নতুন করে হাই অ্যালার্ট দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানায়। শেষমেশ ফরিদাবাদ পুলিশ খান্ডাওয়ালি গ্রামে গাড়িটির হদিস পায়।

বিশাল পুলিশবাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বর্ষপূর্তিতে নাশকতার পরিকল্পনা ছিল বলে কিছু প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। লালকেল্লা চত্বরে বিস্ফোরণের তদন্ত যত এগোচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে, এটা বিচ্ছিন্ন নাশকতা নয়, বরং বৃহত্তর সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের অংশ। যার লক্ষ্য ছিল মুম্বইয়ের মতো ২৬/১১ কায়দায় দিল্লি-এনসিআর জুড়ে একযোগে হামলা চালানো।

নয়াদিল্লিতে ঘটনাস্থলে তদন্তে পুলিশ ও গোয়েন্দারা। কাশ্মীরে জঙ্গির খোঁজে সেনা-তল্লাশি। বুধবার।

বিস্ফোরণে জঙ্গি যোগের তদন্তে নেমে বঙ্গ-যোগও পেয়েছে এনআইএ। ধৃতদের কাছ থেকে পাওয়া একটি মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরেই এদিন মুর্শিদাবাদে দাপিয়ে বেড়ান তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত নবগ্রাম এলাকায়। ওই ফোন নম্বরটির সঙ্গে নিমগ্রামের বাসিন্দা মইনুল হাসানের সক্রিয় যোগ মিলেছে। মইনুল পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। অতীতে বহুবার কখনও দিল্লি, কখনও মুম্বই সহ বিভিন্ন শহরে কাজ করেছেন তিনি। সেই সময়েই কিছু সন্দেহভাজন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য সহ বাংলাদেশি নিষিদ্ধ *এরপর দশের পাতায়*

কুয়াশামাখা একটি শীতের সকাল। বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

চেয়ারম্যান ঘোষণায় গড়িমসি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১২ নভেম্বর : প্রায় সব জায়গায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে সরিয়ে নতুন মুখের নাম সেদিনই ঘোষণা করা হয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছেন। ইতিমধ্যে পুরসভার নানা কাজে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। কিন্তু ফালাকাটায় কেন নতুন মুখের নাম ঘোষণা করা যাচ্ছে না কেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। দলের অন্দরে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, সিনিয়ার-জুনিয়ার তত্ব নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। কাউন্সিলারদের সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ চলছে। তাহলে কি তৃণমূল নেতৃত্ব আগে থেকে না গুছিয়েই হঠাৎ করেই প্রদীপ মুহুরি-জয়ন্ত অধিকারী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে? উঠছে প্রশ্ন। যদিও তৃণমূলের তরফে

ফালাকাটা

দ্রুত চেয়ারম্যান ঠিক করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'ফালাকাটা পুরসভার কাউন্সিলাররা সক্রিয় আছেন। তাই নাগরিক পরিষেবা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। আগামী সপ্তাহেই নতুন চেয়ারম্যান ঠিক হয়ে যাবে।'

তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যানের কথা অনুযায়ী পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান পেতে আরও অন্তত ৬ থেকে ৮ দিন অপেক্ষা করতে হবে। জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়িতেও গত সপ্তাহে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সরিয়ে দেয় তৃণমূল। কিন্তু সেদিনই নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা করা হয়। তাহলে ফালাকাটায় হল না কেন? খোদ তৃণমূল সূত্রে খবর, দল নাকি এক্ষেত্রে মেপে পা ফেলতে চাইছে। হঠাৎ চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করলে অন্য কাউন্সিলারদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হতে পারে। ইতিমধ্যেই চেয়ারম্যান পদে যাঁদের নাম নিয়ে আলোচনা চলছে সেই নাম নিয়ে নাকি বেশ কয়েকজন আপত্তি তুলেছেন। কাউন্সিলারদের মধ্যে দলে সিনিয়ার-জুনিয়ার তত্ত্বও সামনে আসছে। কাউন্সিলার হওয়ার পর কার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আছে তাও নাকি শীর্ষ নেতৃত্ব খোঁজখবর নিচ্ছে। *এরপর দশের পাতায়*

বিডিও অধরা

আড়ালের চেষ্টা?

- পুলিশ খুনের তদন্তের জাল গুটিয়ে এনেছে দাবি করলেও বিডিও-কে ছুঁতে পারেনি
- অভিযুক্ত বিডিও বুধবারও যথারীতি অফিসে ছিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি কাজও করেছেন
- এত তথ্য সামনে এলেও বিডিও কেন গ্রেপ্তার হচ্ছেন না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন
- বিডিও'র মাথার ওপর অনেকের হাত রয়েছে বলে তাঁকে আড়াল করা হচ্ছে, অভিযোগ উঠেছে

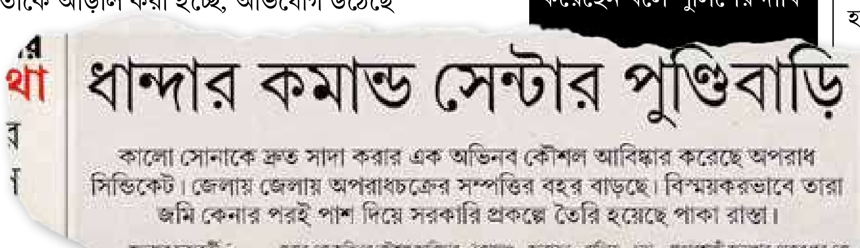

ধান্দার কমান্ড সেন্টার পুণ্ডিবাড়ি

কালো সোনাকে দ্রুত সাদা করার এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছে অপরাধ সিন্ডিকেট। জেলায় জেলায় অপরাধচক্রের সম্পত্তির বহর বাড়ছে। বিস্ময়করভাবে তারা জমি কেনার পরই পাশ দিয়ে সরকারি প্রকল্পে তৈরি হয়েছে পাকা রাস্তা।

মিসিং লিংক

- স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে মূল অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন
- ধৃত তুফান থাপা ও রাজু ঢালি খুনের কথা কবুল করেছেন বলে পুলিশের দাবি

- স্বয়ং বিডিও স্বপনকে মারধর করেছেন বলে ধৃতরা জানিয়েছেন
- বুধবার গ্রেপ্তার হয়েছেন পুণ্ডিবাড়ির তৃণমূল নেতা সজল সরকার
- সজলও ঘটনার সময় সেখানে ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হচ্ছে

স্বপন খুনে জালে তৃণমূল নেতা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যা মামলায় চাঞ্চল্যকর মোড়। ঘটনায় সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লক সভাপতি সজল সরকারকে। পুলিশ সূত্রের খবর, বিধাননগর কমিশনরাটের গোয়েন্দা শাখা বুধবার সজলকে গ্রেপ্তার করেছে। স্বপন হত্যায় ইতিমধ্যেই রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নামে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেই ঘটনায় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার গ্রেপ্তার রহস্য আরও বাড়িয়ে দিল। স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যার নেপথ্যে সোনা পাচারের কালো কারবারের কথা জানিয়েছেন গোয়েন্দারা। সেই কারবারে বিডিও এবং তৃণমূল নেতা জড়িত কি না সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠেছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্বপন হত্যাকাণ্ডের দিন বিডিওর সঙ্গেই ছিলেন সজল। কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি যে সোনার কালো কারবারের কমান্ড সেন্টার তা ইতিমধ্যেই গোয়েন্দাদের তদন্তে সামনে এসেছে। সেই পুণ্ডিবাড়ির পরেশ কর চৌপথি এলাকাতেই সজলের বাড়ি। ওই এলাকার বাসিন্দা এক গাড়ির চালককে খুঁজছে পুলিশ। ওই চালকও খুনের সময় ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন বলেই পুলিশ সূত্রের খবর।

খুনের ঘটনায় কয়েকদিন আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন বিডিওর কলকাতার গাড়ির চালক রাজু ঢালি এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার তুফান থাপা। পুলিশ সূত্রের খবর, তাঁদের জেরা করেই সজলের নাম পাওয়া যায়। খুনের পরিকল্পনায় সজল কীভাবে জড়িত তা এখনও স্পষ্ট করেনি পুলিশ। তবে কয়েকদিন থেকেই সজলের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলেন গোয়েন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, সজলকে শিলিগুড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, বিপদের আঁচ পেয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন ওই তৃণমূল নেতা। তাঁর দুই সঙ্গীর মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে মঙ্গলবার গোয়েন্দারা জানতে পারেন তিনি অসমের কামাখ্যা এলাকায় আছেন। সেইমতো বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা ফাঁদ পাতেন। তবে সেই ফাঁদে পা দেননি সজল। কামাখ্যা থেকে অসমের রূপসি বিমানবন্দর ব্যবহার করে রাজ্যের বাইরে অথবা অন্য কোনও নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। সেখান থেকেই তাঁকে আটক করেন গোয়েন্দারা।

রূপসি থেকে সজলকে সোজা নিয়ে আসা হয় শিলিগুড়িতে। সূত্রের খবর, আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। সজলকে আনার পর শিলিগুড়িতে হাজির হন জেলা পুলিশের আর এক কর্তা। *এরপর দশের পাতায়*

গুপ্তপথে সোনার হরিণ ধরার খোঁজ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : সোনা-রহস্যের গন্ধ উত্তরবঙ্গ ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছে মেঘালয়েও। বাংলাদেশ থেকে বহু মূল্যবান চোরাই সামগ্রী ও মাদক মেঘালয়ের ডাউকি হয়ে অসমের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছানোর গোপন রুটকে বিএসএফ গোয়েন্দারা বলে থাকেন 'ত্রিসীমা গুপ্তপথ'। শুধু 'গোল্ডেন ভেন' নয়, গুপ্তপথেও কারবার ছড়িয়েছে প্রভাবশালী আমলার সোনা সিন্ডিকেট। তবে গোয়েন্দারা বলছেন, গোল্ডেন ভেন-এর মতো গুপ্তপথের কারবারে ততটা নাকি সক্রিয় নন আমলা। ওই পথের দায়িত্বে রয়েছে আমলার শাগরেদ পুণ্ডিবাড়ির তৃণমূল নেতা এবং তাঁর গুণধর ভ্রাতৃদ্বয়। আমলার আশীর্বাদে ওই রুটে সোনার কালো কারবারে গত কয়েক বছরেই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন শাসক নেতা এবং তাঁর ভাইয়েরা।

সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যার নেপথ্যে সোনার কালো কারবারে দুই পাচার রুটের কথা উঠে এলেও, বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, গোল্ডেন ভেন-এর চাইতে পুলিশ গুপ্তপথের দিকেই বেশি নজর দিয়েছে। গুপ্তপথের ইজারাদার হিসাবে কালচিনির মুন্ডা পদবির এক হেঁয়ালিপূর্ণ ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে। কালচিনির নিভৃতে সেই মুন্ডার একটি গোপন ডেরা আছে। সেখানেই সোনা পাচারচক্রের বাঘা বাঘা লোকেরা গা-ঢাকা দেয়; সেটাই কুকর্ম করে লুকানোর আস্তানা। মুন্ডা আসলে চক্রের একজন 'ডেরা-মাস্টার'। আর সেকারণেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ।

ডাউকির বাংলাদেশের সীমান্তেও মুন্ডার গোপন ঘাঁটি আছে। তবে মুন্ডামশাই তো কেবল ডেরা সামলান। রুটের আসল পান্ডা হলেন তৃণমূল নেতার দুই ভাই। ওই ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তি কেবল রাজনীতিতেই থেমে নেই, তাঁরা মেঘালয়ে একাধিক এলাকায় রিসর্টের কারবারেও বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ করেছেন বলেই গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। *এরপর দশের পাতায়*

কথায় কথায়

কত রোহিঙ্গার নাম কাটা গেল বিহারে, উত্তর নেই

আশিস ঘোষ

বিহারে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ গিয়েছে ৬৫ লাখের নাম। তার মধ্যে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী ক'জন? উত্তর নেই। মুখ খোলেনি নির্বাচন কমিশন। স্পিকটি নট কেন্দ্রীয় সরকার। ক'জন বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী? জানা নেই। রোহিঙ্গা ক'জন? নেপালি ক'জন? জানা নেই। কারণ জানানো হয়নি।

এসআইআর-এর পর খসড়া, তারপর ৩০ সেপ্টেম্বর ফাইনাল তালিকা বেরিয়েছে বিহারে। তারও পরে হয়ে গেল ভোট। ধরে নেওয়া যেতে পারে, ঝাড়াই-বাছাই করে একেবারে খাঁটি ভোটারদের নাম ধরে ধরে হয়েছে বিধানসভার ভোট। অনুপ্রবেশকারীদের নাম সব বাদ গিয়েছে।

মোটামুটি যে হিসেব কমিশনের কাছ থেকে মিলেছে, তাতে ৬৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে আছে মৃত ভোটারদের নাম। আছে ঠিকানা বদলে অন্যত্র চলে যাওয়াদের নাম। একবারের বেশি নাম রয়েছে, এমন ভোটাররাও আছেন। আর থাকার কথা অযোগ্যদের। এই অযোগ্যদের মধ্যে আছেন তাঁরা, যাঁরা এদেশের নাগরিক নন। দেশের আইনেই তাঁরা 'অযোগ্য'। *এরপর দশের পাতায়*

স্কুল আছে, ক্লাস নেই

আঁধারে পাঠশালা

জয়গাঁ, ১২ নভেম্বর : স্কুল আছে, ছাত্র আছে। স্কুল চালানোর শিক্ষাসামগ্রী? সেসবও রয়েছে। নেই খালি কোনও স্থায়ী শিক্ষক। পাঁচজন 'ভলান্টিয়ার শিক্ষক' দিয়েই চলছে জয়গাঁ জুনিয়ার হাইস্কুল।

জয়গাঁর এই স্কুলে যেতে হলে আগে যেতে হবে জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গুয়াবাড়ি এলাকায়। গুয়াবাড়ি থেকে আরও এক কিলোমিটার ভেতরে গেলে রাস্তার একপাশে দেখা মিলবে এই স্কুলের। পাকা দ্বিতল ভবন রয়েছে। খুব বেশিদিনের পুরোনো স্কুল নয় এটি। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২০১১ সালে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয় এখানে। স্কুলে একজনও স্থায়ী শিক্ষক না থাকলেও পড়ুয়ার সংখ্যা ৬০০। জয়গাঁর একপ্রান্তে এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পিছনে জেলা শিক্ষা দপ্তরের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এই এলাকায় স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল স্থানীয় পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে। আগে এখানকার পড়ুয়াদের ১০-১২ কিলোমিটার দূরে হাসিমারায় গিয়ে পড়াশোনা করতে হত। সেটা যাতে আর না করতে হয়, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তারা যাতে এখানেই পড়াশোনা করতে পারে, সেটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এখন তো সেই উদ্দেশ্যটাই ব্যাহত হচ্ছে।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তামাং অবশ্য সেই স্কুলের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তিনি বলেন, 'আমি জানি ওই স্কুলের বিষয়ে। যখন নতুন শিক্ষক নেওয়া হবে, তখন ওই স্কুলেও শিক্ষক দেওয়া হবে।'

২০১১ সালে যখন স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তখন প্রধান

জয়গাঁ জুনিয়ার হাইস্কুল

শিক্ষককে নিয়ে আরও দুজন স্থায়ী শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে সকলেই অবসর নিয়েছেন। চলতি বছরের জুন মাসে অবসর নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক শরদীশচন্দ্র সরকার। এখন তাই ভরসা ৫ জন ভলান্টিয়ার শিক্ষক। এই ভলান্টিয়ার শিক্ষকদের স্কুল কর্তৃপক্ষই নিয়োগ করে। তাঁদের বেতন সরকার দেয় না, দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষই। এখন সেই স্কুলে যেহেতু কোনও সরকারি শিক্ষক নেই, তাই পঠনপাঠনে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে পড়ুয়ারা। অভিভাবকদের মুখেও একই কথা। *এরপর দশের পাতায়*

আমার বান্ধবী থাকলে আপত্তি কীসের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : তাঁর পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ যত না চর্চায় ছিল, ততটাই আলোচনায় ছিল বান্ধবীর প্রসঙ্গ। তা নিয়ে সমালোচনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কম হয়নি। কিন্তু জামিনে মুক্ত হয়ে সেই বন্ধুত্বের পক্ষে জোর সওয়াল করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জেলমুক্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এব্যাপারে পুরোপুরি সোজাসাপটা তিনি।

নাকতলায় নিজের বাড়িতে বসে তিনি সরাসরি বলেন, 'আমার স্ত্রী প্রয়াত। কোনও মহিলা যদি আমার সঙ্গে পারিবারিক বন্ধুত্ব করতে চান, তাহলে কি কারও আপত্তি থাকতে পারে? অর্পিতা আমার বান্ধবী ছিল, আছে, থাকবে।' প্রাক্তন মন্ত্রীর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ও জেলবন্দি হওয়ার পর আলোচনা কম হয়নি। কিন্তু বুধবার ঠারেঠোরে স্ত্রী রত্নার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ না হলেও বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের লিভ-ইন এবং দুজনকে একসঙ্গে তৃণমূলে ফেরানো নিয়ে যেন প্রশ্ন তুললেন পার্থ।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর প্রশ্ন, 'কারও দুটো বৌ থাকতে পারে, আমার একজন বান্ধবী থাকতে পারে না? যাঁর বৌ আছে, তাঁর বান্ধবী থাকলে আমার কেন থাকবে না?' পার্থর যুক্তিতে সায় দিয়েছেন তাঁর বান্ধবী অর্পিতাও। তাঁর ভাষায়, 'পার্থ আমার বন্ধু। রাজনীতির জন্য ওঁর জীবনে আসিনি। আমাকে কি কোনওদিন তৃণমূলের মঞ্চে দেখেছেন? আমাদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব রয়েছে। এটা পরকীয়া নয়।'

ব্যক্তিজীবনে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে দেওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল থেকে সাসপেন্ডেড পার্থ তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্যও স্পষ্ট করে দিয়েছেন ইতিমধ্যে। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলেই থাকতে চান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নেত্রী হিসাবে মানেন। এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বকে তিনি তৃণমূলে 'অটোমেটিক চয়েস' বলে মনে করেন।

যদিও একই সঙ্গে তাঁর জেলযাত্রার জন্য নির্দিষ্ট কাউকে যে তিনি দায়ী করছেন, সেটা তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'জেলে বসে কষ্ট হয়েছে এই ভেবে যে, ব্রুটাস তুমিও!' তবে ব্রুটাস কে, নিশ্চিত করেননি পার্থ। শুধু বলেছেন, 'সেটাই খুঁজে বের করব।'

রাজনৈতিক জীবন শুরু করার প্রক্রিয়া বুধবারই শুরু করে দিলেন তিনি। এলাকার সমস্যা বা অভিযোগ জানানোর জন্য, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা জানানোর জন্য *এরপর দশের পাতায়*

ডা: বিবেকানন্দ সরকার (বিবেক)

গভীর শোকের সাথে জানানো যাচ্ছে যে ডা: বিবেকানন্দ সরকার (বিবেক) আমাদের মাঝে আর নেই। তিনি ১১ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখে পরলোকগমন করেছেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর আত্মার চিরশান্তি প্রদান করুন এবং শোকাহত পরিবারকে এই কঠিন সময়ে শক্তি ও ধৈর্য দান করুন।

- সরকার পরিবার এবং প্যারামাউন্ট হাসপাতাল

অন্তিম যাত্রা - রামঘাট, নতুন পাড়া রোড, শিলিগুড়ি
তারিখ - ১৩ / ১১ / ২০২৫, বিকাল ৩টা থেকে

ইটভাটায় নিরাপদ আস্তানা পরিযায়ীদের

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১২ নভেম্বর : খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শোভাবাড়ি ইটভাটা এলাকায় প্রতিবছরই শীতের আগে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে। আবার শীত ফুরিয়ে গেলে যথাস্থানে পাড়ি দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, ওই পরিত্যক্ত ইটভাটাই কেন এই মরশুমিদের নিরাপদ আস্তানা হয়ে উঠেছে?

জানা যাচ্ছে, ওই ইটভাটার মালিক ছিলেন দ্বারকা প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি। তাঁর আমলে প্রায় দু'দশকেরও বেশি সময় সচল ছিল ওই ইটভাটা। কিন্তু ১৯৮৮ সালে বন্ধ হয়ে যায় ইটভাটা। তারপর থেকে ক্রমে বর্ষার জলে পুষ্ট একপ্রকার বিলের চেহারা নিয়েছে ইটভাটার জমি। দ্বারকা প্রসাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই জমি নিয়ে কোনও পরিকল্পনা করেছেন কি না, সেই বৃত্তান্তও জানা নেই ওই এলাকার আদি বাসিন্দাদের।

এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা রাজীব দাস বলেন, 'আজ ৩০-৪০ বছর ধরে এই ইটভাটা বন্ধ। বর্তমান মালিক কে, কোথায় থাকেন, কিছুই জানতে পারিনি কখনও। এতদিন ধরে পড়ে থেকে স্বাভাবিকভাবেই বৃষ্টির জল জমে ওটা একটা জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। তাই প্রতিবছরই এখানে প্রচুর চেনা-অচেনা পাখি আসছে। আমাদেরও ভালোই লাগে।'

বহুদিন ধরেই সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি-বিদেশি পাখিরা এলেও, বন বিভাগের তরফে পাখিদের সংখ্যা বা প্রজাতি নির্ধারণের জন্য এখনও কোনও সমীক্ষা হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। যতটুকু যা হয়েছে, তা বার্ড ওয়াচার ও ব্যক্তিগত সংস্থার উদ্যোগে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি ফরেস্ট ডিভিশনের আধিকারিকদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

স্থানীয়রা এখনও পর্যন্ত পাতি সরালি, জল পিপি, ডাহুক, ভূতি হাঁস, পিয়াং হাঁস, পাতি কুট, ধূসর টিটি, সাইবেরীয় শিলাফিদ্দা, পাতি শিলাফিদ্দা, ধানি তুলিকা, পাতি মাছরাঙা, পাকড়া মাছরাঙা, সাদাবুক মাছরাঙা, মেঘহও মাছরাঙা, ছোট নথজিরিয়া, শামুকখোল, গো বক, ছোট বক, মাঝলা বগা, কোঁচ বক, গাঙশালিক, পাতি শালিক, ঝুঁটি শালিকের মতো পরিচিত ও স্বল্প পরিচিত পাখিদের চিনতে পেরেছেন। পক্ষী বিশেষজ্ঞদের মতে, ওই জলাভূমিতে পরিযায়ী পাখিরা মূলত সহজলভ্য খাদ্য, জনহীন পরিবেশ ও বংশবৃদ্ধির জন্যই একত্র হয়েছে।

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার ই-বার্ড রিজিওনাল রিভিউয়ার তথা বার্ড ওয়াচার শান্তনভ মজুমদারের বক্তব্য, 'পান্ডাপাড়ার ওই ইটভাটার ঝিলে মানুষের যাতায়াত না থাকায়, শতাধিক প্রজাতির পাখিরা প্রতিবছরই এখানে আসে। পাশেই জলাভূমিও থাকায় খাবারের জন্যও তাদের কোথাও যেতে হয় না। হুইসলিং টিল, স্টেপ ইগল, ইস্টার্ন ইম্পেরিয়াল ইগল, কমন বাজার্ড, লং লেগড বাজার্ডের মতো শিকারি পাখিরাও আসে খাবারের খোঁজে।'

শোভাবাড়িতে পরিযায়ী পাখির ভিড়। ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

রাজবংশী নাচ নিয়ে কলকাতায়

সোনাপুর, ১২ নভেম্বর : রাজ্য স্তরে রাজবংশী সংস্কৃতি তুলে ধরতে ভাওয়াইয়া গানে নৃত্য পরিবেশন করতে চলেছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর বিকে গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা। ২৫ নভেম্বর কলকাতার বালিগঞ্জে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে অংশ নেবে ওই ছাত্রীরা। শিক্ষা দপ্তরের ন্যাশনাল পপুলেশন এডুকেশন প্রোজেক্টের আওতায় ইতিমধ্যেই ব্লক ও জেলা স্তরে প্রতিযোগিতা হয়েছে। জেলা স্তরে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পাওয়ার সুবাদে রাজ্য স্তরে আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে তারা।

প্রধান শিক্ষিকা জয়া সরকার বলেন, 'এটা গর্বের যে আমাদের স্কুলের মেয়েরা রাজ্য স্তরে ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।' অষ্টম শ্রেণির স্মিতা রায়, নবম শ্রেণির প্রীতি রায়রা জানাল, রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া নিয়ে খুবই উৎসাহী ওরা। ন্যাশনাল পপুলেশন এডুকেশন প্রোজেক্টের রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় ২৩টি জেলার ২৩টি স্কুল অংশ নেবে। সোনাপুর বিকে স্কুলের অষ্টম ও নবম শ্রেণির ছয়জন ছাত্রী সেখানে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় লোকনৃত্যের ওপর চার থেকে ছয় মিনিটের একটি নৃত্য পরিবেশন করতে হয়। সোনাপুরের ছাত্রীরা ব্লক ও জেলা স্তরে রাজবংশী ভাওয়াইয়া গানে নৃত্য পরিবেশন করেছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৭৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৭৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

DDP/N-64/2025-26

e-Tender for 1 (one) no. of work under Kreta Suraksha Fund invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parisad. Last Date of submission for NIT **DDP/N-64/2025-26 is 19/11/2025** at 17:00 Hours.
Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.- 21(2025-26) Memo No- 3944/BDO, dated-10.11.2025 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 03.12.2025. And incase of eNIT No.- 22 (2025-26) Memo No-644/PS dated-11.11.2025 of Executive Officer last date of submission is 04.12.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notive board of the undersigned during office hours.

Sd/- BDO & E.O
Blg. P.S

Office of the Block Development Officer,
Tufanganj-I Dev. Block
Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide Memo No. 3586, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/52/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3587 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/53/25-26, Dated:- 10/11/2025, Memo No. 3588, NIT No.Tfg-1/BDO/APAS/54/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3589 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/55/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3590 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/56/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3591 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/57/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3592 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/58/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3593 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/59/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3594 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/60/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3595 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/61/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3596 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/62/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3597 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/63/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3598 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/64/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3599 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/65/25-26, Dated:- 10.11.2025, Memo No. 3600 NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/66/25-26, Dated:- 10.11.2025. Last date of bid submission is as per available time slot intending tenderer may contact this office for details.

Sd/- Block Development Officer
Tufanganj-I Development Block

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Darjeeling,
District Planning Section
NIeT No 09/Plan/Darj/MPLAds-Misc/2025-26 dt 11.11.2025

For the above mentioned NIeT, the last date for submission of bid is 19.11.2025 upto 18:00 Hrs. respectively. For details log in at **www.darjeeling.gov.in**

Sd/- District Magistrate,
Darjeeling

NOTICE

Ref: Notice: No.- 01/SRMC/2025-2026, Memo No. **631/SRMC dated- 11.11.2025** on behalf of Siliguri Regulated Market Committee (SRMC) invites for distribution of 16 nos. of Stall at P.M. yard under Siliguri Regulated Market Committee.
Last Date of Submission of E.O.I : 21.11.2025 upto 2:00 P.M.

Sd/-
Secretary
Siliguri RMC

NOTICE INVITING e-TENDER N,I.e.T. No. KMG/BDO-ET/14/2025-26 (APAS), DATED: 11/11/2025

Last date and time for bid submission- 04/12/2025 at 9.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

NOTICE INVITING e-TENDER

Tender are invited vide (1) e-NIT No. 10/25-26, Memo No. 1456/G-II, Date- 05.11.2025 (2) E-NIT No. 179/APAS/2025-26 to e-NIT- 196/APAS/2025-26, Memo No. 1397/G-II, to 1414/G-II. Dated: 29/10/2025, (3) e-NIT No. 197/APAS/2025-26 to e-NIT 204/APAS/2025-26, Memo No. 1471/G-II to 1474/G-II, Dated: 08/11/2025. (of the undersigned, intending bidders may participate through **https://wbtenders.gov.in** and / or may contact this office details.

Sd/-
Block Development Officer
Goalpokher-II Dev. Block
Chakulia, Uttar Dinajpur

Recruitment Notice

Memo no. **5753** Dated: **11.11.2025**

Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the Post of Block Epidemiologist, (BPHU), Block Public Health Manager (BPHU), Laboratory Technician (BPHU), Medical Officer (UHWC), Staff Nurse (UHWC), Community Health Assistant (UHWC) under XV Finance Commission Health Grant & Consultant Quality Monitoring (Facility) (QA) under NHM for District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit **www.coochbehar.nic.in** & **www.wbhealth.gov.in**

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা, বয়স 35 এর মধ্যে। Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No - 8016140555. (C/119076)

কর্মখালি

Required Sales Person, Experience in Mobile Sale. At- The Musical Hut, H.C. Road, Siliguri. (M) 7001210094. (C/119120)

•

কোচবিহারে একটি নার্সিংহোমের জন্য অভিজ্ঞ RMO প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9434028924 (11 A.M.-10 P.M.) Email. pfvp.cob@gmail.com (C/118188)

অ্যাফিডেভিট

গত ১২/১১/২০২৫ তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Kallol Kumar Sarkar এবং Kallol Kr Sarkar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118582)

•

গত ১০/০৭/২৫ J.M. কোর্ট 1st ক্লাস সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি মুন্নালাল দাস ও সম্রাট দাস উভয়ই -একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। আমার সব ডকুমেন্টস মুন্নালাল দাস নামে রয়েছে। ওয়ার্ড নং- ১৯, কোচবিহার।

•

আমার আধার কার্ডে (876504216761) আমার নাম ভুল থাকায় গত 09-09-25 J.M. কোর্ট, 1st ক্লাস সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nattu Miya -এর বদলে Kashim Ali Mia নামে পরিচিত হলাম। Kashim Ali Mia ও Nattu Miya উভয়ই একই ব্যক্তি। গ্রাম- দক্ষিণ নবাবগঞ্জ বালাসী, পো:- দেওয়ানহাট, জেলা - কোচবিহার।

•

আমি Md Jamshed Ali আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No 1982 Dt. 23-02-2011 আমার মেয়ের নাম ও আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 25-08-2025 এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে মেয়ের নাম Ms Tamanna Khatun থেকে Tamanna khatun ও স্ত্রীর নাম Sumi Bibi থেকে Sumi Khatun করা হল। (C/119079)

•

আমি Manab Bhattacharya পিতা Late Monmotha Bhattacharjee মনময় ভবন, দেশবন্ধুপাড়া, পোস্ট- ঝলঝলিয়া, থানা-ইংরেজবাজার, জেলা-মালদা, পিন-732102 আমার ছেলের মাধ্যমিকের সমস্ত প্রমাণপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 12/11/25 তারিখে মালদা নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Manab Bhattacharya (পুরোনো নাম) থেকে Manab Bhattacharjee (নতুন নাম) করা হল। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119081)

ভর্তি

মাথাভাঙ্গা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদন ছাত্রাবাসে স্বল্প খরচে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্র ভর্তি চলছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ছাত্রদের আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতা বর্ধন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সত্বর যোগাযোগ করুন। আসন সংখ্যা সীমিত। ফোন : ৯৬৪১৩৩৭৭৭৭, ৯৯৩২৫৫৫৭৫১, ৯৭৭৫১৪৬৮৪৬.

অ্যাফিডেভিট

আমি Haimanti Roy স্বামী Shymal Roy, বাড়ি পূর্ব মাগুরমারী, ধূপগুড়ি জলপাইগুড়ি। আমার আধার কার্ড (514866431470) ভুলবশত Shyamal Roy থাকায় গত 10.11.25 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা, Shyamal Roy হইতে Haimanti Roy (স্বামী Shyamal Roy) হিসেবে পরিচিত হলাম।

•

আমার কন্যা Reshma Parvin-এর আধার কার্ড নং 2476 7860 4638, জন্ম তারিখ 11-06-2003 ভুল। তার জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং PDGP-610, তাং 9.8.2006 প্রেমেরডাঙ্গা জি.পি, ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা- কোচবিহার আমার নাম এবং কন্যার নাম ভুল। কিন্তু সঠিক জন্ম তারিখ- 29-03-1997 লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 10-11-25, J.M, 3Rd Court (S) কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Anoyara Bibi এবং Anara Bibi, কন্যা- Reshma Parvin এবং Reshma Banu এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার পুরো এবং শুভনাম Anoyara Bibi এবং কন্যা Reshma Parvin প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রামঃ দুমনিগুড়ি, পোঃ নিশিগঞ্জ, থানা- ঘোকসাডাঙ্গা, জেলাঃ কোচবিহার। (C/118187)

আজ টিভিতে

সিডি ক্রিমিন্যাল অর ডেভিল (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
বিকেল ৫.৩০ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, দুপুর ১.০০ হিরো, বিকেল ৪.১৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৩০ শাপমোচন, রাত ১০.৩০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

কালার্স বাংলা : সকাল ৯.৩০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ নবাব নন্দিনী, বিকেল ৩.৩০ শুভ দৃষ্টি, সন্ধে ৭.০০ বিদ্রোহ, রাত ১০.০০ রাখে হরি মারে কে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ আশ্রয়, দুপুর ১২.০০ মহাজন, ২.৩০ একাই একশো, বিকেল ৫.০০ গীত সংগীত, রাত ১০.৩০ সাথীহারা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সাহেব

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সাগর বন্যা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ দিল হ্যায় তুমহারা, বিকেল ৩.৫০ ডর, রাত ১০.০০ জুড়ওয়া

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ পিতা, দুপুর ২.১১ হিরো দ্য বুলেট, বিকেল ৪.৩৭ প্রলয় দ্য ডেস্ট্রয়ার, সন্ধে ৭.২৮ চক্র কা রক্ষক, রাত ১০.০৫ দ্য ফাইটারম্যান ঘায়েল

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪৬ খুঁখার, বিকেল ৩.১৮ অন্দাজ, ৫.৩০ সিডি ক্রিমিন্যাল অর ডেভিল, সন্ধে ৭.৩০ পুষ্পা-টু, রাত ১১.৩৩ অন্তিম দ্য ফাইনাল ট্রুথ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৫ কেদারনাথ, দুপুর ১.২৩ পরদেশ, বিকেল ৪.৫৬ সাহো, সন্ধে ৭.৩০ গদর এক প্রেমকথা, রাত ১০.৩২ মঙ্গলবার

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.০০ দ্য ফ্ল্যাশ, বিকেল ৩.১৫ রাইড অন, সন্ধে ৬.৪৫ পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান : অন স্ট্রেঞ্জার টাইডস, রাত ৯.০০ দ্য নেমসেক, ১১.০০ দ্য প্রিডেটর

দ্য নেমসেক
রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ**

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ
সন্ধে ৭.০০ **আকাশ আট**

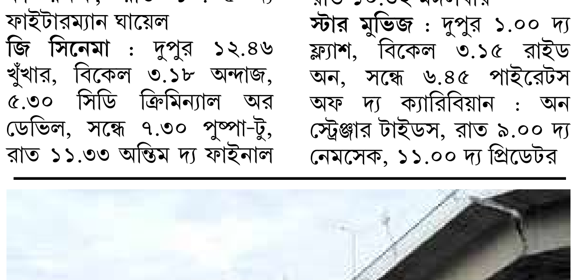

কনস্ট্রাকশন ফেলস রাত ১০.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

মিষ্টির বাটি হাতে নিয়ে জেলা শাসককে অভিযোগ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ নভেম্বর : বুধবার মালদার নবনিযুক্ত জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলের নেতৃত্বে ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরের সব আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হয় হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) শেখ আনসার আহমেদ, চাঁচলের নবনিযুক্ত মহকুমা শাসক ঋত্বিক হাজরা, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের বিডিও প্রমুখ।

এদিনের বৈঠকে মূলত পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দে চলা প্রকল্প, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট সংস্কার, আনন্দধারা প্রকল্প, ডেঙ্গি প্রতিরোধ, বাংলা আবাস যোজনার মতো জনস্বার্থ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি খতিয়ে দেখা হয়। জেলা শাসক প্রতিটি দপ্তরের আধিকারিকদের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেন।

এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পরিদর্শন সেরে বেরোতেই প্রীতির দিকে মিষ্টির বাটি হাতে এগিয়ে আসেন সইদুল ইসলাম নামে এক তরুণ। তিনি ভালুকা অঞ্চলের বরনাহি গ্রামের বাসিন্দা। জেলা শাসককে দেখে তিনি বলেন, 'চিকিৎসকদের বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।' এরপর প্রীতি আলাদা করে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।

মন্ত্রী তজমুল বলেন, 'আজকের প্রশাসনিক বৈঠকে নতুন জেলা শাসকের উপস্থিতিতে আলোচনা হয়েছে, কীভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়িত করা যায়।' বৈঠকের পর জেলা শাসক হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল, মশালদহ গ্রামীণ হাসপাতাল এবং হরিশ্চন্দ্রপুরে সরকারি উদ্যোগে নির্মিত মাখনা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট ঘুরে দেখেন।

বৈঠক এবং পরিদর্শন শেষে প্রীতি বলেন, 'নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ শেষ করতে হবে। পাশাপাশি, প্রকল্পের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে। এতে সাধারণ মানুষের সুবিধা যেন সবার আগে গুরুত্ব পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।'

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

ডিসেম্বর' ২০২৫ মাসের জন্য ডিওয়াই সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ডিসেম্বর/২০২৫	০৩-১২-২০২৫ এবং ১৮-১২-২০২৫

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ডিসেম্বর/২০২৫	০৩-১২-২০২৫ এবং ১৮-১২-২০২৫

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ডিসেম্বর/২০২৫	০৩-১২-২০২৫ এবং ১৮-১২-২০২৫

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

০৫ (পাঁচ) বছরের সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-ক্যাটারিং-১, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) : ২৪-১১-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৪-১১-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট : বার্ষিক** লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন : ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-বিএমটি-জিএমইউ-৩৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১-এ টি স্টল-২।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-বিএনকিউ-জিএমইউ-১০৪-২৪-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	বানারহাট স্টেশনে পিএফ-১-এ ক্যাটারিং ইউ নিট (টি স্টল-১) এর ব্যবস্থা।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিবিবি-জিএমইউ-৪৩-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	ধুবরী রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১-এ টি স্টল-২।
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউপি-জিএমইউ-৫৬-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১-এ টি স্টল-১।
এবি/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এনএমজেড-এসএমইউ-১৩-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	নিউ মাল জং রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-১-এ টি স্টল-১।
এবি/২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে -এসএমইউ-৭১-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	কোকরাঝার স্টেশনে পিএফ-২-৩-এ টি স্টল-২।
এবি/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ -এসএমইউ-২৪-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-২-৩-এ টি স্টল-১।

উপরের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটারিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে যন্ত্রচালিত পরিষ্কারকরণের ঠিকা

ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৫/বি/ ৬৮৭০৯২৮ তারিখঃ ০৯-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ ঠিকার জন্যে কাউম দরপত্র- ধূপগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশন এবং ইহার চতুর্দিকের এলাকায় ০৪ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে যন্ত্রচালিত পরিষ্কারকরণের ঠিকা। আনুমানিক ডাক রাশিঃ ৪,৫৫,৬৬,৬৮০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৭৩,১০০/- টাকা। ডাক সমাপ্তির তারিখ/ সময়ঃ ০২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য https://gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ডিসেম্বর' ২০২৫ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	ডিসেম্বর' ২০২৫	০৪-১২-২০২৫ ও ১৮-১২-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	ডিসেম্বর' ২০২৫	০৪-১২-২০২৫ ও ১৮-১২-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	ডিসেম্বর' ২০২৫	০৪-১২-২০২৫ ও ১৮-১২-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারকে সময় দিন। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া মিটে যাবে। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। বৃষ : বাইরের কোনও বিষয় নিয়ে ঘরে আলোচনা করবেন না। সামান্য কোনও বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। মিথুন : উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বাড়ির কোনও সদস্যের আচরণে অবাক হবেন। দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। কর্কট : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে মানসিক চাপ বাড়বে। সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। সিংহ : পরিবার নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজবে সারাদিন আনন্দে কাটবে। বেহিসেবি খরচে লাগাম টানুন। কন্যা : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে উপকৃত হতে পারেন। শরীর নিয়ে হেলাফেলা করবেন না। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। তুলা : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় বিশেষ সাফল্য লাভ এবং বিদেশে যাওয়ার সুযোগ মিলবে। বৃশ্চিক : অপ্রয়োজনীয় খরচে চিন্তা বাড়বে। শারীরিক কারণে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল হতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য পাবেন। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি। মকর : চাকরি সূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। সৌখিন ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের প্রচুর সাফল্য মিলবে। কাউকে পরামর্শ দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কুম্ভ : চাকরির পরীক্ষায় ভালো ফল করে বড় সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। মীন : গুরুজনদের পরামর্শে কোনও বড় রকমের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২২ কার্তিক, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ২৬ কাতি, সংবৎ ৯ মার্গশীর্ষ বদি, ২১ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৩, অঃ ৪।৫১। বৃহস্পতিবার, নবমী রাত্রি ৩।৩৯। মঘানক্ষত্র রাত্রি ১২।২৮। ব্রহ্মযোগ দিবা ১২।৪৫। তৈতিলকরণ দিবা ৩।৫২ গতে গরকরণ রাত্রি ৩।৩৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১২।২৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৩।৩৯ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।৬ গতে ৪।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২২ গতে ১।০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১২।৩ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৩।৩৯ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৪ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ৩।২৯ মধ্যে ও ৪।২২ গতে ৫।৫৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চুরি গিয়েছে খেতের বাঁধাকপি, দেখাচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ফসল চুরিতে গ্রেপ্তার দুই

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১২ নভেম্বর : রাতের অন্ধকারে চুরি হয়ে যাচ্ছে খেতের ফসল। এমনকি খেতে তৈরি টিনের ঘরে সিঁধ কেটে কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও উধাও হয়ে যাচ্ছে। আর এতেই কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরডাবরি গ্রামের কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে। এলাকাবাসীর সন্দেহ, চুরির ঘটনায় অসম-বাংলা সীমানার গ্রামে কোনও দুষ্কৃতীচক্র সক্রিয় হয়েছে। চুরি রুখতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা একজোট হয়ে রাতে পাহারা দেওয়া শুরু করেন। আর তাতেই মঙ্গলবার রাতে সাফল্য মেলে। সবজিখেতে হানা দেওয়া দুজনকেই পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন গ্রামবাসীরা। লিখিত অভিযোগ পেয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের একজন কোচবিহারের রামপুরের এবং অপরজন অসমের শিমুলটাপুর বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠানো হবে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না জানতে ধৃতদের প্রাথমিকভাবে জেরা করা শুরু হয়েছে।

এপ্রসঙ্গে কৃষক মোহর আলি বলেন, 'মাঝেরডাবরিতে ফসলের খেতে বেগুন, আলু, ফুলকপি ও বাঁধকপি বহুদিন ধরেই চুরি হচ্ছে। তবে পরিমাণ সামান্য হওয়ায় আমরা গা করিনি। এক সপ্তাহ আগে গ্রামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল। সেই রাতে চোরের দল কয়েকজন কৃষকের খেতের ফসল একেবারে সাফ করে দেয়। গ্রামে আচমকা বড় চুরির ঘটনা ঘটায় আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি। চুরি ঠেকাতে দিনে হাড়ভাঙা খাটুনির পরও রাত জেগে ফসল পাহারা দিচ্ছিলাম।' মোহর ৩ বিঘা জমিতে ফুল ও বাঁধাকপি চাষ করেছিলেন। তার মধ্যে আধা বিঘা জমির ফসল চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা। কম করেও ৪০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

একইভাবে আরেক কৃষক কার্তিক সাহার ৮-১০ হাজার টাকার ফুলকপি উধাও হয়। প্রহ্লাদ সাহা নামে আরেক বাসিন্দা আবার জানালেন, বেগুন, ফুলকপি ও বাঁধাকপি তো আছেই। সিঁধ কেটে পাম্পসেট সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা। আধা বিঘা জমির বেগুন হাতিয়ে নেওয়ার পর খেত একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। একই কারণে ক্ষতির মুখে পড়েছেন আবদুল শেখ, খগেন সাহা, সমীর সাহাদের মতো প্রান্তিক ক্ষুদ্র কৃষকরা।

গত বুধবার ৫ নভেম্বর গ্রামের সকলে গভীর রাত পর্যন্ত মুক্তমঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখছিলেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দুষ্কৃতীরা ফসল এবং বেশকিছু কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে পালিয়ে যায়। তবে সেদিন পাম্পসেট নিতে পারেনি। সেটিকে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। শংকর সাহাদের মতো বাসিন্দাদের মতে, মঙ্গলবার রাতে ওই পাম্পসেট নিতে এসেই দুই চোর ধরা পড়ে।

ভোটের মাঠে পদ্ম

শিদলের ছেকা, পেলকা দিয়ে ভোজ

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১২ নভেম্বর : যাকে বলে একেবারে রাজবংশী ঘরানার ভোজ। সজনে ও পুঁই শাক দিয়ে পেলকা, লাউপাতা আর শিদলের ছেকা, শুঁটকি মাছের চাটনি, লাউ চচ্চড়ি। বুধবার আলিপুরদুয়ার সফরে এসে দুপুরে এসবেই পেট ভরল ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব দেবের। বর্তমানে রাজ্য বিজেপির নির্বাচনের কাজ দেখছেন বিপ্লব। এদিন তিনি দিনভর জেলার এক মাথা থেকে আরেক মাথা ঘুরে বেড়িয়ে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের দক্ষিণ চকোয়াখেতি গ্রামের ১২/৪৫ বুথ সভাপতি অনেশ রায়ের বাড়িতে। সেখানেই রাজবংশী বিভিন্ন পদের স্বাদ নেন তিনি। খাওয়া শেষে বিপ্লবের বক্তব্য, 'খুব ভালো হয়েছে। নতুন স্বাদ পেলাম।'

এদিন বিপ্লবের সামনে কলাপাতায় পরিবেশন করা হয় খাবারগুলি। তাঁর সুরক্ষাকর্মীরা ছাড়াও আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস সহ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকজন নেতা একইসঙ্গে ভোজন করেন। এই আয়োজনের বিষয়ে অনেশ বলেন, 'আমাকে মঙ্গলবার জানানো হয় যে খাওয়ার আয়োজন করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে সব করতে হয়েছে। বাড়ির লোক সহ গ্রামের অনেকেই আয়োজনে অংশ নিয়েছেন। একজন রাঁধুনিও নেওয়া হয়েছিল।'

সাধারণত পুঁটি ও দারকা মাছের সঙ্গে কালো কচু মিশিয়ে শিদলের ছেকা বানানো হয়। সেটাই এদিন ছিল বিপ্লবের পাতে। প্রথমে সাদা ভাত পরিবেশন করে শিদলের ছেকার পাশাপাশি দেওয়া হয় মুড়িঘণ্ট, গ্লাস কার্প মাছ, পাঁঠার মাংস, চাটনি, দই, মিষ্টি।

ত্রিপুরা মডেল বাতলে প্রচার বিপ্লবের

আলিপুরদুয়ার ও বীরপাড়া, ১২ নভেম্বর : 'সবাইকে বোঝাতে হবে বিজেপি ক্ষমতায় এসেই গিয়েছে। দুর্বল হওয়া যাবে না। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছি তখন বিজেপিতে সবাই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে।' বক্তা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। বুধবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার শহরে একটি হোটেলে বিজেপির জেলা কমিটির সাংগঠনিক আলোচনায় এই বার্তাই দিয়েছেন তিনি। ত্রিপুরা দখলের মডেলে আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি বিধানসভা আসন ধরে রাখার ছক এদিন কষে দিয়েছেন।

রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনের দায়িত্ব পাওয়ার পর বুধবার প্রথম আলিপুরদুয়ার সফরে আসেন বিপ্লব। দিনভর জেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটেছেন। আর সব জায়গায় দলীয় নেতা-কর্মীদের বার্তা দিয়েছেন, ত্রিপুরায় যেভাবে বাম সরকার ফেলে দিয়ে বিজেপিকে তাঁরা ক্ষমতায় এনেছিলেন। আলিপুরদুয়ারেও সেটাই করতে হবে। সব জায়গায় বিপ্লব নিজের দলের কর্মী থেকে রাজ্য সভাপতি এবং সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সফরের গল্প বলেছেন।

জেলা কমিটির বৈঠক ছাড়াও তপসিখাতায় বিজেপি ও যুব মোর্চার একটি যোগদান কর্মসূচিতেও অংশ নেন বিপ্লব। সেখানে দলীয় বিষয়ে বেশি কথা না বললেও জেলা কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। দলে কড়া শাসন আনার কথা বলেছেন। নির্বাচনে আগে দল যে কড়া ব্যবস্থা নেবে সেই বার্তাও দেওয়া হয়। বৈঠকে বিপ্লব বলেছেন, 'এক হাতে কাজ থাকবে আরেক হাতে পদত্যাগপত্র। কাজ করতে না পারলে পদত্যাগ করতে হবে।' দলে কোনও গোষ্ঠীকোন্দল না রাখার বার্তাও তিনি দিয়েছেন। জানিয়েছেন, আবার আসবেন আলিপুরদুয়ারে।

নাথুয়াটারিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঝে বিপ্লব দেব। বুধবার

বার্তা

- দলের নেতা-কর্মীদের তিনি 'টাস্ক' দিয়েছেন
- প্রতিদিন অন্তত ৫ জনকে ফোন করে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা বলতে হবে
- কাজ করতে না পারলে পদত্যাগ করতে হবে
- সবাইকে বোঝাতে হবে বিজেপি ক্ষমতায় এসেই গিয়েছে

এদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের নাথুয়াটারিতে বিজেপির শক্তিকেন্দ্র বৈঠকে সংগঠনের দুর্বলতা প্রকাশ্যে এসেছে বিপ্লবের সামনেই। এদিন বৈঠকে অনেক কর্মী আসেননি। সাতটি বুথ নিয়ে আলোচনা থাকলেও দুই বুথের সভাপতি ছিলেন না। সাত বুথের কমিটির সদস্যরাও সবাই ছিলেন না। বিপ্লব এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিজেপির কর্মসূচি নিয়ে দলের কর্মীদের কাছে অনেক প্রশ্ন করলেও উত্তর পাননি। অগত্যা সংগঠন তাজা করার বার্তা দিতে দেখা যায় ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। দলের নেতা-কর্মীদের তিনি 'টাস্ক' দিয়েছেন। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় থাকা পাঁচজন বন্ধু, আত্মীয় বা পরিচিতদের ফোন করে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা বলতে হবে। ত্রিপুরাতেও নাকি এই মডেলে কাজ হয়েছে।

ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে মাকড়াপাড়া কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে বুধবার 'পুরোনো বাংলা' চেয়েছেন বিপ্লব। তাঁর ব্যাখ্যা, পুরোনো বাংলা বলতে তিনি সেই বাংলার কথা বলছেন যে বাংলার মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হতেন না। বরং ভিনরাজ্যের মানুষ বাংলায় আসতেন কাজের খোঁজে। এদিন পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান এবং চা শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নেন তিনি।

বেলা বারোটা নাগাদ মাকড়াপাড়ার কালী মন্দিরে যান বিপ্লব। সঙ্গে ছিলেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গারা।

ঘরছাড়া দুই বান্ধবী

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : দুজনে মিলে একসঙ্গে থাকবে। এই পরিকল্পনা করে ঘর ছেড়েছিল অসমের দুই কিশোরী। তবে শেষরক্ষা হয়নি। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে বুধবার তাদের উদ্ধার করেছে চাইল্ড হেল্পলাইন ও আরপিএফ। তাদের উদ্ধার করে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। সিডব্লিউসি তাদের হোমে রাখার ব্যবস্থা করেছে। তাদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

সিডব্লিউসি'র আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, বাড়ির লোকজনের সন্দেহ এড়াতে স্কুলের ইউনিফর্ম পরেই বাড়ি থেকে বের হয়েছিল তারা। স্কুলের সামনে সাইকেল রেখে অসমের হুজাই থেকে ট্রেনে চড়ে। তার আগে পোশাক বদলে ফেলে। তাদের কাছে যে মোবাইলটি ছিল, তা ট্রেনেই খোয়া যায়। তারপর কী করবে বুঝতে না পেরে তারা নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নেমে পড়ে। এদিকে, অভিভাবকহীন দুই নাবালিকাকে স্টেশনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় আরপিএফের। তাদের প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে রাখা হয়েছে। বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।'

দুই ছাত্রীর মধ্যে একজন নবম শ্রেণি ও আরেকজন দশম শ্রেণিতে পাঠরত। দুই বান্ধবীর মধ্যে খুব ভাব। একসঙ্গে স্কুলে যায়, টিউশনে যায়। তারা একসঙ্গে থাকতে চেয়েছিল। এদিন উদ্ধার করার সময় দুজনের পোশাক ও জুতোও ম্যাচিং করা ছিল। এক বান্ধবী টাকা জোগাড় করেছিল। বঙ্গাইগাঁও এলাকায় নতুন পোশাক কিনে ইউনিফর্ম বদলে নেয়। তারা কোনও পাচারচক্রের ফাঁদে পড়েছিল কি না তা স্পষ্ট নয়। দুই বান্ধবী কেন একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? জিজ্ঞাসা করলেও সদুত্তর মেলেনি। কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, সেটাও বলতে পারেনি দুই পড়ুয়া। রাতে ঘুমোনোর সময় মোবাইল ফোন খোয়া যায়। ফোনের খোঁজে তারা নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নেমেছিল।

পুলিশ দেখে পালাল বালি শ্রমিকরা

শামুকতলা, ১২ নভেম্বর : নানা কায়দায় বালি মাফিয়ারা রায়ডাক সংকোশ, তুরতুরি, ধারসি, গদাধর সহ বিভিন্ন নদীবক্ষ থেকে বালি পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছে। পুলিশ এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্তারা বালিবোঝাই গাড়ি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি চালক এবং পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করে আইনি ব্যবস্থা নিলেও অবৈধচক্র পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না। বুধবার সন্ধ্যায় ফের আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের ৩১সি জাতীয় সড়ক সংলগ্ন কাঁঠালতলা এলাকায় রায়ডাক নদীবক্ষে অভিযান চালান পুলিশ এবং ভূমি দপ্তরের কর্তারা। ওই সময় বালি তোলার কাজ চলছিল। কিন্তু পুলিশ এবং ভূমি দপ্তরের কর্তাদের দেখে শ্রমিকরা ছুটে পালিয়ে যায়। তবে নদীর ধারে কোনও গাড়ি বা ট্র্যাক্টর ছিল না।

ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্তাদের ধারণা ওই সময় বালি উত্তোলন করে জমা করা হচ্ছিল। সুযোগ বুঝে সেই বালি গাড়িতে তুলে পাচার করা হত। তবে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, পাচার রুখতে ওই নদীবক্ষে লাগাতার নজরদারি চালানো হচ্ছে।

এদিনের অভিযানে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক এবং আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক ভূমি রাজস্ব আধিকারিক মনোরা তোসা লেপচা শামিল হন। পুলিশ এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক মাসে কাঁঠালতলা এলাকার ওই নদীবক্ষ থেকে বালি পাচারের সময় তিনটি গাড়ি আটক করার পাশাপাশি তিনজন চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ওসি সঞ্জীব মোদক জানান, বুধবার পুলিশ এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরের যৌথ অভিযান চালানো হয়েছে। এরকম অভিযান লাগাতার চলবে। অবৈধভাবে বালি পাচার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। নদীবক্ষে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক ভূমি রাজস্ব আধিকারিক মনোরা তোসা লেপচা বলেন, 'কাঁঠালতলা এলাকার রায়ডাক থেকে বালি পাচার করা হচ্ছে এমন অভিযোগ আমাদের কাছে রয়েছে। এর আগে বেশ কয়েকটি ট্র্যাক্টর এবং ছোট ট্রাক আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি।'

জখম ২

হাসিমারা, ১২ নভেম্বর : বুধবার বিকেলে হাসিমারা-কোচবিহার রাজ্য সড়কের ওপর, চিলাপাতা বনাঞ্চলে সড়ক দুর্ঘটনায় জখম হলেন দুই তরুণ। খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ জখম দুজনকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইকের সঙ্গে একটি ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাইকের চালক ও আরোহী দুই তরুণ ছিটকে পড়ে জখম হন। বাইক ও ছোট গাড়িটি আটক করা হয়েছে। জখমদের নাম জানা যায়নি।

আইনি শিবির

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : পদ্মেশ্বরী হাইস্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে আইনি সচেতনতা শিবির করল ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি। বুধবার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা এই কর্মসূচিতে অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক শ্বেতা শ্রীবাস্তব সহ বিশিষ্ট আইনজীবীরা। ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ সরকার। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পকসো আইন, শিশু ও নারী পাচারের বিষয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়।

নালা সংস্কার

বারবিশা, ১২ নভেম্বর : বুধবার পুজো দিয়ে নারকেল ফাটিয়ে এবং ফিতে কেটে বারবিশা দমকলকেন্দ্রের বিপরীতে বেহাল কুলকুলি সেচনালার পাড়বাঁধ নির্মাণের কাজের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করলেন ভল্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/৯৭ অংশের পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি কৌশিক দাস। কৌশিক জানান, সেচ দপ্তরের উদ্যোগে সেচনালার বেহাল পাড় সংস্কারে ৯০ মিটার বোল্ডার ও তারজালি দিয়ে পাড়বাঁধ নির্মাণে ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এতে ৫০০ পরিবার উপকৃত হবে।

সচেতনতা

ফালাকাটা, ১২ নভেম্বর : বুধবার ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়ে 'বার্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া' ডাঃ সেলিম আলির জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি সংগঠনের তরফে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়। এদিন চড়ুই পাখি সংরক্ষণ এবং কোন কোন পাখি বাড়িতে পোষা যায় না, সে বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করা হয়।

দৌড়

কালচিনি, ১২ নভেম্বর : ১৫ নভেম্বর আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজাভাত চা বাগানের শহিদ বীর বিরসা মুন্ডা কমিটির তরফে ১৫ নভেম্বর সকালে ১৫ কিলোমিটার রোড রেসের আয়োজন করা হয়েছে। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে যে কেউ ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন বলে বুধবার জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির সদস্য জন তিরকি। এছাড়াও চুয়াপাড়া, মধু, সাতালি, ভার্নোবাড়ি সহ বিভিন্ন চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

কুইজ

ফালাকাটা, ১২ নভেম্বর : বন্দে মাতরম স্তোত্রের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বুধবার এসএসবি-র ৫৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে ফালাকাটা ক্যাম্পে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে থাকা স্কুলের প্রায় ২০০ জন পড়ুয়া অংশ নেয় এই অনুষ্ঠানে। বন্দে মাতরম-এর গুরুত্ব এবং এর ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এদিন শিশুদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন এসএসবি-র ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট বিজয় সিং সহ অন্যরা।

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION
"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
E-Mail: secretary.wbbpe@gmail.com, Website: https://wbbpe.wb.gov.in

Notification of the Receipt of Application Forms
(Pertaining to Direct Recruitment of Special Education Teachers in Primary Schools)

The **West Bengal Board of Primary Education** invites application through online portal from the eligible candidates for **recruitment to 2308 vacant posts of Special Education Teachers in Govt. Aided Primary/Govt. Sponsored Primary/Junior Basic Schools in all districts of the State in accordance with the provisions of "West Bengal Primary School Special Education Teachers Recruitment Rules, 2025"** on and from **November 12, 2025 until 11:59 pm on November 25, 2025**. Please visit the website of the Board (**https://wbbpe.wb.gov.in**) to get information in detail.

Sd/-
Secretary
West Bengal Board of Primary Education

Date : 12.11.2025

বাড়িতে মৃত্যু মহিলার, বীরপাড়ায় ক্ষোভ

জখমকে ফেরাল হাসপাতাল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১২ নভেম্বর : দুর্ঘটনায় জখম মহিলাকে ভর্তি না করিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পরই ‘বিদায়’ করে দিল বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। আর সেই রাতেই ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু হয় সেই মহিলার। ঘটনাটি মঙ্গলবার রাতের। মৃতার নাম মতিজা বেগম (৪০)। বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার তেলিপাড়ায়। বুধবার সকালে দেহ নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছান সেখানকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য এবং মৃতার পরিজনরা। তাঁরা চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুললে উত্তেজনা ছড়ায় বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল চত্বরে। পরে হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াইয়ের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন মৃতার ভাই আসরাবুল ইসলাম।

এই ঘটনায় অস্বস্তিতে বীরপাড়া হাসপাতালের সুপারও। বুধবার তিনি বলেন, ‘ওই মহিলাকে আহত অবস্থায় আনা হয়েছিল। কয়েকটি পরীক্ষা করানোর সুপারিশ করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। তবে তাঁকে ভর্তি করানো যে জরুরি তা হয়তো ওই চিকিৎসক বোঝেননি। ঘটনার তদন্ত করা হবে।’

হাসপাতালের গেটের সামনে মৃতার পরিজনদের ভিড়।

সাঁকোয়াঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য সাহিরুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে তেলিপাড়া চৌপথির কাছে মালবাহী ছোট গাড়ির ধাক্কায় আহত হন ওই মহিলা। এরপর তাঁকে বীরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে ভর্তি করাতে চাননি কর্তব্যরত চিকিৎসক, অভিযোগ সাহিরুলের। তিনি বলেন, ‘চিকিৎসকের গাফিলতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং বীরপাড়া থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।’

এদিন সাহিরুল সহ মৃতার ভাই এবং আত্মীয়স্বজনরা দেহ নিয়ে হাসপাতালে ঢোকার পরই ভিড় জমে যায় গেটে। ঘটনার বিবরণ শুনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন অন্য রোগীর পরিজনরাও। মৃতার ভাই আসরাবুল ইসলাম বলেন, ‘দিদিকে ভর্তি করানোর জন্য ডাক্তারবাবুকে বারবার অনুরোধ করছিলাম। কিন্তু ডাক্তারবাবু জানান, বড় সমস্যা হয়নি। বরং হাসপাতালে থাকলে ইনফেকশন হবে। কারণ এখানে নানা ধরনের রোগী রয়েছেন।’

> ওই মহিলাকে আহত অবস্থায় আনা হয়েছিল। কয়েকটি পরীক্ষা করানোর সুপারিশ করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। তবে তাঁকে ভর্তি করানো যে জরুরি তা হয়তো ওই চিকিৎসক বোঝেননি। ঘটনার তদন্ত করা হবে।
>
> **কৌশিক গড়াই** *সুপার*
> *বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল*

আসরাবুল জানান, এরপর তিনি মতিজাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য হাসপাতাল থেকে বের হচ্ছিলেন। কিন্তু হাসপাতালের গেটেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন মতিজা। আসরাবুল ফের ছুটে যান ওই চিকিৎসকের কাছে। চিকিৎসক তাঁকে বোঝান, দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন মহিলা। এর জেরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন।

মতিজা বিধবা ছিলেন। দিনমজুরি করে এক নাবালক ছেলে ও এক মেয়েকে লালনপালন করছিলেন তিনি। সেই রাতে জখম মতিজাকে বীরপাড়া হাসপাতাল থেকে ফালাকাটার নরসিংহপুরে বাপের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বুধবার সকালবেলা দেখা যায় তিনি মৃত। বেলা বাড়তে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠায় বীরপাড়া থানার পুলিশ। মতিজার পড়শি আমির হোসেন বলছিলেন, ‘ডাক্তারবাবুদের গাফিলতির জন্য এভাবে যেন আর কারও মৃত্যু না হয়। আমরা তো বীরপাড়া হাসপাতালের ওপরই নির্ভরশীল।’

ফোন ধরতে ধরতেই ক্লান্ত বিএলও-রা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : একবার মোবাইলে নির্বাচন কমিশনের অ্যাপ খুলে তথ্য দেওয়া, আবার সুপারভাইজারের হোয়াটসঅ্যাপে নজর রাখা- কখন কী নির্দেশ আসে তা পালন করা। এদিকে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফোন আসা তো থামছেই না! আলিপুরদুয়ারের অনেক বুথ লেভেল অফিসারদের কাছে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম বিলির সঙ্গে মোবাইলে উপরি কাজ যেন আরও পরিশ্রম বাড়িয়ে দিচ্ছে। সারাদিন ফর্ম বিলি চলছে। সঙ্গে আবার বুথের ভোটাররা বারবার ফোন করছেন একগুচ্ছ সমস্যা নিয়ে। ফলে অনেকে বিরক্ত হয়ে পড়ছেন। যতদিন না ফর্ম জমা নেওয়া শেষ হচ্ছে ততদিন এই পরিস্থিতি বদলানোর নয় বলে মত অনেকের।

এই নিয়ে কথা হচ্ছিল আলিপুরদুয়ার শহরের বাবুপাড়ার বাসিন্দা ঊষারানি মোদকের সঙ্গে। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ১২/২২৩ বুথের বিএলও তিনি। অন্যদের মতো মোবাইল ফোন ব্যবহারে তেমন সড়োগড়ো না হওয়ায়, কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে তাঁর। একদিকে বুথের অনেকে ফর্মের বিষয়ে তথ্য জানতে চাইছেন। অন্যদিকে, যাঁরা বুথে থাকেন না তাঁরাও বাইরে থেকে খোঁজ করছেন। ওই বিএলও-র কথায়, ‘সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফোন আসছে। সবই করতে হচ্ছে। সবাইকে ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মোবাইল ব্যবহারে কিছুটা সমস্যা হলে বুথের লোকেরা সহযোগিতা করছেন।’ শহরের বিভিন্ন বিএলও’র প্রতিক্রিয়া কমবেশি এমনই। অনেকের সারাদিন ফোন ধরার অভ্যাস নেই। হঠাৎ এই বদল চিন্তায় ফেলেছে অনেককে।

বিএলও’র দায়িত্ব পাওয়া এক শিক্ষক বলছিলেন, ‘ফোন হাতছাড়া করতে পারছি না। ফর্ম বিলি করতে গেলেও ফোন ধরতে হচ্ছে। মোবাইল তো আর বন্ধ রাখতে পারি না। কখন কোন আধিকারিক ফোন করেন, কখন কোন নির্দেশিকা আসে- তার ঠিক নেই।’ অধিকাংশ বিএলও’র সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মূলত যাঁদের ফর্ম এখনও আসেনি তাঁরাই বেশি খোঁজ করছেন। এছাড়া যাঁদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই, তাঁদের অনেকেও ফোনে বিএলও-দের থেকে তথ্য চাইছেন। এমনকি, যাঁরা কাজের সূত্রে বাইরে থাকছেন তাঁরাও ফর্ম নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন বিএলও-দের। এই নিয়ে শালকুমার প্রধানপাড়ার ১২/২ বুথের বিএলও শ্যামা কার্জি জানান, রাত এগারোটা পর্যন্ত লাগাতার ফোন আসছে। কাজের মাঝে ফোন ধরতে হচ্ছে। তবে কাজের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক আছে। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জায়গায় নেটওয়ার্ক নিয়ে সমস্যা শোনা যাচ্ছে। এত সমস্যার মধ্যে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করছেন বিএলও-রা। কালচিনির ১১/১১০ বুথের বিএলও সাদিক আনসারির কথায়, ‘ফর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে তা মেটানোর চেষ্টা করছি। সেই কাজে অনেক সময় সফল হচ্ছি। আর এখন তো অনলাইন ফর্ম পূরণের কাজ শুরু হয়েছে। সেটাও অনেককেই করতে বলছি।’

ফালাকাটায় ভোটারের বাড়িতে ফর্ম বিলি।

তিতিবিরক্ত

- সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফোন আসা তো থামছেই না!
- ফর্ম বিলির সঙ্গে মোবাইলে উপরি কাজ যেন আরও পরিশ্রম বাড়িয়ে দিচ্ছে
- যতদিন না ফর্ম জমা নেওয়া শেষ হচ্ছে ততদিন এই পরিস্থিতি বদলানোর নয় বলে মত অনেকের
- ফোন ব্যবহারে তেমন সড়োগড়ো না হওয়ায়, কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে অনেকের
- মূলত যাঁদের ফর্ম এখনও আসেনি তাঁরাই বেশি খোঁজ করছেন

রাস্তার কাজ

রাঙ্গালিবাজনা, ১২ নভেম্বর : অবশেষে মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ শিশুবাড়িতে এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তাটির হাল ফিরতে চলেছে। বুধবার ওই রাস্তাটি কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে সংস্কার করার কাজের সূচনা করেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। রাস্তাটি কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করতে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। স্থানীয়রা জানান, ওই রাস্তাটি বছরের পর বছর কাঁচা ছিল। তাতে বালি-বজরিও পড়েনি। বর্ষাকালে এঁদো রাস্তায় চলাচল করাই মুশকিল হত।

সচেতনতা

কালচিনি, ১২ নভেম্বর : বুধবার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কোশী লোকমঞ্চের উদ্যোগে কালচিনির নিমতিঝোরা চা বাগানে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। অপরিণত বয়সে সমাজমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে চা বাগানের কিশোরী ও মহিলাদের সচেতন করা হয়। এছাড়াও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার বিষয়ে স্থানীয় কিশোরী ও মহিলাদের সচেতন করা হয়।

ইউনিটি মার্চ

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটায় আগামী ১৭, ১৮ ও ১৯ নভেম্বর ইউনিটি মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা।

বইয়ের স্টল

পলাশবাড়ি, ১২ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মেজবিলে ৫৬তম রাসমেলা চলছে। সেই মেলায় বইয়ের স্টল খুলেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সেখানে বুধবার আসেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি সুজয় বালা। তিনি জানান, মেলায় আসা দর্শকরা স্টলে আসছেন।

ব্লক সভাপতি

কালচিনি, ১২ নভেম্বর : বুধবার তৃণমূলের শাখা সংগঠন জয় হিন্দ বাহিনীর আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন ব্লকে নতুন ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়। কালচিনি ব্লকের সংগঠনের সভাপতি হিসেবে পুনরায় মনোনীত করা হয়েছে সৌভিক সাহা ওরফে রানাকে।

দক্ষিণ লতাবাড়ি গ্রামে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত সুপারি বাগান।

ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নিয়ে ক্ষোভ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১২ নভেম্বর : হাতির খাদ্যতালিকায় রয়েছে সুপারি গাছও। মাদারিহাটে বিঘার পর বিঘা জমির কচি সুপারি গাছ ভেঙে কাণ্ডের শাঁস খেয়ে নিচ্ছে হাতি। হাতির হানা নিয়ে ক্ষোভ তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে বন দপ্তরের তরফে দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক সেই ক্ষোভের আগুনে আরও ঘি ঢালছে। মঙ্গলবার রাতে মধ্য ছেকামারিতে হানা দিয়ে চন্দ্রবাহাদুর ছেত্রী ও নারায়ণ ছেত্রীর শতাধিক সুপারি গাছ ভেঙেছে হাতির পাল। হাতি চলাচলে নারায়ণ এবং চন্দ্রবাহাদুরের বিঘা দুয়েক জমির ধানখেত ক্ষতিগ্রস্ত। নারায়ণের বক্তব্য, ‘বন দপ্তর দেড়-দু’হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়। ওই টাকা পেতেও বছর গড়িয়ে যায়। নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বদলে হাতির হানা রুখতে পদক্ষেপ করুক বন দপ্তর।’

গত এক দশকে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে হাতির হানা বেড়েছে। বিশেষ করে বন লাগোয়া এলাকাগুলিতে ধান, ভুট্টা ঘরে তোলা মুশকিল। বিকল্প হিসেবে অনেকেই সুপারি গাছ রোপণ করেছেন। সুপারির দামও ভালো। বিঘাপ্রতি জমি থেকে বছরে কমবেশি ১ লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব। বছরের পর বছর পরিশ্রম করে গাছগুলি বড় করে তুললেও মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে দিচ্ছে হাতি।

উত্তর ছেকামারিতে অর্গান লামার ৭ বিঘা, অসিত নার্জিনারির ২ বিঘা জমির সুপারি বাগানের বেশিরভাগ গাছ ভেঙেছে হাতি। অর্গান এখন সুপারি বাগানে তেজপাতা, জাম চাষ করছেন। আরেক ক্ষতিগ্রস্ত চন্দ্রবাহাদুর ছেত্রী বুধবার বলেন, ‘আমরা দু’ভাই মিলে ১১ বিঘা জমিতে সুপারি চারা রোপণ করেছিলাম। গত দু’বছরে আমাদের প্রায় এক হাজার সুপারি গাছ ভেঙেছে হাতি।’

শুধু মধ্য ছেকামারি নয়। সম্প্রতি মধ্য খয়েরবাড়িতেও কয়েকশো সুপারি গাছ ভেঙেছে হাতি। এছাড়া ইসলামাবাদ, পশ্চিম খয়েরবাড়ি, হাজিপাড়া গ্রামগুলিতে বছরভর হাতি হানা দিয়ে শয়ে-শয়ে সুপারি গাছ ভেঙেছে। হতাশ হাজিপাড়ার মজিবর রহমান, দেলোয়ার হোসেনরা। মজিবরের কথায়, ‘এক বিঘা সুপারি বাগানের মূল্য এক বিঘা যে কোনও ফসলের মূল্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি। অথচ সুপারি বাগানের ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক অন্যান্য ফসলের মূল্যের মাপকাঠিতে নির্ধারণ করা হচ্ছে!’

বন্যপ্রাণীর হানায় এক বিঘা জমির ফসল নষ্ট হলে (সম্পূর্ণ ক্ষতি) ২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার নিয়ম। সুপারি বাগানের ক্ষেত্রে আলাদা কোনও মাপকাঠি নেই। বন দপ্তরের মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বলছেন, ‘ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি এবং অভিযোগ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত জানানো হয়।’

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহাও মানছেন সমস্যার কথা। তিনি বলছেন, ‘কিছুদিন পর বনমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে আসবেন। ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক সহ যাবতীয় বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব। হাতির হানা রুখতে পাকাপাকি ব্যবস্থা নিয়ে বনমন্ত্রীকে কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়া হবে।’

হাতির হানায় জখম বন শ্রমিক

সমীর দাস

কালচিনি, ১২ নভেম্বর : মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ হাতি তাড়াতে গিয়ে হাতির হানাতেই গুরুতর জখম হলেন এক অস্থায়ী বন শ্রমিক। ঘটনাটি কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ লতাবাড়ির গ্রামীণ পার্ক সংলগ্ন মেচিয়াপাড়ায় ঘটে। গ্রামে হাতি ঢোকার খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নিমাতি রেঞ্জের বনকর্মীদের সঙ্গে রাজু ওরাওঁ নামে ওই বন শ্রমিক হাতি তাড়াতে সেখানে যান। ৫-৬টি হাতির একটি পাল বনকর্মীদের তাড়া খেয়ে এলাকার ধানখেত থেকে স্থানীয় চেল্টার ওরাওঁয়ের সুপারি বাগানে ঢুকে পড়ে। একটি হাতি উলটো দিকে তেড়ে আসতে শুরু করে। এরপর কর্তব্যরত বনকর্মীদের পাশাপাশি রাজুও পালাতে শুরু করেন। তবে তিনি মাটিতে পড়ে যান। ততক্ষণে হাতিটি এসে রাজুর ওপর হামলা চালায়। বরাতজোরে প্রাণে বাঁচেন তিনি। তবে ডান পায়ে গুরুতর চোট পান। হাতিটি ফিরে যাওয়ার পর বনকর্মীরা রাজুকে উদ্ধার করে প্রথমে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল ও পরে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

এবিষয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর হরিকৃষ্ণন পিজে বলছেন, ‘ওই বন শ্রমিকের চিকিৎসা করানো হচ্ছে বন দপ্তরের তরফে। তবে তিনি বিপন্মুক্ত রয়েছেন। তাছাড়া সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তাঁকে।’

বন দপ্তর সূত্রে খবর, ধান পাকার সময় বন দপ্তরের তরফে জঙ্গল সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে তিন মাসের জন্য অস্থায়ী বন শ্রমিক নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয় দক্ষিণ লতাবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটিকে। সেই সূত্রেই মাসদুয়েক আগে কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন রাজু। স্থানীয় গবেশ মুন্ডা বলেন, ‘এলাকার সাড়ে ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ হ্যাংগিং সোলার ফেন্সিংয়ের দাবি জানিয়েছিলাম। ওই কাজ হলে গ্রামে হাতি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে আসবে। মঙ্গলবার রাতে হাতি গ্রামে ঢোকার খবর পেয়ে দ্রুত বনকর্মীরা চলে এসেছেন।’

> ওই বন শ্রমিকের চিকিৎসা করানো হচ্ছে বন দপ্তরের তরফে। তবে তিনি বিপন্মুক্ত রয়েছেন। তাছাড়া সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তাঁকে।
>
> **হরিকৃষ্ণন পিজে**
> *ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর*
> *বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প*

দক্ষিণ লতাবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সভাপতি নবুল ঠাকুর জানালেন, হ্যাংগিং ফেন্সিংয়ের খরচের হিসেব তৈরি হচ্ছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। জখম বন শ্রমিকের পরিবারকে সরকারি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বন শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। হাতির হানায় চলতি বছর এলাকার প্রায় ১৫০ বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়েছে। মাসখানেক আগে ওই গ্রামের এক কিশোর হাতির হানায় জখম হয়। এরপর গ্রামবাসীরা হ্যাংগিং ফেন্সিংয়ের জোরালো দাবি তোলেন। সম্প্রতি বন দপ্তরের তরফে ওই কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট যৌথ বন পরিচালন কমিটিকে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দিন শেষে।। ইসলামপুরের ডিমরুল্লাতে ছবিটি তুলেছেন অরুনাভ ভাওয়াল।

মিলল ক্ষতিপূরণ

জটেশ্বর ও বারবিশা, ১২ নভেম্বর : সোমবার রাতে দলগাঁও চা বাগানের বাসিন্দা রাহুল টুডু প্রাণ হারিয়েছেন হাতির হানায়। বুধবার রাহুলের পরিবারের হাতে বন দপ্তরের তরফে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হল। সেইসঙ্গে রাহুলের দিদির হাতে চাকরির নিয়োগপত্রের একটি ফর্ম তুলে দেওয়া হয়। ওই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষা মুক্তা দত্ত, মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় সহ অনেকেই। অন্যদিকে, কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লেফরাগুড়ি বনবস্তিতে গিয়ে হাতির হানায় মৃতের পরিবারকে সরকারি নিয়ম মেনে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিল বন দপ্তর।

চিতাবাঘ ধরা পড়লেও আতঙ্ক

হাসিমারা, ১২ নভেম্বর : দু’দিন আগে ভার্নোবাড়ি চা বাগানের এক সহকারী ম্যানেজার চিতাবাঘের আক্রমণের মুখে পড়েন। রবাতজোরে প্রাণে বাঁচেন তিনি। এরপর বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জ কর্তৃপক্ষের কাছে খাঁচা পাতার আবেদন জানায় বাগান কর্তৃপক্ষ। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় বাগানের ৭ নম্বর সেকশনে একটি খাঁচা বাসানো হয়। মঙ্গলবার সেই খাঁচায় বন্দি হয় একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। বনকর্মীরা চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে বক্সার জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন। তবে চিতাবাঘ ধরা পড়লেও বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে চিতাবাঘের আতঙ্ক কাটছে না।

শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষ উভয়ের দাবি আরও কয়েকটি চিতাবাঘ রয়েছে বাগানে। বুধবার এপ্রসঙ্গে বাগানের ম্যানেজার সুদর্শনকুমার বাবল বলেন, ‘বাগানে একাধিক চিতাবাঘ রয়েছে। বন দপ্তরের কাছে আরও খাঁচা বসানোর আবেদন করা হবে।’

মঙ্গলবার চিতাবাঘ ধরা পড়লেও বুধবার একরাশ আতঙ্ক নিয়ে কাজে যোগ দেন শ্রমিকরা। বাগানের সাব-স্টাফ মহিপাল বিশ্বকর্মার কথায়, ‘অনেকেই বাগানে চিতাবাঘ ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। শ্রমিকদের মনে ভয় ঢুকে গিয়েছে। যে কোনও সময় চিতাবাঘের হামলার মুখে পড়তে হতে পারে।’ শ্রমিকদের দাবি, বাগানে অন্তত ৩-৪টি চিতাবাঘকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে।

শীতের মরশুমে আলোছায়ায় ঘেরা চা বাগানকেই বেছে নেয় চিতাবাঘ। চিতাবাঘের প্রজননের ঋতুতে শাবক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অন্য বন্যপ্রাণীর হাত থেকে শাবকদের রক্ষা করতে জঙ্গল ছেড়ে চিতাবাঘ আশ্রয় নেয় জঙ্গল সংলগ্ন চা বাগানগুলোতে। এদিকে শাবকদের ধারেকাছে কেউ গেলেই হামলা চালায় মা চিতাবাঘ। যদিও ভার্নোবাড়ি চা বাগানে এখনও চিতাবাঘের শাবকের দেখা মেলেনি।

বাগান শ্রমিক রান্থী ওরাওঁ বলেন, ‘এর আগেও চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে। একটি ধরা পড়লেও অন্য চিতাবাঘ ধরতে ফের খাঁচা বসানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।’ বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, বাগান কর্তৃপক্ষ আবেদন করলে পুনরায় খাঁচা বসানোর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

ভার্নোবাড়ি চা বাগানে খাঁচাবন্দি।

বিপর্যয়ের প্রদর্শনী ‘হিট’ মেজবিল রাসমেলায়

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১২ নভেম্বর : অক্টোবরের ৫ ও ৩০ তারিখের বিপর্যয়ের স্মৃতি এখনও টাটকা আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটবাসীর কাছে। সেই শালকুমারহাটের সিধাবাড়িতেই মৃৎশিল্পী লোকনাথ রায় ও গুপিনাথ রায়ের বাড়ি। তাঁদের বাড়িতেও শিসামারা নদীর জল ঢুকেছিল। আবার কাঁঠালবাড়ি, পাতলাখাওয়া এলাকায় শিলতোর্ষা নদীতে ভেসে এসেছিল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের গন্ডার, শুয়োর। পুণ্ডিবাড়িতে গন্ডার মানুষকে আক্রমণও করে। আবার ঘোকসাডাঙ্গায় বুনো শুয়োরের হামলায় মানুষের মৃত্যু হয়। এবার মেজবিলের রাসমেলায় সাম্প্রতিককালের এসব ঘটনাই পুতুল প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। যা দেখতে ভিড় করছেন আট থেকে আশি সবাই।

নিজেদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় পুতুল তৈরি করেছেন দুই মৃৎশিল্পীও। লোকনাথের কথায়, ‘৫ অক্টোবর আমাদের বাড়িতেও জল ঢুকেছিল। মেলা কমিটির প্রস্তাবে সেই বিপর্যয়ের কাহিনীই পুতুলের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’ তবে মন্থার প্রভাবে যখন ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল তখন মেজবিল রাসমেলার মাঠেই প্রতিমা তৈরি করছিলেন মৃৎশিল্পীরা। কিন্তু দ্বিতীয়বার সিধাবাড়ি গ্রামে জল ঢোকেনি। একদিকে বাড়ির চিন্তা, অন্যদিকে সেই বিপর্যয়ের থিম তৈরি করা। দুই বাস্তবতাই যেন শিল্পীদের তৈরি পুতুল বলে দিচ্ছে।

মেলা কমিটির উপদেষ্টা সদস্য মৃদুল সরকারের বক্তব্য, ‘বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের ঘটনাই মেজবিলের রাসমেলায় প্রদর্শনী হিসেবে তুলে ধরা হয়। মেজবিলের উপর দিয়েই একটি গন্ডার ভেসে গিয়েছিল, যা দেখে আমরা এমন বিপর্যয়কেই থিম হিসেবে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিই। এই বিপর্যয়ের থিমের জন্য বহু মানুষ মেলায় আসছেন।’

গ্রামীণ এলাকার মধ্যে সবথেকে বড় রাসমেলা হয় মেজবিলে। এবার এখানকার মেলার ৫৬তম বর্ষ। রবিবার মেলার সূচনা হয়। আগামী রবিবার হয়ে মেলা শেষ হবে। মেলা মাঠের উত্তরে একেবারেই মাঝামাঝিতে করা হয়েছে পুতুল প্রদর্শনী। মোট ৪২টি প্রতিমার মাধ্যমে সেই প্রদর্শনী তুলে ধরা হয়েছে। গন্ডার নদীতে ভেসে এসে নিরাপদের জন্য গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করছিল, প্রদর্শনীতে সেই বাস্তব ঘটনাই তুলে ধরা হয়েছে। যা দেখে ছোটদের অনেকেই সত্যিকারের ছবিই মনে করছে। আবার কোথাও দেখানো হয়েছে, এই বিপর্যয়ের জেরে মানুষ কীভাবে গাছের মগডালে উঠে পড়েছিল। প্রবীণরা প্রশাসনের সহযোগিতার অপেক্ষায় ঘরের উপরে উঠেছিলেন। আবার এক জায়গায় রয়েছে গন্ডারের হামলায় জখম এক ব্যক্তি। শালকুমারহাটে এমন বিপর্যয়ের মধ্যেই স্থানীয়দের অনেকেই নদীতে ভেসে আসা গাছের ডালপালা সংগ্রহ করেছেন। সেই ঘটনাও প্রদর্শনীতে জায়গা পেয়েছে। বিপর্যয়ের পর পুলিশ প্রশাসনের উদ্ধারকাজের দৃশ্যও রয়েছে। এভাবে প্রতিবেশী এলাকার ঘটনার ছবি দেখতে ভিড় করছেন বহু মানুষ। স্থানীয় অখিল বর্মনের কথায়, ‘পরপর দুইদিন মেলায় গিয়ে প্রদর্শনী দেখেছি। ঘটনার সময় মোবাইলের খবরে শালকুমারহাটের বিপর্যয় দেখেছি। এখন সেটাই যেন দেখতে পাচ্ছি রাসমেলায় এসে।’ এদিন মেলায় শালকুমারহাট থেকে আসা পরিতোষ রায় বললেন, ‘এবারের থিম আমাদের এখানকার ঘটনাই। তাই ভালো লাগছে।’ মাটি, রং দিয়ে গন্ডার তৈরি করা হয়েছে। যা দেখে মজা পাচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারাও। শিশাগোড়ের অষ্টম শ্রেণির দেবিকা রায় বলল, ‘বাবার সঙ্গে মেলায় গিয়েছি। প্রথমে তো প্রদর্শনীর গন্ডারকে সত্যিকারের মনে হয়েছিল। আরও দু’দিন মেলায় যাব।’

মেজবিল রাসমেলায় প্রদর্শনী।

> বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের ঘটনাই মেজবিলের রাসমেলায় প্রদর্শনী হিসেবে তুলে ধরা হয়। এখন দেখা যাচ্ছে এই বিপর্যয়ের থিমের জন্য বহু মানুষ মেলায় আসছেন।
>
> **মৃদুল সরকার**
> *উপদেষ্টা সদস্য, মেলা কমিটি*

সোনা সহ ধৃত

উত্তর ২৪ পরগনার তাড়ালি ১ সীমান্ত এলাকা থেকে ৭১২ গ্রাম সোনা সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। আটক সোনার আনুমানিক দাম ৮৮.৩৪ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা চলছিল।

জিলেটিন স্টিক

দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর বীরভূমের নলহাটিতেও ৫০ ব্যাগ ভর্তি কুড়ি হাজার জিলেটিন স্টিক উদ্ধার করেছেন পুলিশ। এক জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। একটি গাড়িতে সেগুলি ছিল।

নন্দীগ্রামে কমিটি

নন্দীগ্রাম ১ ও ২ ব্লকের মাদার, যুব, মহিলা, আইএনটিটিইউসি, এসসি সেল, কিষাণ ক্ষেত মজদুর সেল ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নতুন ব্লক সভাপতিদের তালিকা ঘোষণা করল তৃণমূল।

কমিশনে নালিশ

বুধবার বিকেল ৪টে পর্যন্ত ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ এসআইআরের ফর্ম বিলি হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার ২০০২-এর ভোটার তালিকায় অসংগতি রয়েছে বলে কমিশনে অভিযোগ করেছেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ।

জাপানের ওকাহামা ইউনিভার্সিটি ডি-লিট দিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কলকাতায় বুধবার। -পিটিআই

আইনিজটে নিয়োগ

৩২ হাজার চাকরি বাতিলের রায় স্থগিত

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় বুধবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ২১ তম শুনানি শেষে রায় স্থগিত রেখেছে।

আইনজীবী মীনাক্ষী অরোরা এদিন দাবি করেন, একক বেঞ্চ প্রসিকিউটরের ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৫১ সালের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকা প্রয়োজন। মাত্র ৪.৩১ শতাংশ প্রার্থীকে ডেকে তাঁদের সাক্ষীর ভিত্তিতে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। অপ্রশিক্ষিতদের একাংশের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনিয়মের অভিযোগ

যুক্তি, দুর্নীতি এখন একটা মশলাদার শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিবিআই সক্রিয় হলে চার-পাঁচ বছর ধরে মামলা পড়ে থাকত না। এই ৩২ হাজার চাকরির সঙ্গে দেড় লক্ষ পরিবারের জীবন ও জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। সকলের আদালতে আসা সুযোগ হয় না। কিন্তু রাজ্য প্রতিনিধিত্ব করলে জনগণ আশা রাখে।

আইনজীবী অভ্রতোষ মজুমদারের দাবি, মামলাকারীদের অনেকে পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে কর্মরত। অথচ তাঁরাই ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে অবৈধ বলে দাবি করছে? পার্শ্বশিক্ষকদের তরফে আইনজীবী জয়ন্ত মিত্র জানান, মুড়ি-মুড়কি যেমন এক করা যায় না, তেমনই পার্শ্বশিক্ষকদেরও এঁদের সঙ্গে একগোত্রে ফেলা যায় না। সমস্ত পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে মামলার রায় মুলতুবি রাখা হয়েছে।

মামলার ওপরেই এসএসসি'র ভবিষ্যৎ

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় আইনি জটের সম্ভাবনা তৈরি হল। ২০২৫ সালের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া ও তার নিয়ম নিয়ে বিবিধ বিষয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, '৩৫ হাজারের বেশি নিয়োগের ইন্টারভিউ হতেই পারে। তবে মামলার ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ।' কিন্তু বেশ কিছু বিষয় সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। তাই শীর্ষ আদালতে শুনানি হওয়া পর্যন্ত মামলা মুলতুবি রাখা হয়েছে।

পূর্ব শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর থেকে নতুনদের বঞ্চিত হওয়া, ইন্টারভিউয়ের আগে না পরে নম্বর বরাদ্দ করা হবে, নবম-দশমের প্রার্থীরা একাদশ-দ্বাদশের নিয়মে এই ১০ নম্বর পেতে পারেন কি না, এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে। এদিন কমিশনের উদ্দেশে বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন করেন, 'ইন্টারভিউ কবে থেকে শুরু হবে? ২৬ নভেম্বরের আগে না পরে?' উত্তরে কমিশন জানায়, 'প্রস্তুতি চলছে। ১৮ নভেম্বর থেকে সম্ভবত শুরু হবে।' বিচারপতি আগেই জানিয়েছিলেন, ফলাফল প্রকাশ হলেও নিয়োগ নির্ভর করবে মামলার ফলাফলের ভিত্তিতে। এদিনও এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন তিনি।

মূল মামলাকারীদের আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট করা সময়ের বাইরেও নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। বিচারপতি জানতে চান, 'এই ১০ নম্বর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কখন দেওয়া হবে?' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার আগে অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর যুক্ত হবে। শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ৩০০০ শিক্ষক আবেদন করেছেন। চুক্তিভিত্তিক বা

পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

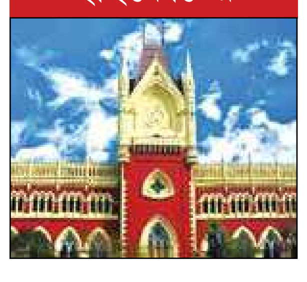

বেসরকারি স্কুলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কত আবেদন জমা পড়েছে তা এখনও গোনা সম্ভব হয়নি।

তবে এদিন এজলাসে মামলা চলাকালীন হাততালি দেন মামলাকারীদের একাংশ। বিচারপতি বিরক্তি প্রকাশ করে তাঁদের বের করে দেন। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য হোয়াটসঅ্যাপ বের করে বিচারপতিকে দেখিয়ে দাবি করেন, যাঁরা হাততালি দিচ্ছিলেন, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে মামলা চলাকালীন এজলাসে ভিড় করে থাকেন। তাতে আদালতের ওপর চাপ বাড়বে।

তবে বিচারপতি জানিয়ে দেন, আগামী দিনে এই ধরনের মামলা যার প্রভাব রয়েছে বৃহত্তর স্বার্থে, সেক্ষেত্রে অযথা প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

সংঘের মুখপত্রে শা-কে নিশানা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : রাজ্যের হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্র কি আদৌ আগ্রহী? এই প্রশ্নে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে কাঠগড়ায় তুলল বঙ্গ আরএসএস। আরএসএস-এর মুখপত্র স্বস্তিকায় ৩ নভেম্বরের সংখ্যায় রাজ্যে আরএসএস-এর সহপ্রান্ত প্রচার প্রমুখ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী এই প্রশ্নে সরব হয়েছেন। অমিত শা-কে নিশ্চুপ দ্রোণাচার্য বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নে এত অভিযোগ সত্ত্বেও রাজ্যে ৩৫৫ বা ৩৫৬-র মতো ধারা প্রয়োগে কেন ব্যর্থ কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্য জবাবও চেয়েছেন তিনি।

আরএসএস প্রভাবিত স্বস্তিকার উত্তর সম্পাদকীয় কলমে 'পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষার দায় কার? শুধু বাঙালি হিন্দুর, নাকি ভারত সরকারেরও?' শীর্ষক নিবন্ধে শিবেন্দ্র যেন খাপ খোলা তলোয়ার। ওই নিবন্ধে শিবেন্দ্র বলেছেন, '২০১৯ থেকে বাঙালি হিন্দু তাঁরা প্রতিটি নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন জুগিয়েছেন। মুখ চেয়ে বসে আছেন এই ভেবে যে কেন্দ্র তাঁদের রক্ষা করবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকারকেই প্রমাণ করতে হবে যে তাঁদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার তারা উপযুক্ত কি না।'

বস্তুত ২০১৯ থেকেই এরাজ্যে বিজেপির জয়যাত্রা শুরু। ১৮টি লোকসভা আসনে জয়ের সুবাদে এরাজ্যে গেরুয়া শিবিরে রীতিমতো রমরমা। অথচ সেই বিজেপিকেই ২০২১-এ বিধানসভা ভোটে কোনওমতে ৭৭ আসনে জিতে বিরোধী দলের স্বীকৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হল। শুধু তাই নয়, '২৪-এর লোকসভা ভোটেও আরও ফল খারাপ করেছে বিজেপি। এর জন্য দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আড়ালে আবডালে ক্ষোভপ্রকাশ করেছে বিজেপি। কিন্তু সরাসরি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বিশেষত অমিত শা-কে চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস দেখায়নি তারা। যা করে দেখাল বঙ্গ আরএসএস। ওই নিবন্ধেই শিবেন্দ্র লিখেছেন, 'যিনি তুড়ি মেরে অশান্ত কাশ্মীরকে নিমেষে ঠান্ডা করে দিতে পারেন, মাওবাদীদের পলকে পৌঁছে দিতে পারেন যমের দুয়ারে, সেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী- কী কারণে জানি তিনিও আজ নিশ্চুপ দ্রোণাচার্যের মতো। তাঁর তূণের সমস্ত তিরই বুঝি পশ্চিমবঙ্গের এই মহিলা দুর্যোধনের কাছে এসে থেমে গিয়েছে।'

> ২০১৯ থেকে বাঙালি হিন্দু তাঁরা প্রতিটি নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন জুগিয়েছেন। মুখ চেয়ে বসে আছেন এই ভেবে যে কেন্দ্র তাঁদের রক্ষা করবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকারকেই প্রমাণ করতে হবে যে তাঁদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার তারা উপযুক্ত কি না।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস থেকে শুরু করে বছরের প্রতিদিনই রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের। সাধারণ মানুষরাও আক্রান্ত। সাংসদ, বিধায়করা সুরক্ষিত নয়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তুলেছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। কিন্তু সেই দাবিতে সাড়া নেই কেন্দ্রের। বরং রাজ্যে এসে অমিত শা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবারই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীদের পথে নেমে আন্দোলনের কথা বলেছেন। শিবেন্দ্রর কলমে ক্ষোভ ঝরে পড়েছে। তাঁর কথায়, 'সাধারণ নাগরিকদের যদি প্রতিরোধে নামতে হয়, তবে আইন, বিচার ব্যবস্থা এসবের দরকার কী? সংবিধানে ৩৫৫, ৩৫৬ এই ধারাগুলি আছে কী করতে?' শিবেন্দ্রর মতে, জেহাদি ও তার সমর্থকদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে। এটাই তার জন্য উপযুক্ত সময়।

সিএএ নিয়ে উদ্বেগ পদ্ম বিধায়কদের

সুকান্ত-শুভেন্দুর উপস্থিতিতে বহু প্রশ্ন

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় সিএএ আবেদনকারীদের নাম থাকবে তো? বিধানসভায় সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতেই উঠল প্রশ্ন। বুধবার দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বিজয়া সম্মিলনির সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে বিজেপি পরিষদীয় দলের দপ্তরে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেখানেই রাজ্যের '২৬-এর বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা করেন সুকান্ত। দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে সেই আলোচনাতেই উত্তরবঙ্গের এক বর্ষীয়ান বিধায়ক সিএএ আবেদনকারীদের ভোটার তালিকায় নাম থাকার বিষয়ে উদ্বেগের বিষয়টি উত্থাপন করেন।

বিজেপি পরিষদীয় দলের ঘরে বিরোধী দলনেতাকে পাশে নিয়ে বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। ভালো ফল করতে এসআইআর এবং সিএএ এই দুটিকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে আপনাদের ঝাঁপাতে হবে। পাশাপাশি বুথ সংগঠনকেও শক্তিশালী করতে হবে।' ইতিমধ্যেই নাগরিকত্ব দিতে রাজ্যের ৯টি সীমান্তবর্তী জেলায় প্রায় ১১০০ সিএএ শিবির খুলেছে বিজেপি।

সেই শিবির থেকে সিএএ-র জন্য আবেদন করা নিয়ে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সিএএ-র জন্য আবেদন করতে বিশেষ প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। এদিন বৈঠকে দলীয় বিধায়কদের বিধানসভা কেন্দ্র পিছু অন্তত ৫০টি করে সিএএ শিবির করার নির্দেশ দিয়েছেন সুকান্ত। কিন্তু ওই বৈঠকেই সিএএ আবেদনকারীদের নিয়ে সুকান্ত-শুভেন্দুর সামনেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন এক বিধায়ক।

বৈঠকে ওই বিধায়ক বলেন, সিএএ-তে আবেদন করলে এসআইআর থেকে তাঁরা বেঁচে যাবেন। ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম কাটবে না কমিশন এমনটাই আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় শেষপর্যন্ত তাঁদের নাম না থাকলে তাঁদের মুখোমুখি হওয়াই কঠিন হবে। জবাবে শুভেন্দু ওই বিধায়ককে আশ্বস্ত করে বলেন, এব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। নাগরিকত্বের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে কেন্দ্র। দক্ষিণবঙ্গের নদিয়ার এক বিধায়কও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারই সিএএ করে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলেছে। আমাদের আশা, কেন্দ্রীয় সরকার এব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলবে।

যদিও সোমবার এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সিএএ-তে আবেদনের ভিত্তিতে এসআইআরে তাঁরা ভোটার হিসেবে বিবেচিত হবেন এমনটা নয়। নির্বাচন কমিশনও সিএএ-তে আবেদনের ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় নাম রেখে দেওয়ার ব্যাপারে কোনও আশ্বাস দেয়নি। এই আবহে বিধানসভার বাইরে সুকান্ত বলেন, বিষয়টি কমিশন এবং আদালতের ব্যাপার। তারাই এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

জাতীয় জল পুরস্কার

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : কেন্দ্রের জলশক্তি মন্ত্রক আয়োজিত ষষ্ঠ জাতীয় জল পুরস্কার ২০২৪-এ 'সেরা নগর স্থানীয় সংস্থা' বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করল পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি (এনডিআইটিএ) এই স্থান অধিকার করেছে। একই সঙ্গে 'সেরা স্কুল বা কলেজ' বিভাগে জাতীয় স্তরে প্রথম স্থানে রয়েছে কলকাতার আর্মি পাবলিক স্কুল। জল সংরক্ষণ ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই স্কুল বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বুধবার রাজ্যের এই স্বীকৃতির কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের পাঠানো চিঠিও সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, এই স্বীকৃতি দীর্ঘমেয়াদি জল ব্যবস্থাপনা ও শহরে টেকসই উন্নয়নের প্রতি রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারের প্রমাণ।

পুরোনো কাজে নিয়োগপত্র

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : চাকরিহারাদের একাংশকে ইতিমধ্যেই পুরোনো চাকরিতে ফেরার নিয়োগপত্র দেওয়া শুরু করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মোট ৪২০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পুরোনো চাকরিতে ফেরানো হচ্ছে। বুধবার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। দূরে পোস্টিং দেওয়ায় ফের এই নিয়োগ নিয়েও বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষিকা মানু পালের পুনর্নিয়োগ হয়েছে নবম-দশমের শিক্ষিকা হিসেবে। তাঁর আগের স্কুল ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এখন তাঁর পোস্টিং হয়েছে মালদায়। একইরকমভাবে শিক্ষিকা অনুরিমা চক্রবর্তীর ক্যানিং থেকে পোস্টিং হয়েছে মালদায়। এভাবে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে পোস্টিং হওয়ায় যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পরিবার নিয়ে চিন্তা বেড়েছে তাঁদের। ২০১৬ সালে নিয়োগের আগে প্রাথমিক স্কুলে যাঁরা আগে কর্মরত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশকে ফেরানো হচ্ছে।

গাড়ুলিয়ায় মৃত্যুতে এসআইআর 'যোগ'

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে ফের আত্মহত্যার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার গাড়ুলিয়ায়। মৃতের নাম সুমন মজুমদার। ৩২ বছরের ওই তরুণ পেশায় টোটোচালক। মৃতের মা দীপা মজুমদারের দাবি, এসআইআর আতঙ্কে ভুগছিল ছেলে। প্রয়োজনীয় নথি না পাওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এই ঘটনাতেও এসআইআরকে দায়ী করেছে রাজ্যের শাসকদল। যদিও অভিযোগ নস্যাৎ করেছে বিজেপি।

মায়ের সঙ্গে গাড়ুলিয়ার সোদলা ট্যাংক রোড এলাকায় থাকতেন সুমন। মঙ্গলবার গভীর রাতে নিজের ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ আসে। স্থানীয় কাউন্সিলার পঙ্কজ দাসের দাবি, এই মৃত্যুর নেপথ্যে আর্থিক সংকট যেমন রয়েছে, তেমনি এসআইআরও একটা কারণ। বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সহসভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে জানান, ওই তরুণ মানসিক অবসাদ থেকে আত্মহত্যা করেছেন। এসআইআর নিয়ে সমস্যা ছিল না।

অন্যদিকে হুগলির গোঘাটের একাধিক জায়গায় নির্বাচন কমিশনের তালিকায় গরমিলের অভিযোগ তুলছেন ভোটাররা। এছাড়া পশ্চিম বর্ধমানের

নথি না থাকায় আতঙ্ক

আসানসোলে জেলা শাসককে দেখে কেঁদে ফেললেন বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লকের বিএলও শ্যামলি মণ্ডলের। তাঁর দাবি, আইসিডিএস কেন্দ্রে কাজ করার পাশাপাশি এসআইআরের কাজে অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। যদিও তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন জেলা শাসক।

পার্থকে নিয়ে মুখ বন্ধের নির্দেশ দলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : দলের কাছে বিড়ম্বনার কারণই হয়ে রইলেন জামিনে মুক্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে দলে অস্বস্তি যাতে না বাড়ে, সেই কারণে 'পার্থ এপিসোড'-এ দলের নেত্রী স্থানীয় সবাইকে মুখ বন্ধ রাখার চটজলদি নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে দলে আপাতত নেত্রীর নির্দেশে সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কথাও হয়ে গিয়েছে।

বুধবার তৃণমূল সূত্রের খবর, পার্থর জেলমুক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সদ্য দেখা দেওয়ার পরই তাঁকে নিয়ে নেত্রীর সঙ্গে অভিষেকের একান্তে কথাও হয়। পার্থ জেল থেকে বেরোলে তাঁর ব্যাপারে দলের ভূমিকা কী হবে, সেই বিষয়ে আপাতত স্ট্র্যাটেজিও ঠিক করে নেন তাঁরা। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে পার্থ জনসমক্ষে কী বলেন, তার ওপরই দলের ভবিষ্যৎ ভূমিকা বা বক্তব্য ঠিক করা হবে বলে দু-জনেই মনস্থ করে রেখেছেন।

আপাতত পার্থ জেল থেকে বেরিয়ে যাই বলুন, তা নিয়ে দলের কেউ কোনও প্রতিক্রিয়া দেবে না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই কড়া নির্দেশের কথা দলের সর্বস্তরে জানিয়ে দিতে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে আগাম বলে দিয়েছেন। পার্থকে নিয়ে দলে আর কোনও ধরনের অস্বস্তি বাড়ুক দলনেত্রী তা একেবারেই চান না।

শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই পার্থকে দলের বিড়ম্বনা শুরু হয় প্রায় বছর সাড়ে তিন আগে। একসময় দলের বিড়ম্বনা এমন এক জায়গায় পৌঁছোয় যে পার্থ এই অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পরই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অভিষেকের হাত দিয়ে তাঁর মন্ত্রিত্ব ও দলের সেক্রেটারি জেনারেলের পদ কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকি ৬ বছরের জন্য পার্থকে তৃণমূল থেকে বহিষ্কারও করা হয়। এখন পার্থ বাইরে বেরিয়ে যাই বলুন না কেন, তার ওপর দল কোনও প্রতিক্রিয়া জানাবে না। শুধু পার্থর বক্তব্যের ওপর নজর রাখবে দল। তাঁকে নিয়ে যা কিছু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা পুরোটাই নির্ভর করছে দলনেত্রী ও অভিষেকের ওপর। পার্থকে নিয়ে এখন দলের পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নেত্রী দিয়েছেন দলে তাঁর আস্থাভাজন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে। নিয়মিতভাবে সুব্রত বক্সী এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকের সঙ্গে কথা বলবেন বলে এদিন তৃণমূলের অন্দরমহলের খবর।

দিল্লিতে বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে পথে আইএসএফ। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

তালিকাকে মৃত ভোটারমুক্ত করতে উদ্যোগ কমিশনের

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : ভোটার তালিকাকে মৃত ভোটারমুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল কমিশন। আধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে আধার কার্ডে থাকা মৃত ভোটারদের নামের তালিকা সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের জানাতে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মৃত এবং একাধিক জায়গায় নাম থাকা (ডুপ্লিকেট) ১৩ লক্ষের বেশি ভোটারের তালিকা জমা দিয়েছেন কমিশনে। সেখানেই সিইও-র সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ৩৩ লক্ষ আধারযুক্ত মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, দাবি শুভেন্দুর। এর বাইরে আধার যোগ না থাকা আরও ১৩ লক্ষ মৃত ভোটারকে চিহ্নিত করেছে কমিশন। মূলত রাজ্য সরকারের সমব্যথী প্রকল্প, শ্মশান এবং কবরস্থানের রেকর্ড থেকে এই মৃত ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সম্প্রতি আধার দপ্তরের আধিকারিক শুভদীপ চৌধুরীর সঙ্গে রাজ্যের সিইও বৈঠক করেন। তার ভিত্তিতেই রাজ্যকে এই তথ্য দিয়েছে আধার কর্তৃপক্ষ। কমিশনের দাবি, এই তথ্য খসড়া তালিকা প্রকাশের পরে কাজে লাগবে। যদি দেখা যায়, কোনও মৃত ব্যক্তির নামে এনুমারেশন ফর্ম জমা হয়েছে, তবে ওই ফর্মের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট বিএলওকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। মৃত ব্যক্তির হয়ে যিনি ওই ফর্মে স্বাক্ষর করেছেন তিনিও শাস্তির মুখে পড়তে পারেন। এসআইআর-এর ফর্ম বিলি শেষ হওয়ার আগেই মৃত ৪৬ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করার জন্য কমিশন ও আধার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

তা সত্ত্বেও এসআইআর-এর লক্ষ্যপূরণে এখনই কমিশনের ওপর চাপ কমাতে চায় না বিজেপি। বিশেষত বিএলওদের একাংশের বিরুদ্ধে শাসকদলের হয়ে কাজ করা নিয়ে এদিনও সরব হয়েছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, '৫৭০০ বিএলও-র বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম কমিশনে। মাত্র ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে বদল হয়েছে। বাকি ৭০ শতাংশ অভিযোগের ব্যাপারে জেলা প্রশাসন বিজেপির দাবি খারিজ করে দিয়েছে। আমরা সিইও-র কাছে কেস টু কেস রিপোর্ট চেয়েছি।' কোচবিহারে প্রবীণ বিজেপি বিএলএ কর্মীকে জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানোর পরও তার বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর হয়নি বলে তিনি জানান।

হারিয়ে যাচ্ছে খেজুরপাতার পাটি, পাখা

চিত্ত মাহাতো

মেদিনীপুর, ১২ নভেম্বর : প্লাস্টিকের রমরমায় হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য হাতে তৈরি খেজুরপাতার পাটি। এক সময় দক্ষিণবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের কাছে খেজুরপাতার পাটির ব্যাপক চাহিদা ছিল। মা-মাসিরা নানা রকমের পাটি ও বসার আসন তৈরি করতেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিকের তৈরি আসন ও মাদুর বাজার দখল করায় খেজুরপাতার তৈরি জিনিসপত্র এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে।

এই জেলাগুলিতে '৯০ দশক পর্যন্ত ঘরে ঘরে খেজুরপাতার পাটির ব্যাপক চল ছিল। খেজুর পাটিতে ঘুমোনো, বসে গল্প করা, ধান শুকোনোর মতো কাজ হত। বৈঠকখানায় বসে সন্ধেবেলার আড্ডা দেওয়া কিংবা শিশুদের বই পড়ার কাজেও খেজুরপাতার ছোট তালাইয়ের ব্যবহার ছিল যথেষ্ট। এছাড়া একসময় খেজুরপাতার পাখাও বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়ায় প্লাস্টিকের দ্রব্যের ব্যবহার অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় একসময়ের গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক ব্যবহার্য উপকরণ খেজুর পাটি তার কৌলিন্য হারিয়ে এখন দ্রুত বিলুপ্তির পথে।

এই প্রাকৃতিক খেজুর পাটির স্থান এখন দখল করে নিয়েছে আধুনিক শীতলপাটি, নলপাটি, পেপসিপাটি, চট-কার্পেট ও মোটা পলিথিন। এগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী না হলেও বাজারে একেবারে সহজলভ্য হওয়ায় মানুষ খেজুরপাতার পাটির পরিবর্তে এসব কৃত্রিমভাবে তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহারে দিন দিন অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন। তাই কদর থাকলেও আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিতে না

পেরে ঐতিহ্যবাহী খেজুর পাটি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রামবাংলার মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন থেকে।

গড়বেতার বড়ডাবচার টিয়া চার, লালগড়ের বিমলা সরেন ও বেলপাহাড়ির মিথিলা শবররা জানান, 'একসময় প্রতিদিন খেজুরপাতার পাটি বানাতাম। নিজেদের ব্যবহার ছাড়াও বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় হত। যুগের পরিবর্তনে খেজুরপাতার ব্যবহার প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে। বাজারে বিক্রি হয় না বলে আগের মতো এখন আর বানাতে মন চায় না। কেবল নিজেদের ব্যবহারের জন্য কখনও খেজুরপাতার পাটি ও পাখা তৈরি করা হয়।'

লাপুড়িয়ার রিমা পাল জানান, 'একসময় এইসব অঞ্চলে খেজুরপাতার পাটি সহ অন্যান্য সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। কিন্তু বর্তমানে নেই বললেই চলে। এর ফলে ধান ভানা ঢেঁকির মতোই আমরা আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে ফেলছি অন্যতম আর এক নিজস্ব সংস্কৃতি।'

এই চিরায়ত সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে খেজুর গাছ লাগানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। তাতে একদিকে যেমন বিলুপ্ত হতে চলা খেজুর গাছের সংখ্যা বাড়বে, তেমনি পাটি তৈরির কাজে অনেকের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। লালগড়ের বিমলা সরেন বলেন, 'প্রতিটি মানুষের উচিত নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করা। আধুনিকতার ওপর নির্ভর হওয়ায় আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছে। এক সময় বহুল ব্যবহৃত খেজুরপাতার পাটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ ছিল। এখন তা আর নেই বললেই চলে।'

ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া খেজুরপাতার তালাইয়ের নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি এই যুগের মানুষের কি নতুন করে আকর্ষণ তৈরি হবে? হারানো গৌরব ফিরে পাবে কি রাঢ় বাংলার এই মূল্যবান সংস্কৃতি পরম্পরা? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৬ কার্তিক ১৪৩২

যে প্রশ্নের উত্তর নেই

আরও এক নাশকতার সাক্ষী দেশ। এবার রক্ত ঝরল খাস দিল্লির বুকে। ঐতিহাসিক লালকেল্লা চত্বরে গাড়িতে বিস্ফোরণের জেরে অকালে ঝরে গিয়েছে ১৩টি প্রাণ। আহত আরও অনেকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রমুখ বিস্ফোরণে জড়িত প্রকৃত দোষীদের রেয়াত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিলেও ধন্দ কাটছে না।

একাধিক প্রশ্ন ভিড় করছে জনমানসে। বিস্ফোরণটিকে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনের হামলা হিসেবে দেখা হচ্ছে। নাশকতার সন্দেহে তদন্তও শুরু হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার নেপথ্যে সত্যিই পাকিস্তানের হাত রয়েছে কি না কিংবা ইসলামাবাদের মদতপুষ্ট কোনও জঙ্গি সংগঠনের চক্রান্ত রয়েছে কি না, সেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি।

নয়াদিল্লিতে বিস্ফোরণের ২৪ ঘণ্টা পর ইসলামাবাদেও গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সরাসরি ওই হামলার দায় নয়াদিল্লির ঘাড়ে চাপিয়েছেন। কিন্তু লালকেল্লার ঘটনায় ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত শুধু দোষীদের বিচার হবে জানিয়েই ক্ষান্ত থেকেছে। কাউকে দোষারোপ করেনি। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, কেন এই হামলা?

মে মাসে পহলগামে নিরস্ত্র পর্যটকদের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়েছিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলি। জবাবে অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য চর্চার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তারপর কীভাবে, কোন পরিস্থিতিতে, কার চাপে, কেন অপারেশন সিঁদুর আচমকা বন্ধ হয়ে গেল, তা স্বতন্ত্র বিষয়। তাই বলে সেনাবাহিনীর পরাক্রমকে উপেক্ষা করা যায় না।

ভারতের সেই অভিযানে জইশ-ই-মহম্মদের মূল ঘাঁটি নাস্তানাবুদ হয়েছিল। সেই ঘটনার বদলা নিতে লালকেল্লায় বিস্ফোরণ কি না, তা জানা যায়নি। ঠিক যেমনটা জানা যায়নি বিস্ফোরকবোঝাই একটি গাড়ি দিল্লিতে দিনভর চক্কর কাটলেও তার আগাম গোয়েন্দা তথ্য পুলিশ, গোয়েন্দাদের কাছে থাকল না কেন।

পহলগামের হামলাকারীরা কোথা থেকে কীভাবে এসেছিল, কেন তাদের গতিবিধি গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে গেল, সেটা যেমন রহস্য, ঠিক তেমনই দিল্লি বিস্ফোরণে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ডাক্তার উমর উন নবির কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশ-গোয়েন্দাদের কাছে কোনও তথ্য না থাকাও বড় প্রশ্ন। মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররা কীভাবে চরমপন্থায় দীক্ষিত হয়ে গেলেন, সেটাও প্রশ্ন।

জম্মু ও কাশ্মীর এবং দিল্লি- দুটোই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। দুই রাজ্যের পুলিশ সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। ফলে যিনি দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদের বীজ উপড়ে ফেলার কঠোর বার্তা দেন, পহলগাম ও দিল্লির ঘটনার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র নৈতিক দায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তাঁর মন্ত্রকের অধীন দুই রাজ্যের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতা বকলমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরই ব্যর্থতা।

তাঁর কাছ থেকে দেশবাসী জবাবদিহি আশা করেন। মুম্বই হামলার পর সরকারের ব্যর্থতা স্বীকার করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল তাঁর মুখে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলে চলেছেন, দিল্লির ঘটনায় দোষীদের রেহাই দেওয়া হবে না। অথচ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রধান কর্তব্য, শক্ত হাতে সন্ত্রাসবাদের শিকড় উপড়ে ফেলা।

অপারেশন সিঁদুরের পর কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী হামলাকে যুদ্ধ হিসেবে দেখা হবে। তাই যদি হয় তাহলে লালকেল্লার ঘটনায় সেরকম পদক্ষেপ হল না কেন? সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে-কয়ে হয় না। মার্কিন নিরাপত্তাবাহিনীও ৯/১১ রুখতে পারেনি। কিন্তু তারপর মার্কিন গোয়েন্দা ও নিরাপত্তাবাহিনী যে নীতি নিয়ে এগিয়েছে, তাতে ওই ধরনের বিপদ আর থাবা বসাতে পারেনি।

অথচ ভারতে বারবার হামলাকারীরা নিশ্চিন্তে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি শাসকদল শুধুই রাজনীতি করতে ব্যস্ত? দেশের সুরক্ষার দিকে নজর নেই? লালকেল্লার ঘটনা সেই প্রশ্নগুলি তুলে দিল।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

পরিবর্তনের বঙ্গে সাজা শুধু গরিবের

নানা ঘটনায় স্পষ্ট যে, ভারতের বিচার ব্যবস্থা 'প্রভাবশালী'দের জন্য একরকম, 'সাধারণ'দের জন্য অন্যরকম।

তাপস রঞ্জন গিরি

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, শাসকদলের একসময়ের 'হেভিওয়েট' নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় সগৌরবে জামিনে মুক্ত হয়ে শোভাযাত্রা করে ঘরে ফিরলেন। তাঁর বিরুদ্ধে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ— লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিক্ষকতার চাকরি বিক্রির অভিযোগ, যা হাজার হাজার যোগ্য প্রার্থীর স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। অথচ, দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর সেই অভিযুক্ত আজ বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখছে আমবাঙালি, আর প্রশ্ন উঠছে— তবে সাজা কারা পাবে?

২০১১ সালে যখন দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের পতন ঘটেছিল, তখন বাংলার মানুষ হাঁফ ছেড়েছিল। নতুনের প্রতি এক তীব্র প্রত্যাশা, পরিবর্তনের এক অপার আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল আপামর জনতার মধ্যে। সেই পরিবর্তন এনেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। মানুষ ভেবেছিল, এবার সুশাসন আসবে, রাজ্যের অন্ধকার ঘুচবে। কিন্তু কী দেখল বাঙালি? গত ১৪ বছরে দুর্নীতি যেন আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিল! সারদা, নারদ থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, গোরু পাচার, কয়লা পাচার— তালিকা যেন অন্তহীন।

পার্থর আস্ফালনে বিপাকে তৃণমূল

জামিনে মুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আস্ফালন যেন সেই চরম রাজনৈতিক ঔদ্ধত্যের প্রতিচ্ছবি। তিনি বলছেন, অন্য কেউ দুটো বিয়ে করে দলে থাকতে পারলে, স্ত্রীর অবর্তমানে বান্ধবী থাকলে তাঁর দোষ কোথায়? তিনি সরাসরি ইঙ্গিত করেছেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের দিকে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মূল সুরটি হল— শাসকদলে নৈতিকতার মাপকাঠি সকলের জন্য এক নয়, এবং ব্যক্তিগত জীবন এখানে বড় বিষয় নয়, যদি দলীয় আনুগত্য বজায় থাকে। শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি ঘুরিয়ে টলিউডের দিকেও আঙুল তুলেছেন। তৃণমূলের ছত্রছায়ায় টলিউডের অনেক তারকা যুক্ত হয়েছেন, যাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমীকরণ বা একাধিক সম্পর্ক নিয়ে জনসমক্ষে নানা জল্পনা রয়েছে। পার্থর বক্তব্য সেই দিকেও ইঙ্গিত করছে যে, দলের ভেতরে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বজায় থাকলে এই ধরনের 'অনৈতিকতা' বা 'ব্যক্তিগত বিচ্যুতি' সহজেই 'ছাড়' পেয়ে যায়।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভয়ংকর কথাটি হল— তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলেন, দলে এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসব কিছু খুব ভালো করেই জানেন, এমনকি প্রশ্রয়ও দেন। একজন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং দলের প্রভাবশালী সদস্যের মুখ থেকে যখন এমন কথা বেরোয়, তখন তা শুধু ব্যক্তি আক্রমণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সরাসরি দলনেত্রীর নৈতিকতা এবং দলের ভেতরের সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এর ফলে কার্যত দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকেই দুর্নীতির এই নীরব প্রশ্রয় দেওয়ার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল। পার্থ কি তবে আগামী নির্বাচনের আগে হাটে হাঁড়ি ভাঙার পথে হাঁটছেন এবং দলের আরও ভেতরের গোপন কথা ফাঁস করবেন নাকি তাঁর পূর্বসূরিদের মতো তাঁকেও মুখ বন্ধ রাখার শর্তে দলে সসম্মানে ফেরত নেওয়া হবে?

কেন ব্যর্থ হল কেন্দ্রীয় এজেন্সি?

পার্থর জামিনের পর সবথেকে বড় ব্যর্থতার তির গিয়ে লাগছে সিবিআই এবং ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির দিকে। এত বড় একটি দুর্নীতি, যার সঙ্গে জড়িত বিপুল পরিমাণ অর্থ ও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ, সেখানে কেন তারা একটি 'ওপেন অ্যান্ড শাট কেস' দাঁড় করাতে পারল না? বছরের পর বছর ধরে তদন্ত চলছে, এত সুযোগ থাকার পরও অভিযুক্ত জামিন পেয়ে বুক ফুলিয়ে বাড়ি ফিরছেন। এর অর্থ কি এই নয় যে, তদন্তের প্রক্রিয়া দুর্বল ছিল, নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে মামলা দুর্বল করা হয়েছে?

এতেই সামনে আসে রাজ্যের রাজনীতিতে বহুলচর্চিত 'সেটিং তত্ত্ব'। তৃণমূল এবং কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি-র মধ্যে কি কোনও অলিখিত বোঝাপড়া রয়েছে? মানুষ জানে, এ ধরনের হাই প্রোফাইল কেসে একবার জামিন পাওয়া মানে কার্যত বেকসুর খালাস পাওয়ার মতো। জেলে থাকার সময়ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা তাঁর পূর্বসূরিরা— সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক— কেউই সাধারণ কয়েদির মতো জীবন কাটাননি। অধিকাংশ সময় তাঁরা বেসরকারি হাসপাতালের বিলাসবহুল কেবিনে 'হলিডে হোম'-এর মতো থেকেছেন। এর থেকে কী বার্তা যায় সাধারণ মানুষের কাছে? যে ক্ষমতা এবং টাকা থাকলে, দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থাকেও সহজেই 'ম্যানেজ' করা যায়।

পরিবর্তনের প্রত্যাশা : কেন ব্যর্থ তৃণমূল ও বিজেপি?

বামফ্রন্টের দীর্ঘদিনের শাসনের অবসানের পর জনগণ যে পরিবর্তন চেয়েছিল, তা আজও অধরা। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার আস্ফালন মানুষকে হতাশ করেছে। 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার স্লোগান তুলে ক্ষমতায় এলেও, তাদের আমলে তৃণমূলের কর্মীরা যেভাবে নিজেদের 'সিন্ডিকেট' এবং 'তোলাবাজি'র মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন, তাতে বাম জমানার শেষের দিকের অব্যবস্থা আরও প্রকট হয়েছে। তৃণমূলের শাসনের মূল ব্যর্থতা হল— রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনও কাজ হয় না, এমন ধারণা প্রতিষ্ঠা করা।

অন্যদিকে, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের স্থান দখল করেও সেই প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ। তৃণমূলের দুর্নীতিকে অস্ত্র করে তারা রাজ্যে নিজেদের জমি তৈরি করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যেও বিভিন্ন স্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্বের অভাব স্পষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি যখন শাসকদলের দুর্নীতিকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন 'সেটিং তত্ত্ব' আরও মজবুত হয়। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, তৃণমূলকে দুর্বল করার আন্তরিক ইচ্ছা কি বিজেপির আছে? নাকি তাদের কাছে দুর্নীতি কেবলই একটি রাজনৈতিক দরকষাকষির হাতিয়ার?

> সবাই জানে, যাঁর প্রভাব আছে, টাকাপয়সা আছে, তাঁরা ঠিক আদালতে পার পেয়ে যাবেন। সাজা হবে শুধুমাত্র গরিব মানুষের। এই ধরনের ঘটনা বারবার প্রমাণ করে দেয় যে, ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা 'প্রভাবশালী'দের জন্য একরকম, আর 'সাধারণ'দের জন্য অন্যরকম।

বিচার ব্যবস্থার উপর চাপ ও আস্থার সংকট

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের ঘটনা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। সবাই জানেন, সমাজে যাঁদের প্রতিপত্তি আছে, অর্থের জোর আছে, তাঁরা আইনি ফাঁকফোকর দিয়ে ঠিকই পার পেয়ে যাবেন। সাজা হবে শুধু সেই গরিব এবং ক্ষমতাহীন মানুষের, যাঁদের পক্ষে ভালো আইনজীবী দেওয়া সম্ভব নয়। এই ধরনের ঘটনা বারবার প্রমাণ করে দেয় যে, ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা 'প্রভাবশালী'দের জন্য একরকম, আর 'সাধারণ'দের জন্য অন্যরকম। যখন তদন্তকারী সংস্থাগুলো দুর্বলভাবে কেস সাজায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রমাণ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়, তখন আদালতের পক্ষে জামিন না দিয়ে উপায় থাকে না। কিন্তু এই দুর্বলতার চরম মূল্য দিতে হয় সেই ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার তরুণ-তরুণীদের, যাঁদের চাকরি চুরি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পরিবর্তনের হাওয়া এনেছিল যে দল, আজ তারা নিজেরাই দুর্নীতির অন্ধকারে ডুবে। আর যে দল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধান বিরোধী শক্তি হল, তারা দুর্নীতিকে রুখতে দৃশ্যত ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার সাজা কি শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের জামিনে মুক্তি দিয়ে শেষ হয়ে যাবে? না। এই সাজা পাবে সেই আমবাঙালি, যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল। সেই যুবসমাজ, যাদের ভবিষ্যৎ চুরি হয়ে গেল। আর সেই বিচার ব্যবস্থা, যার প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমাগত ক্ষয় হচ্ছে। ক্ষমতার রাজনীতিতে আজ গণতন্ত্রের আসল সাজাপ্রাপ্ত হল সাধারণ মানুষ।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০০১

অভিনেত্রী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় আজকের দিনে।

১৯৬৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী জুহি চাওলা।

আলোচিত

আমার স্ত্রী প্রয়াত। তারপর কোনও মহিলা যদি আমার সঙ্গে পারিবারিক বন্ধুত্ব করতে চান, তাহলে কি কারও আপত্তি থাকতে পারে? কারও দুটো বৌ থাকতে পারে আর আমার একজন বান্ধবী থাকতে পারে না? অর্পিতা শুধু আমার বান্ধবী নয়, অভিনেত্রীও। তাকে অন্যায়ভাবে দিনের পর দিন অসম্মান করা হয়েছে।

-পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

মালয়েশিয়ার একটি হাসপাতালের নার্স রোগীর বেডের পাশে একটি শিশুর কালো ছায়া দেখতে পান। ভয়ে ছুটে পালান তিনি। এর আগে একই ছায়া দেখেছেন মহিলা রোগীও। সেই ভীতিকর ছবি সমাজমাধ্যমে।

ভাইরাল/২

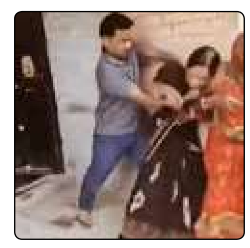

সম্প্রতি শেষ হয়েছে বিহারের বিধানসভা ভোট। ভোটে নিজের পছন্দের দল আরজেডি-কে ভোট দেননি স্ত্রী। জানতে পেরে তাঁকে চুলের মুঠি ধরে বেদম মারলেন স্বামী। মেরে ঘর থেকে বের করে দিলেন। তাঁর কীর্তিতে হতবাক গ্রামবাসী। ভিডিও শোরগোল ফেলেছে সমাজমাধ্যমে।

জনমন
জনমত

টাউন স্টেশনের ঐতিহ্য ম্লান

একসময় শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন ছিল মফসসলের গর্ব এবং শহরের প্রাণ। এখান থেকেই দার্জিলিং মেল ছেড়ে যেত - উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে একমাত্র সংযোগস্থল। মিটার গেজ লাইনের সেই ঝিকঝিক শব্দ আজও প্রবীণদের স্মৃতিতে ভেসে আসে। বাংলাদেশ হয়ে এই ট্রেন কলকাতায় পৌঁছাত, সঙ্গে নিয়ে আসত স্মৃতি, সম্ভাবনা আর স্বপ্ন।

এই স্টেশন শুধুমাত্র যাত্রী ওঠানামার কেন্দ্র ছিল না, ইতিহাসের একটি জীবন্ত সাক্ষী ছিল। এখানে পা রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি, এমনকি বাঘা যতীনও- তাঁদের ছোঁয়া এখনও প্ল্যাটফর্মের প্রতিটি ইটে রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আজ? সেই গর্বিত স্থানটি পরিণত হয়েছে এক পরিত্যক্ত জায়গায়, যেখানে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এবং নেশার আসর জমে উঠেছে। প্ল্যাটফর্মের একপাশে জড়ো হয় সমাজের অবহেলিত অংশ, আর অন্যদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে আবর্জনা ও মদের বোতল। শিশু থেকে তরুণ, সবার মাঝে মিশেছে এক অন্ধকার অভ্যাস। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন আজ কাঁদে- নীরবে, নিঃশব্দে।

এটি শুধুমাত্র ইতিহাসের ক্ষয়প্রাপ্ত ছবি নয়, বর্তমানেরও প্রতিচ্ছবি। স্টেশনের আশপাশের বস্তিবাসী তরুণরা এবং বহিরাগতরা এখানে নেশার আড্ডা জমায়। সেইসঙ্গে বিপন্ন শৈশব ও সুস্থ-সবল সমাজের কাঠামো। আজ এই ঐতিহাসিক প্ল্যাটফর্মটি ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। রেলমন্ত্রক যদিও এই স্টেশনকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে, তবুও সংস্কারের কাজ তো দূরের কথা, কেউ এর দিকে মনোযোগও দেয় না।

এখনও সময় আছে, শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। যদি এটি মিউজিয়াম হিসেবে রূপান্তরিত হয়, তবে শিলিগুড়ির ঐতিহ্য এবং গৌরব ছড়িয়ে পড়বে নানাদিকে। ট্রয়ট্রেন এবং দার্জিলিং মেল যদি ফের

এখানে চলতে শুরু করে, তাহলে শিলিগুড়ির রেলযাত্রার ইতিহাস রক্ষা পাবে। এর ফলে স্টেশনটি শুধু পরিত্যক্ত স্থান হিসেবে নয়, হয়ে উঠবে ঐতিহ্যের একটি জীবন্ত স্মারক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা উপহার দিতে পারি এক জীবন্ত ইতিহাস।

শেখর সাহা
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

মহিলাদের উন্নয়নের এক অন্য দিশারি

এ বছর লীলা নাগ (রায়)-এর ১২৬তম জন্মজয়ন্তী। তবে আত্মবিস্মৃত আমাদের অনেকেই তা ভুলে গিয়েছি।

শুভেন্দু মজুমদার

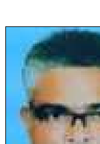

স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার সুবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু আমরা কি জানি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীর নাম? তিনি লীলা নাগ (রায়)। লীলা বেথুন কলেজ থেকে ১৯২১ সালে ইংরাজিতে অনার্স সহ বিএ পাশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক পান। অনায়াসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ কোর্সে ভর্তি হতে পারতেন। কিন্তু বিএ পাশ করার কিছুদিন আগেই যেহেতু লীলার বাবা গিরিশবাবু (পদমর্যাদায় একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) ঢাকায় বদলি হয়েছিলেন, লীলা সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ কোর্সে ভর্তি হতে চাইলেন। কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়ার কোনও বন্দোবস্ত তখন ছিল না। লীলাও নাছোড়বান্দা। যেভাবেই হোক তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ কোর্সেই ভর্তি হতে হবে। লীলার অবিরাম লড়াইয়ের কাছে শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতিস্বীকার করে তাঁকে ভর্তি নিতে বাধ্য হয়। ১৯২৩ সালে লীলা কৃতিত্বের সঙ্গে ইংরেজিতে এমএ পাশ করলেন।

লীলা চাইলে শিক্ষকতা বা অন্য কোনও সম্মানজনক চাকরি জুটিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু উজ্জ্বল কেরিয়ার তৈরি লীলার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। লীলা মেয়েদের উন্নয়নের পাশাপাশি তারা যেন পড়াশোনা, খেলাধুলো, সাহিত্যকর্ম ও দেশসেবায় ছেলেদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে সেজন্য আজীবন লড়াই করে গিয়েছেন। খেলাধুলো, সাহিত্যচর্চা ও স্বদেশসেবাতেও তাঁর বরাবর আগ্রহ ছিল।

লীলা নাগ (রায়)।।
(২ অক্টোবর, ১৯০০-১১ জুন, ১৯৭০)

বেথুন কলেজে লীলা ছাত্রী থাকাকালীন হঠাৎ খবর এল বালগঙ্গাধর তিলক মারা গিয়েছেন। লীলা কলেজের অধ্যক্ষ জিএম রাইটের কাছে আবেদন করলেন কলেজ ছুটি দিতে হবে। অধ্যক্ষ নারাজ। লীলাও ছাড়ার পাত্রী নন। যুক্তি দিলেন কুইন ভিক্টোরিয়া এবং সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রয়াণে যদি অফিস-আদালত বন্ধ থাকতে পারে তবে ভারতীয় দেশনেতার প্রয়াণে স্কুল-কলেজ খোলা থাকবে কেন? লীলা কলেজের সহপাঠীদের সংগঠিত ধর্মঘট ডাকলে অধ্যক্ষ পরাস্ত হন।

এরপর শুরু হল লীলার লড়াই। মেয়েদের ভোটাধিকার সহ অন্যান্য সামাজিক অধিকার অর্জনের জন্য ১৯২১ সাল থেকেই লীলা ধারাবাহিকভাবে লড়াই করে গিয়েছেন। ১৯২৩ সালে এমএ পাশ করে বারোজন সহযাত্রীকে নিয়ে লীলা গঠন করেন 'দীপালি সংঘ'। মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা, তাদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর করতে সেই সংগঠন নানাভাবে কাজ করে চলে। মেয়েদের শারীরশিক্ষা ও আত্মরক্ষার কৌশল শেখাবার জন্য ঢাকায় আখড়া স্থাপন করা হল। এমনকি, ঢাকা ছাড়িয়ে কলকাতা ও অসমে দীপালি সংঘের শাখা স্থাপিত হল। চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও ইন্দুমতী সিংহ (বিপ্লবী অনন্ত সিং-য়ের বোন) ঢাকার সুশীলা দাশগুপ্ত, প্রমীলা গুপ্ত, হেলেনা দত্ত প্রমুখ যাঁরা বিপ্লবী হিসেবে পুলিশের কাছে পরিচিত তাঁদের গড়ে তোলার পেছনে লীলার বড় রকমের অবদান ছিল। ঢাকার 'শ্রী সংঘ' ছিল একটি গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি। শ্রী সংঘের নেতা ছিলেন অনিল রায়। অনিল গ্রেপ্তার হওয়ার পর শ্রী সংঘের দায়িত্বভার এসে পড়ে লীলার ওপর। তিনি একহাতে বিপ্লবী কাজ দেখভাল করেছেন এবং অন্য হাতে অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'জয়শ্রী' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন যাতে মূলত লেখালেখি করতেন মেয়েরাই।

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বিনা বিচারে সন্দেহজনক বন্দি ছিলেন লীলা। এরপরেও তিনি দু'দফায় জেল খেটেছেন। একবার ১৯৪০ সালে নেতাজির আহ্বানে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলনে নেমে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ভারত রক্ষা আইনে।

(লেখক অধ্যাপক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯১

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন ৩। মুখেমুখে জবাব ৪। লোহার তৈরি বাণ বা তির ৫। কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট ৭। জ্যোতিষে অশুভ নক্ষত্র ১০। মাঞ্জা দেওয়া রেশমি সুতো ১২। বাসগৃহাদি ১৪। পুরুষানুক্রমে প্রচলিত সংগীত রীতি ১৫। ভাঙা বা ফুটো কড়ি, অতি তুচ্ছ পরিমাণ ১৬। চাল।

উপর-নীচ : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ২। পুরস্কার, বকশিশ ৩। ক্রমাগত পেঁচিয়ে কাটবার বা চিবানোর শব্দবিশেষ ৬। রোগা, দুর্বল, নিস্তেজ ৮। কিঙ্কিনি, ঘুঙুর ৯। খুব তাড়াতাড়ি, তৎক্ষণাৎ ১১। জোর হাসির শব্দ ১৩। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ।

সমাধান ■ ৪২৯০

পাশাপাশি : ২। সন্ধিবাত ৫। বসন্ত ৬। বরাতজোর ৮। জাউ ৯। লয় ১১। সমরসজ্জা ১৩। শতেক ১৪। বিকিকিনি।

উপর-নীচ : ১। অবধূত ২। সন্ত ৩। বাউরা ৪। জহর ৬। বউ ৭। তনয় ৮। জামির ৯। লজ্জা ১০। দিবাকর ১১। সজ্জন ১২। সড়কি ১৩। শনি।

বিন্দুবিসর্গ

দিল্লি বিস্ফোরণ জঙ্গি হামলা, মানল কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণকে 'দেশবিরোধী শক্তির হাতে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী হামলা' বলে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে একটি প্রস্তাবে ওই হামলাকে সমগ্র জাতির নিরাপত্তা ও মানবতার ওপর আঘাত এবং নিরর্থক হিংসার এক নৃশংস উদাহরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে কেন্দ্র।

এই প্রথমবার কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লি বিস্ফোরণকে 'সন্ত্রাসবাদী হামলা' হিসেবে স্বীকৃতি দিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'মন্ত্রীসভা এই জঘন্য ও কাপুরুষোচিত ঘটনার কঠোরতম নিন্দা জানাচ্ছে, যা নিরীহ প্রাণহানির কারণ হয়েছে। ভারত সরকারের অবস্থান স্পষ্ট, সন্ত্রাসবাদের কোনও রূপ বা প্রকাশের প্রতিই দেশে সহনশীলতার জায়গা নেই।'

১০ নভেম্বরের সেই মর্মান্তিক বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছে সরকার এবং তাঁদের স্মৃতিতে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ ও চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং জরুরি পরিষেবা কর্মীদের ভূমিকারও প্রশংসা করেছে মন্ত্রীসভা।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার ভুটান সফর থেকে ফিরেই প্রথমে দিল্লি বিস্ফোরণে আহতদের দেখতে এলএনজেপি হাসপাতালে যান এবং সেখানে আহতদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস দেন। পরে এক্স পোস্টে লেখেন, 'সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে যারা আছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে।' এরপরই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ক্যাবিনেট বৈঠকে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী।

> সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে যারা আছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

পরে সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানান, মন্ত্রীসভার নির্দেশ অনুযায়ী লালকেল্লা বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিচালিত হবে, যাতে অপরাধী, তাদের সহযোগী ও মদতদাতাদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা যায়। তিনি আরও বলেন, 'ঘটনাটির প্রতিটি দিক সরকার সর্বোচ্চ স্তরে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।' মন্ত্রীসভার প্রস্তাবটি পাঠ করে তিনি বলেন, 'দেশ এক জঘন্য সন্ত্রাসী ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে একটি গাড়ি বিস্ফোরণে বহু নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এটি দেশবিরোধী শক্তির পরিকল্পিত নৃশংস হামলা।'

দৃঢ় বার্তা নেতানিয়াহুর : দিল্লি বিস্ফোরণে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে চলার বার্তা দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি বলেছেন, 'সন্ত্রাস আমাদের শহর কাঁপাতে পারবে কিন্তু আত্মাকে কাঁপাতে পারবে না।' ১০ নভেম্বরের ঘটনাকে 'কাপুরুষোচিত' বলে উল্লেখ করে নেতানিয়াহু ভারত ও ইজরায়েলের যৌথ সংকল্পকে তা দুর্বল করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'প্রিয় বন্ধু নরেন্দ্র মোদি ও ভারতের সাহসী জনগণকে সারা, আমি ও ইজরায়েলের জনগণের তরফে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এই গভীর দুঃখের সময় ইজরায়েল আপনাদের পাশে আছে।' তাঁর কথায়, 'ভারত ও ইজরায়েল উভয়েই সন্ত্রাসের শিকার। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় একজোট হয়ে কাজ করা অপরিহার্য।'

পাশে আছি... *দিল্লি বিস্ফোরণে আহতের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার নয়াদিল্লিতে।*

ভারতে সন্ত্রাসের মুখ মাসুদ আজহার

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : এক ভারতীয় সেনা আধিকারিকের একটি থাপ্পড় খেয়ে গড়গড় করে জঙ্গিদের যাবতীয় গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিল মাসুদ আজহার। অথচ সেই জইশ-ই-মহম্মদ প্রতিষ্ঠাতাই এখন ভারতে সিংহভাগ সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রধান মুখ। ১৯৯৯ সালে কান্দাহার বিমান ছিনতাই পর্বের জেরে ভারতের জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল মাসুদ আজহার। ওই বছরই জইশ-ই-মহম্মদ নামে কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠনটি গড়ে তোলে সে। তারপর থেকে ভারতে একের পর এক নাশকতার ঘটনা ঘটিয়েছে জইশ জঙ্গিরা।

শুরু ২০০১ সালের সংসদে হামলা থেকে। তারপর থেকে মুম্বই, পাঠানকোট, পুলওয়ামা- একের পর এক জঙ্গি হামলায় বারবার নাম জড়িয়েছে জইশ ও তাদের মাথা মাসুদ আজহারের। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন সোমবার লালকেল্লা চত্বরে বিস্ফোরণ। তদন্তকারীরা এই বিস্ফোরণের শিকড় খুঁজতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছেন। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে জইশের এই বাড়বাড়ন্ত, সেই মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি মাসুদ আজহার বহাল তবিয়তে রয়েছে পাকিস্তানে। ইসলামাবাদ তার অস্তিত্ব মানতে অস্বীকার করলেও ভারতের

সংসদ থেকে লালকেল্লা

গোয়েন্দারা সেসব ভাঁওতা বলেই জানিয়েছেন। অপারেশন সিঁদুরের সময় পাক পঞ্জাবের বাহাওয়ালপুরে জইশের মূল ঘাঁটিকে নিশানা করেছিল ভারত। আজহারের অনেক নিকটাত্মীয় মারা গিয়েছিল। কিন্তু জইশ প্রধান নিজে বেঁচে গিয়েছিল।

৫৬ বছর বয়সি মাসুদ আজহারকে ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। হেপাজতে থাকার সময় তার কাছ থেকে গোপন তথ্য খুঁজে বের করতে অসুবিধা হয়নি। সেনার এক আধিকারিক জেরার সময় মাসুদ আজহারকে একটি থাপ্পড় কষিয়েছিল। তাতেই সমস্ত গোপন তথ্য উগরে দিয়েছিল ওই জঙ্গি নেতা। কিন্তু সেই মাসুদ আজহার ১৯৯৯ সালে মুক্তি পাওয়ার পর ভারতের বিরুদ্ধে যেভাবে একের পর এক জঙ্গি হামলা চালিয়েছে তাতে রাতের ঘুম উড়েছে নিরাপত্তাবাহিনীর। অপারেশন সিঁদুরের পর জইশের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করলেও লালকেল্লার ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা এখনও হারিয়ে যায়নি।

জঙ্গিদের আঁতুড় কি আল ফালাহ ?

কাশ্মীরে গলাধাক্কা খেয়েছিলেন পলাতক ডাক্তার

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের পর থেকেই তদন্তকারীদের নজরে হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। গত কয়েকদিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একের পর এক কর্মীর জঙ্গি যোগ সামনে আসায় রহস্যের সব পথ যেন এখানেই এসে মিশেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিই ছিল তথাকথিত 'ডক্টরস মডিউল'-এর আঁতুড়ঘর।

কেন নজরে এই বিশ্ববিদ্যালয়? বিস্ফোরণের তদন্তে নাম সামনে এসেছে একাধিক চিকিৎসকের, যাঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি মেম্বার বা কর্মী ছিলেন। লালকেল্লা বিস্ফোরণে নিহত বা নিখোঁজ হওয়া 'আত্মঘাতী বম্বার' ডঃ উমর উন নবি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি মেম্বার। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ শাহিন শাহিদ 'হোয়াইট কলার' জঙ্গি মডিউলের সদস্য বলে দাবি পুলিশের।

তদন্তকারীরা খুঁজে পেয়েছেন, এই জঙ্গি মডিউলটির জন্ম হয়েছিল দুটি টেলিগ্রাম গ্রুপ থেকে। পাক জঙ্গি গোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদ পরিচালিত 'ফারজান্দান-এ-দারুল উলুম' এবং 'উমর বিন খাত্তাব' নামের এই গ্রুপগুলির মাধ্যমেই অভিযুক্ত ডাক্তারদের মগজধোলাই করা হয়েছিল। ইমাম ইরফান আহমদ ওয়াগাহ নামে এক ধর্মপ্রচারক, যিনি পূর্বে শ্রীনগরের এক হাসপাতালের কর্মী ছিলেন, তিনিই এই টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে অভিযুক্ত ডাক্তার ডঃ উমর উন নবি সহ অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও পরে সেই আলাপচারিতা বিশ্বজুড়ে জিহাদ এবং প্রতিশোধের দিকে মোড় নেয়।

গোয়েন্দাদের ধারণা, তুরস্ক ভ্রমণের পরই এই মডিউলটি আরও শক্তিশালী হয় এবং ভারতে তাদের কার্যকলাপ বাড়াতে শুরু করে। ডঃ উমর, ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ শাহীনের মতো ডাক্তাররা নিজেদের পেশাদার অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে বিস্ফোরক সংগ্রহ এবং সামরিক কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক কাজগুলি সমন্বয় করত। ঘটনার পর মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তদন্তকারীরা এই পুরো নেটওয়ার্কটি ভাঙার চেষ্টা করছেন।

অন্যদিকে লালকেল্লা বিস্ফোরণের পরই আল-ফালাহর এক অধ্যাপক গায়েব হয়ে যাওয়ায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। গা-ঢাকা দেওয়া অধ্যাপকের নাম ড. নিসার-উল-হাসান। তিনি লালকেল্লার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ডক্টর্স মডিউল বা নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, জঙ্গি যোগের অভিযোগে এই হাসানকেই বছর দুয়েক আগে বরখাস্ত করা হয়েছিল শ্রীনগরের শ্রীমহারাজা হরি সিং হাসপাতাল থেকে। বিশেষ ক্ষমতা বলে বিভাগীয় তদন্ত ছাড়াই কলেজ-হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক হাসানকে গলাধাক্কার সিদ্ধান্তটি নেন উপত্যকার উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। এরপর হাসান যোগ দেন আল-ফালাহতে। ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে দাগি সেই অধ্যাপক নিখোঁজ হওয়ার পর সমস্ত সংশয়ের নিশানায় চলে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

স্বভাবতই এই ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উপাচার্য অধ্যাপক ভূপিন্দর কৌর আনন্দ জানান, 'এই অভিযুক্তদের সঙ্গে পেশাগত কাজের বাইরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সংযোগ বা সম্পর্ক নেই। এই অবাঞ্ছিত ঘটনায় আমরা গভীরভাবে ব্যথিত এবং নিন্দা জানাচ্ছি।' বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনও ধরনের নিষিদ্ধ রাসায়নিক মজুত রাখার অভিযোগও তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

জামাত যোগ, কুলগামে তল্লাশি

ফরিদাবাদ ও শ্রীনগর, ১২ নভেম্বর : দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণের তদন্তে এবার চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল। হরিয়ানার মেওয়াট থেকে মৌলবি ইশতিয়াক নামে এক ধর্মপ্রচারককে আটক করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। ওই ব্যক্তি 'হোয়াইট কলার' জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ।

কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছেন, ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাসকারী ইশতিয়াককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শ্রীনগরে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তিনি এই মামলায় এ পর্যন্ত আটক হওয়া নবম (৯ম) ব্যক্তি।

পুলিশ জানিয়েছে, মৌলবি ইশতিয়াকের বাসস্থানে অভিযান চালিয়ে ২৫০০ কেজিরও বেশি বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং সালফারের মতো উপাদান রয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরক-ভর্তি গাড়িটি চালাচ্ছিল ড. উমর উন নবি এবং গ্রেপ্তার হওয়া ড. মুজাম্মিল গানাইয়ের মতো অভিযুক্তরাই ইশতিয়াকের বাড়িতে এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত করেছিল। এর থেকে স্পষ্ট, উচ্চশিক্ষিত এই জঙ্গি মডিউলকে লজিস্টিক সহায়তা দিতে ইশতিয়াকের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মডিউলটি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ এবং আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ উপত্যকায় একটি বৃহত্তর জঙ্গিবিরোধী অভিযান শুরু করেছে। কুলগাম জেলায় নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত-ই-ইসলামিকে কবজা করতে ইতিমধ্যে ২০০টিরও বেশি স্থানে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

দিল্লি বিস্ফোরণ এবং আন্তঃরাজ্য জঙ্গি মডিউল ফাঁস হওয়ার পরই এই অভিযান চালানো হয়। পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গত চার দিনে কুলগামজুড়ে প্রায় ৪০০টি কর্ডন অ্যান্ড সার্চ অপারেশন চালানো হয়েছে এবং ৫০০ জনেরও বেশি মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে গোটা জম্মু ও কাশ্মীরে। জঙ্গি কার্যকলাপের বাস্তুতন্ত্র এবং তৃণমূল স্তরে এর সহায়ক কাঠামো ভেঙে দেওয়াই এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইউনূসকে দায়ী করলেন হাসিনা

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে অবনতি

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে অবনতির জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকেই কাঠগড়ায় তুললেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে মুজিব-কন্যা দাবি করেছেন, বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, আওয়ামি লিগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন হলেই তাঁর পক্ষে ঢাকায় ফেরা সম্ভব।

বুধবার নয়াদিল্লিতে তাঁর গোপন ঠিকানা থেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হাসিনা বলেন, 'ইউনূস প্রশাসন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে বিপদে ফেলেছে। সেই সঙ্গে চরমপন্থী শক্তিগুলির হাত আরও মজবুত করেছে।' তাঁর আমলের বিদেশনীতি থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে সেই কথাও শোনা গিয়েছে হাসিনার মুখে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক মজবুত থাকা উপমহাদেশের রাজনীতির জন্য জরুরি। আমার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন হাসিনা। তাঁর দাবি, ইউনূসকে তিনি সরাসরি আন্তর্জাতিক আদালতে লড়াই করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক আদালত নিরপেক্ষ। বাংলাদেশের সমস্ত আদালতে চলা মামলাগুলিকে পক্ষপাতদুষ্ট বলেও জানিয়েছেন হাসিনা। আওয়ামি লিগকে বাদ দিয়ে কোনও নির্বাচনের বৈধতা নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি।

হাসিনা বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত, আওয়ামি লিগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া এবং অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।' তিনি বলেন, 'কয়েক কোটি মানুষ আমাদের সমর্থন করেন। আমি আশা করি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে। সরকারে হোক কিংবা বিরোধী আসনে, আওয়ামি লিগকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আলোচনার অংশ হতে হবে।'

> ইউনূস প্রশাসন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে বিপদে ফেলেছে। সেই সঙ্গে চরমপন্থী শক্তিগুলির হাত আরও মজবুত করেছে।
>
> **শেখ হাসিনা**

রোষের আগুনে জ্বলছে বাস। বুধবার গাজিপুরে।

সময়ের বিদেশনীতি থেকে সরে এসে ইউনূস ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছেন পাকিস্তানের সঙ্গে। আওয়ামি লিগ সভানেত্রীর দাবি, পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নষ্ট করবে।'

দুর্দিনে ভারত যেভাবে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে তার জন্য ভারত সরকারকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'ভারত সরকার ও জনগণের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।' ভারতের প্রতি ইউনূসের বিদ্বেষকে নির্বুদ্ধিতা ও আত্মঘাতী বলেও আখ্যা দিয়েছেন হাসিনা। তিনি অনির্বাচিত, বিশৃঙ্খল ও চরমপন্থীদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল। এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালকে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্যাঙারু ট্রাইবিউনাল বলেও আখ্যা দিয়েছেন শেখ হাসিনা। এদিকে আওয়ামি লিগের ঢাকা লকডাউন কর্মসূচির আগে ককটেল বিস্ফোরণ হয় এদিন। বাংলাদেশ জুড়ে হাই অ্যালার্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

বাড়ি ফিরলেন ধর্মেন্দ্র

মুম্বই, ১২ নভেম্বর : ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন ধর্মেন্দ্র। গত ৩১ অক্টোবর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। বুধবার সকালে তিনি ছাড়া পান। ববি দেওল ও পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান। একটি অ্যাম্বুলেন্সকে অভিনেতার জুহুর বাড়ির দিকে রওনা হতে দেখা যায়। হাসপাতালের তরফে ডা. রাজীব শর্মা জানিয়েছেন, ' ধর্মেন্দ্রজি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন এবং এখানে যে চিকিৎসা পেয়েছেন, তাতে তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। তাঁর পরিবার তাঁকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছে। তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, ভুয়ো খবর ছড়াবেন না। তার বদলে তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে তিনি তাঁর আগামী জন্মদিনটা গর্বের সঙ্গে উদযাপন করতে পারেন।' হাসপাতালের অন্য চিকিৎসক ডা. প্রতীত সামদানি যোগ করছেন, 'ধর্মেন্দ্রজির চিকিৎসা বাড়ি থেকেই হবে।' উল্লেখ্য, ডা. সামদানিই অভিনেতার চিকিৎসা করেছেন। পুত্র সানি দেওলের জনসংযোগ টিমও বীরুর বাড়িতে ফেরার খবর বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে।

আরও কমল মূল্যবৃদ্ধির হার

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে অক্টোবরে মূল্যবৃদ্ধির হার কমে হয়েছে ০.২৫ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল ১.৩৭ শতাংশ। খাদ্যপণ্যের দাম কমায় সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির হার কমেছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অক্টোবরে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার কমে (-) ৫.০২ শতাংশ হয়েছে। সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল (-)২.২৮ শতাংশ। শাকসবজি, ফল, ভোজ্য তেল, ডাল ইত্যাদির দাম কমা এবং ২০২৪-এর অক্টোবরে মূল্যবৃদ্ধির হার বেশি থাকায় খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি তলানিতে পৌঁছেছে। রাজ্যওয়াড়ি বিচারে মূল্যবৃদ্ধির হার সব থেকে বেশি হয়েছে কেরলে (৮.৫৬ শতাংশ) এবং সব থেকে কম হয়েছে বিহারে (-১.৯৭ শতাংশ)। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, জিএসটির হার কমাও সার্বিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির হার কমাতে সাহায্য করেছে। মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় ডিসেম্বরের ঋণনীতিতে সুদের হার কমানোর পথে হাঁটতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক।

জয়শংকর ও অনীতার বৈঠক

অটোয়া, ১২ নভেম্বর : ভারত-মার্কিন শুল্কযুদ্ধের আবহে কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনীতা আনন্দের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। ওন্টারিও প্রদেশের নায়াগ্রায় জি-৭ গোষ্ঠীর বিদেশমন্ত্রীদের আলোচনার ফাঁকে জয়শংকর-অনীতা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও জ্বালানি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার ভিত্তিতে ভারত ও কানাডা উভয়েই দ্বিপাক্ষিক অংশীদারি ফের গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। এই আলোচনায় তিনি খুশি বলে উল্লেখ করে জয়শংকর লিখেছেন, 'দ্বিপাক্ষিক অংশীদারি ফের গড়ে তোলার জন্য অপেক্ষা করছি। নতুন রোড ম্যাপ বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রশংসা করছি।' অনীতা লিখেছেন, 'আমরা বাণিজ্য, জ্বালানি, নিরাপত্তা ও মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে তোলায় জোর দিয়েছি।'

আইপ্যাককে টেক্কা দিতে কর্পোরেট মডেল বিজেপির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলার ময়দানে এবার অন্যভাবে নামছে বিজেপি। দলীয় সূত্রে খবর, এবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কোনও নির্দিষ্ট আসন-টার্গেট ঘোষণা করার বদলে জোর দিয়েছে সংগঠন, প্রচার ও জনসংযোগের পরিষ্কার কৌশলে, একটি পূর্ণাঙ্গ কর্পোরেট প্রোজেক্টের মতো। মঙ্গলবার ও বুধবার দু'দিন দিল্লিতে বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ১৫টি পেশাদার মার্কেটিং ও পলিটিক্যাল কনসালটেন্সি সংস্থা নিজেদের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবের প্রেজেন্টেশন দিয়েছে। প্রতিটি সংস্থাই জানিয়েছে, বাংলার ভোটারদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বিজেপির পক্ষে ভোটের বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে গ্রাউন্ড ক্যাম্পেন, বুথ ম্যানেজমেন্ট থেকে সোশ্যাল মিডিয়া অপারেশন প্রতি ক্ষেত্রে কর্পোরেট মার্কেটিং মডেলে প্রয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতারা ছাড়াও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং নির্বাচনি সংগঠনের কিছু শীর্ষ সদস্য। বাংলার নিজস্ব 'ইলেকশন অর্গানাইজার' টিমও সেখানে তাদের কৌশল তুলে ধরে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধারণা, শুধুমাত্র মোদি ফ্যাক্টর বা কেন্দ্রীয় প্রচারাভিযানের জোরে বাংলা দখল সম্ভব নয়। বাংলার রাজনীতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আবেগগত বাস্তবতাকে বুঝে ভোটের বার্তা তৈরি করতে হবে। সেই কারণেই এবার নির্বাচনি প্রচারে আনা হচ্ছে কর্পোরেট পেশাদারিত্ব, তথ্যনির্ভর ভোট-অ্যানালিটিকস এবং 'রিজিওন স্পেসিফিক ন্যারেটিভ বিল্ডিং' থিওরি।

তৃণমূল কংগ্রেস ২০১৬ সাল থেকেই প্রশান্ত কিশোরের নেতৃত্বে আইপ্যাক দলের প্রচারের মডেল তৈরি করে দিয়েছে, যেখানে মাইক্রোলেভেল ভোটার ডেটা, হাইপারলোকাল কমিউনিকেশন ও ইমোশনাল ন্যারেটিভকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আইপ্যাকের মডেল তৃণমূলকে কেবল প্রচারেই নয়, সংগঠন ও প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়াতেও নতুন কাঠামো দিয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বিজেপির নতুন উদ্যোগকে রাজনৈতিক মহলের একাংশ দেখছেন 'অ্যান্টি আইপ্যাক কাউন্টার মডেল' হিসেবে। সূত্রের খবর, বিজেপি এবার চাইছে নিজের কনসালটেন্সি টিমের মাধ্যমে প্রতিটি জেলার জন্য আলাদা প্রচারবার্তা তৈরি করতে, যেখানে থাকবে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও জন আবেগের প্রতিফলন।

জানা গিয়েছে, 'বিজেপি এবার বুঝেছে, বাংলা জয় মানে শুধু প্রচার নয়, সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনও।' তাই এবারের প্রচার মডেল হবে 'ক্যাম্পেন উইথ কালচার', যেখানে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজির পাশাপাশি থাকবে আঞ্চলিক আবেগের ছোঁয়া।

জলবায়ু বিপর্যয়ের বলি ৮০ হাজার

বেলেম (ব্রাজিল), ১২ নভেম্বর : জলবায়ু পরিবর্তন ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সামাজিক বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা নিয়ে সাম্প্রতিক রিপোর্টে এই বার্তা স্পষ্ট। ব্রাজিলের বেলেমে কপ ৩০ সম্মেলনে এই উদ্বেগজনক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে জার্মানির পরিবেশ বিষয়ক থিংকট্যাংক জার্মানওয়াচ।

'ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স (সিআরআই) ২০২৬' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত তিন দশকে জলবায়ুজনিত বিপর্যয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির তালিকায় ভারত বিশ্বে নবম স্থানে রয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৪৩০টি চরম আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়েছে ভারত। এই সময়কালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে দেশের সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল কার্যত পাহাড়প্রমাণ।

জার্মানওয়াচের তথ্য বলছে, গত তিন দশকে ভারতে চরম আবহাওয়ার বলি হয়েছেন ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ। কেবল প্রাণহানিই নয়, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য বিপর্যয়ের কারণেও দেশের প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ কোনও না কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আবহাওয়া বিপর্যয়ের ফলে বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এটা বড় ধাক্কা দিয়েছে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকেও।

আর্থিক ক্ষতির হিসাবে এই সময়ের মধ্যে ভারতের প্রায় ১৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (যা ১৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি) সম্পত্তি ও পরিকাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়, বারবার তীব্র বন্যা, দীর্ঘস্থায়ী খরা এবং মারাত্মক তাপপ্রবাহের মতো ঘটনাগুলিই মূলত এই বিপুল ক্ষতির জন্য দায়ী। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এই ধরনের চরম ঘটনাগুলি আরও ঘনঘন এবং তীব্র আকার ধারণ করছে।

রিপোর্টটি সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, জলবায়ুঘটিত এই ধারাবাহিক বিপদ ভারতের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে বাধার সৃষ্টি করছে। বিপুল জনসংখ্যা এবং মৌসুমি জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীলতার কারণে ভারতের দুর্বলতা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বিশেষভাবে প্রকট। এই পরিস্থিতি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক বিপদ, যা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মানুষের জীবনযাত্রার মানের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলছে।

এই প্রেক্ষিতে জার্মানওয়াচ বিশ্বজুড়ে ধনী এবং উন্নত দেশগুলিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলিতে ক্ষতির প্রতিকারের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক সহায়তা করার জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় নবম ভারত

একনজরে

- সময়কাল : ১৯৯৫ থেকে ২০২৪ (তিন দশক)
- মোট বিপর্যয় : প্রায় ৪৩০টি চরম আবহাওয়ার ঘটনা
- প্রাণহানি : ৮০,০০০-এরও বেশি মানুষের মৃত্যু
- ক্ষতিগ্রস্ত : ১.৩ বিলিয়ন মানুষ প্রভাবিত
- আর্থিক ক্ষতি : প্রায় ১৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রধান কারণ : বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা এবং তাপপ্রবাহ

উদ্ভিদের বার্তা সম্পর্কিত তথ্য

মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিকে গাছ বা উদ্ভিদ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা সিলেবাসের বিষয় থেকে অনেক কিছু জেনেছে যা কলেজে বোটানি বিভাগে বিস্তারিত জানার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশের গবেষণায় উদ্ভিদের বার্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। জটিল বিভিন্ন বিষয় সহজভাবে তোমাদের বোঝানোর জন্যেই এই আলোচনা যা বিভিন্ন শ্রেণির সিলেবাসের উদ্ভিদ বিষয়ক পড়া বুঝতেও সহায়ক হবে।

ডঃ কবিতা ঘোষাল, *সহকারী অধ্যাপক, প্রসন্নদেব উইমেন্স কলেজ, জলপাইগুড়ি*

তুমি কখনও ভেবেছ- উদ্ভিদ বা গাছ কি একে অপরের সঙ্গে কথা বলে? শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও, বিজ্ঞানের উত্তর হল-হ্যাঁ, গাছও কথা বলে! তারা মানুষের মতো শব্দে নয়, বরং বাতাসে রাসায়নিক গন্ধ, ক্ষীণ শব্দতরঙ্গ এবং বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে বার্তা পাঠায়। কখনও পোকামাকড়ের আক্রমণ বা খরার সতর্কতা দেয়, কখনও আবার পাশের গাছকে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিতে বলে। এমনকি মাটির নীচেও তাদের যোগাযোগের এক অদ্ভুত জগৎ রয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গাছেরা পরিবেশের প্রতিক্রিয়া বোঝে, অনুভব করে এবং একে অপরের সঙ্গে তথ্য ভাগ করে নেয়।

● বাতাসে পাঠানো বার্তা :

প্রতিটি গাছের 'বার্তার' সবচেয়ে আশ্চর্য দিক হল - তারা বায়বীয় রাসায়নিক যৌগ বা Volatile Organic Compounds (VOCs) ব্যবহার করে বাতাসে বার্তা পাঠায়। যখন কোনও গাছের ওপর কীটপতঙ্গ আক্রমণ করে বা ছত্রাকের সংক্রমণ হয়, তখন সেই গাছ বিশেষ রাসায়নিক গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। পাশের গাছগুলো সেই গন্ধ 'শুঁকে' বুঝে নেয় যে বিপদ আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু করে - যেমন কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক যৌগ তৈরি করে।

উদাহরণস্বরূপ, Artemisia tridentata (সেজব্রাশ) গাছে আক্রমণ হলে তা মিথাইল জ্যাসমোনেট (MeJA) নামক যৌগ নিঃসরণ করে। এই রাসায়নিক আশপাশের গাছকে সতর্ক করে দেয় যেন তারা প্রতিরক্ষা জিন সক্রিয় করে। একইভাবে, ভুট্টা (Zea mays) এবং শিম (Phaseolus lunatus) গাছ VOCs-এর মিশ্রণ নির্গত করে, যা প্রতিবেশী গাছে প্রতিরক্ষা হরমোন যেমন জ্যাসমোনিক অ্যাসিড (JA) এবং স্যালিসাইলিক অ্যাসিড (SA) উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে।

এই রাসায়নিক ভাষা প্রতিটি প্রজাতির জন্য ভিন্ন - যেন তাদের নিজস্ব গোপন কোড। ফলে তারা নিজেদের গোষ্ঠীর গাছকে সতর্ক করতে পারে, কিন্তু অন্য প্রজাতি বা পোকামাকড় সেই বার্তা সহজে বুঝতে পারে না।

● বৈদ্যুতিক বার্তার ঝলক :

রাসায়নিক বার্তার পাশাপাশি গাছ বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমেও যোগাযোগ করে।

যখন কোনও পাতায় আঘাত লাগে বা গাছ খরা বা তাপমাত্রার চাপ অনুভব করে, তখন সেই আঘাতের জায়গা থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এতে গাছ দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে - যেমন পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে জল বাঁচানো বা প্রতিরক্ষা যৌগ উৎপাদন শুরু করা।

গবেষকরা উন্নত ক্যামেরা ব্যবহার করে এসব বৈদ্যুতিক 'কথোপকথন' সরাসরি রেকর্ড করতে পেরেছেন। তাঁরা দেখেছেন, আঘাত লাগার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেই বার্তা গাছের অন্য অংশে পৌঁছে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, গাছের মস্তিষ্ক না থাকলেও তারা তথ্যগ্রহণ, প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম এক জটিল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

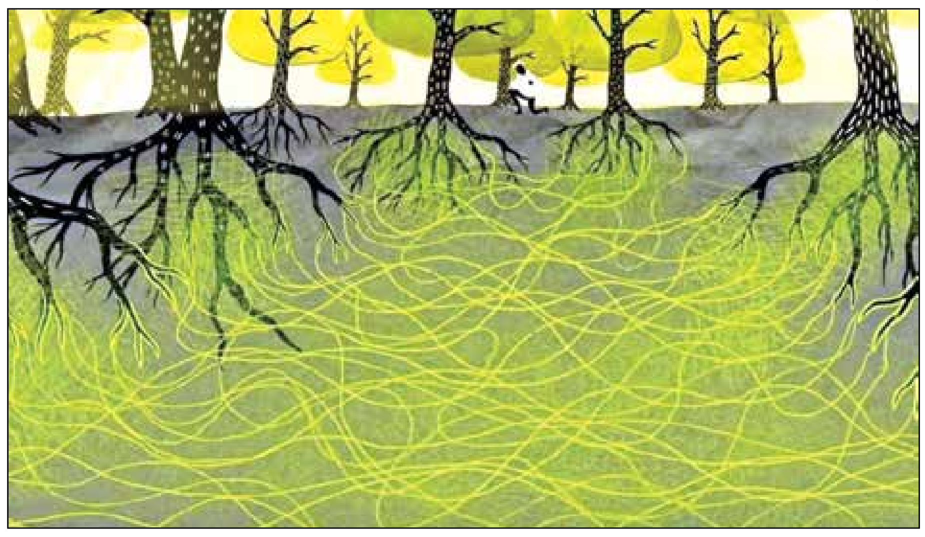

● মাটির নীচে গাছের 'নেটওয়ার্ক':

সবচেয়ে চমকপ্রদ যোগাযোগ ঘটে মাটির নীচে - যেখানে গাছেরা মাইকোরাইজা নামের উপকারী ছত্রাকের সুতো সদৃশ জালের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। বিজ্ঞানীরা একে বলেন 'Wood Wide Web', অর্থাৎ গাছেদের ওয়েব জগৎ!

এই ফাঙ্গাল জাল বা mycelium গাছের শিকড়কে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। এর মাধ্যমে গাছেরা পুষ্টি, কার্বন ও নাইট্রোজেন বিনিময় করে এবং সতর্কবার্তাও পাঠায়।

সিমার্ড ও সহকর্মীদের (Simard et al., 2015) গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কার্বন ও নাইট্রোজেন অ্যামিনো অ্যাসিড আকারে কয়েকদিনের মধ্যেই এক গাছ থেকে অন্য গাছে পৌঁছে যায়।

আরও আশ্চর্য বিষয় হল, আহত গাছ তার বিপদের বার্তা এই ছত্রাক নেটওয়ার্ক দিয়েও পাঠাতে পারে। সাউথ চায়না এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি-এর বৈজ্ঞানিকদের একটি দল (Song et al., 2014)-এর পরীক্ষায় দেখা যায়, পোকা-আক্রান্ত টমেটো গাছের সঙ্গে যুক্ত সুস্থ টমেটো গাছ মাত্র ৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিরক্ষা এনজাইম তৈরি শুরু করে!

এমনকি এক প্রজাতির গাছ অন্য প্রজাতির গাছকেও সতর্ক করতে পারে-যেমন Douglas fir গাছের আক্রমণের পর সংযুক্ত Pine গাছেরও প্রতিরক্ষা সক্রিয় হয়ে যায়।

এই আবিষ্কারগুলো প্রমাণ করে, বনভূমির গাছেরা একক নয়, বরং তারা পারস্পরিক যোগাযোগে যুক্ত এক সামাজিক সম্প্রদায়।

● সহযোগিতার বার্তা :

প্রতিরক্ষা ও সহযোগিতার রাসায়নিক গাছের বার্তা কেবল বিপদের জন্য নয় - সহযোগিতার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

গাছ VOCs ব্যবহার করে পোকা-খেকো উপকারী পতঙ্গ, মৌমাছি বা ছত্রাক আকৃষ্ট করে যেগুলো তাদের পুষ্টি শোষণে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, ভুট্টা গাছে আক্রমণ হলে এমন রাসায়নিক ছাড়ে যা পরজীবী বোলতা (parasitoid wasp) ডেকে আনে, আর এই বোলতারা আক্রমণকারী শুঁয়োপোকাগুলো খেয়ে ফেলে।

কিছু উদ্ভিদ যেমন Pyrethrum শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পাঁচটি VOCs মিশ্রণের মাধ্যমে নিজস্ব কীটনাশক তৈরির জিন সক্রিয় করতে পারে। একটি উপাদান বাদ পড়লেই প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যায়।

আবার sagebrush গাছের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে, বার্তা কেবল নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে কার্যকর হয়।

সব মিলিয়ে, গাছেদের রাসায়নিক ভাষা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দূরত্বনির্ভর।

● ঋতুর সঙ্গে কথোপকথন :

গাছ শুধু প্রতিবেশীর সঙ্গেই নয়, পরিবেশের সঙ্গেও কথা বলে। তাপমাত্রা ও আলো দেখে তারা ফুল ফোটানো, বীজ গঠন বা অঙ্কুরোদ্গমের সময় নির্ধারণ করে।

ইংল্যান্ডের জন ইনেস সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, Arabidopsis নামের ছোট এক গাছ উষ্ণ পরিবেশে থাকলে এমন বীজ তৈরি করে, যা দ্রুত অঙ্কুরিত হয়। ঠান্ডা আবহাওয়ায় তৈরি বীজের খোল শক্ত হয়, ফলে অঙ্কুরোদগম দেরিতে হয়।

এই প্রক্রিয়াটি এক ধরনের 'পরিবেশগত স্মৃতি', যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এমন ফসল তৈরি করা যাবে, যেগুলো অনিশ্চিত আবহাওয়াতেও নিয়মিতভাবে জন্মাবে।

● প্রকৃতির পাঠ :

সব মিলিয়ে, গাছ একেবারেই নিষ্ক্রিয় জীব নয়। তারা অনুভব করে, শেখে, মানিয়ে নেয় এবং একে অপরকে সাহায্য করে। বনের প্রতিটি গাছ যেন একে অপরের সঙ্গে অদৃশ্য কথোপকথনে লিপ্ত। তারা পোকা বা খরার বিপদ জানায়, পুষ্টি ভাগ করে নেয়, এমনকি দূরের আত্মীয় গাছকেও রক্ষা করে।

গাছের এই গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যের সাহায্যে কৃষি ও পরিবেশ রক্ষায় বিশাল অগ্রগতি সম্ভব। এই জ্ঞান ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এমন ফসল উদ্ভাবন করতে পারেন, যেগুলো একে অপরকে সতর্ক করতে পারে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিরক্ষা বাড়াতে পারে - ফলে কীটনাশকের প্রয়োজন কমবে এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

সবশেষে বলব, পরেরবার যখন তুমি কোনও পাতা ছোঁবে বা তোমার প্রিয় গাছে জল দেবে বা গাছের ছায়ায় বসবে, মনে রেখো -তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সুসংগঠিত জীব সংগঠনের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছো। জেনে রাখো, আপাত দৃষ্টিতে তাদের নীরব দেখলেও, তারা তাদের নিজস্ব ভাষাশৈলী ব্যবহার করে নিজেদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ স্থাপন করে চলেছে, তাদের সেই শৈলীকে বোঝার জন্যে শুধু দরকার ছিল বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া ও প্রমাণ। এরা পৃথিবীর আদি যুগ থেকে এক বহুমাত্রিক কথোপকথন চালিয়ে এসেছে, এখন আমরা এই যুগের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে যা বুঝতে পারছি।

জৈব রসায়নে প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার*

পূর্ব প্রকাশের পর

❑ ইথাইল অ্যালকোহল থেকে কীভাবে ডাই ইথাইল ইথার প্রস্তুত করবে?

উ: অতিরিক্ত ইথানলের সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে 140^0C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে দুই অণু ইথাইল অ্যালকোহল থেকে এক অণু জল অপসারিত হয়ে ডাই ইথাইল ইথার উৎপন্ন হয়।

❑ মিথাইল অ্যালকোহলের বিষক্রিয়ার প্রভাব আলোচনা করো।

উ: অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ মিথাইল অ্যালকোহল সেবন খুবই বিপজ্জনক কারণ মিথাইল অ্যালকোহল অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ। এটি লিভারে জারিত হয়ে ফর্মালডিহাইডে পরিণত হয় যা কোষ গঠনকারী উপাদানসমূহের সঙ্গে দ্রুত বিক্রিয়া করে প্রোটোপ্লাজমকে তঞ্চিত করে। তাছাড়া মিথাইল অ্যালকোহল অপটিক নার্ভকে ক্ষতিগ্রস্ত করে অন্ধত্ব ঘটায়। দেহে বেশিমাত্রায় মিথাইল অ্যালকোহল প্রবেশ করলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

❑ অ্যালকেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা কম কেন?

উ: অ্যালকেন যৌগে কার্বন পরমাণুর চারটি যোজ্যতা পৃথক পৃথকভাবে চারটি সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত। অ্যালকেন অণুতে কোনও নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন-জোড় উপস্থিত থাকে না। এছাড়া C–C বন্ধন সম্পূর্ণ অধ্রুবীয় এবং C–H বন্ধন প্রায় অধ্রুবীয়। তাই অ্যালকেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা কম।

❑ ইথিলিনের ব্যবহার উল্লেখ করো।

উ: কাঁচা ফল পাকাতে, ইথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুতিতে, পলিথিন নামক পলিমার প্রস্তুতিতে, বিভিন্ন দ্রাবক যেমন গ্লাইকল প্রস্তুতিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত মাস্টার্ড গ্যাস প্রস্তুতিতে ইথিলিন ব্যবহৃত হয়।

❑ বায়োপল কী? এটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?

উ: কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত পরিবেশ বান্ধব, জৈব ভঙ্গুর পলিমারগুলিকে বায়োপল বলে। যেমন- পলিহাইড্রক্সি বিউটারেট। ওষুধের ক্যাপসুল প্রস্তুতিতে, ক্ষতস্থান সেলাই করার সুতো হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

❑ মিথেনের দুটি করে শিল্প উৎস ও ব্যবহার লেখো।

উ: মিথেনের শিল্প উৎস–

(i) পেট্রোলিয়াম খনি থেকে নির্গত প্রাকৃতিক গ্যাস মিথেনের প্রধান উৎস। (ii) কোলগ্যাসে আয়তন হিসেবে প্রায় 40% মিথেন থাকে।

মিথেনের ব্যবহার –

(i) মিথেনের দহনে প্রচুর পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়। তাই মিথেন গ্যাস প্রধানত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (ii) 1000^0C উষ্ণতায় মিথেনের অসম্পূর্ণ দহনে কার্বন ব্ল্যাক পাওয়া যায়। এই কার্বন ব্ল্যাক ছাপার কালি, জুতোর কালি, টাইপ মেশিনের ফিতা প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

❑ CNG ও LPG-এর মধ্যে কোনটি বেশি বায়ুদূষক এবং কেন?

উ: CNG-তে মূলত থাকে মিথেন এবং LPG-তে প্রোপেন ও বিউটেন থাকে। যেহেতু CNG-তে কার্বন পরমাণু কম থাকে তাই CNG-এর দহনে কম কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। তাই CNG -এর তুলনায় LPG বেশি বায়ুদূষক।

❑ আলেয়া কীভাবে উৎপন্ন হয়?

উ: কর্দমাক্ত জলাভূমিতে উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর মৃতদেহ পচনের ফলে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাসের সঙ্গে ফসফিন এবং ডাইফসফরাস টেট্রাহাইড্রাইড গ্যাস মিশে থাকে। ডাইফসফরাস টেট্রাহাইড্রাইড বায়ুর সংস্পর্শে এলে নিজে থেকেই জ্বলে ওঠে এবং এর দহনের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে মিথেন ও ফসফিন গ্যাস নীলাভ শিখায় জ্বলতে থাকে। এরফলে এক চলমান আলোকশিখার সৃষ্টি হয় যা আলেয়া নামে পরিচিত।

উপরের প্রশ্নোত্তরগুলি ছাড়াও এই অধ্যায় থেকে বিভিন্ন বিক্রিয়ার শমিত রাসায়নিক সমীকরণ, বিভিন্ন জৈব যৌগের IUPAC নামকরণ ও গঠন সংকেত খুব ভালোমতো পড়বে এবং খাতায় লিখে বারবার প্র্যাকটিস করবে।

ব্যাকরণে সমাস সম্পর্কিত আলোচনা

সুতপা বড়ুয়া, *শিক্ষক ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি*

১. সমাস কাকে বলে?

পাশাপাশি অবস্থিত পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তার বেশি পদ মিলিত হয়ে একপদে পরিণত হলে তাকে সমাস বলে।

'পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত' কথাটি থেকে বোঝা যায় যে, বাক্যে পাশাপাশি থাকা যে কোনও পদের মিলনেই সমাস সম্ভব নয়। যেমন যদুর ঘরে যাব। এখানে যদুর ও ঘর পদ দুটির মধ্যে সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই তাই সমাস করা যাবে না। কিন্তু যেমন- হিমের আলয় যাব। এখানে হিমের আলয় পদ দুটির মধ্যে সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে তাই দুটি মিলে সমাস করা যাবে 'হিমালয়'।

২. সমাস ও সন্ধির পার্থক্য লেখো।

সমাস ও সন্ধি উভয় ক্ষেত্রে মিলন হয়। কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে।

(ক) সন্ধি হল ধ্বনির মিলন এবং সমাস হল পদের মিলন।

(খ) সন্ধিতে বিভক্তি লোপ পায় না, সমাসে অনেক ক্ষেত্রে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়।

৩. সমাস সংক্রান্ত পরিভাষা আলোচনা করো?

সমস্যমান পদ– বাক্যের যে পদগুলি মিলিত হয়ে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটি পদকে সমস্যমান পদ বলে।

ক) বহুরূপী- বহু রূপ যার। (সমস্যমান পদ– বহু, রূপ)

খ) নিমাইবাবু– যিনি নিমাই তিনিই বাবু। (সমস্যমান পদ- নিমাই, বাবু)

সমাসবদ্ধ পদ–

সমস্যমান পদগুলি মিলিত হয়ে যে নতুন পদ গঠিত হয় তাকে সমাসবদ্ধ পদ বলে।

ক) বহু রূপ যার- বহুরূপী (সমাসবদ্ধ পদ - বহুরূপী)

খ) যিনি নিমাই তিনি বাবু– নিমাইবাবু(এটি সমাসবদ্ধ পদ)

সমাসবদ্ধ পদের অপর নাম– সমস্তপদ

পূর্বপদ–

সমস্যমান পদগুলির মধ্যে যে পদটি পূর্বে বা প্রথমে থাকে তাকে পূর্বপদ বলে।

ক) বহু রূপ যার– বহুরূপী। (পূর্বপদ- বহু)

খ) যিনি নিমাই তিনিই বাবু– নিমাইবাবু (পূর্বপদ- নিমাই)

পরপদ–

সমস্যমান পদগুলির মধ্যে যে পদটি পরে বা শেষে থাকে তাকে পরপদ বলে।

বহু রূপ যার– বহুরূপী। (পরপদ- রূপ)

পরপদের অপর নাম– উত্তরপদ

ব্যাসবাক্য–

যে বাক্য দ্বারা সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদকে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে ব্যাসবাক্য বলে।

বহুরূপী- বহু রূপ যার। (এখানে বহুরূপী সমস্তপদ এবং বহু রূপ যার ব্যাসবাক্য)

নিমাইবাবু- যিনি নিমাই তিনিই বাবু। (এখানে নিমাইবাবু সমস্তপদ এবং যিনি নিমাই তিনিই বাবু ব্যাসবাক্য)

ব্যাসবাক্যের অপর নাম– বিগ্রহবাক্য

৪. সমাসের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

দ্বন্দ্ব সমাস, কর্মধারয় সমাস, তৎপুরুষ সমাস, বহুব্রীহি সমাস, দ্বিগু সমাস, অব্যয়ীভাব সমাস, নিত্য সমাস, অলোপ সমাস, বাক্যাশ্রয়ী সমাস।

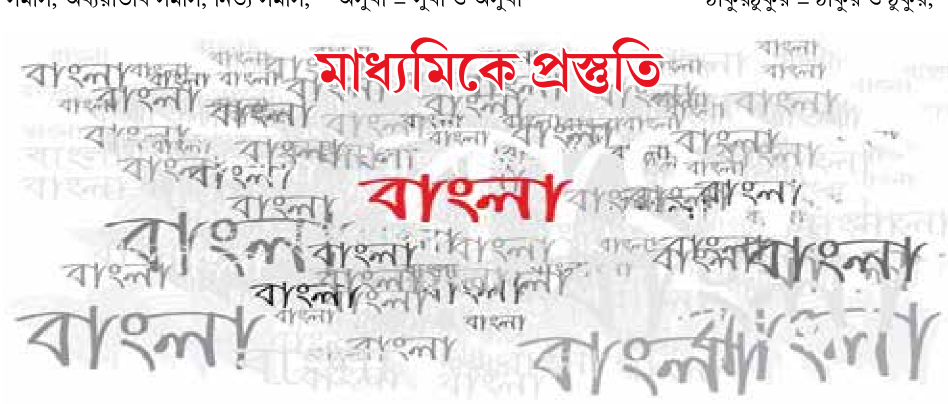

● দ্বন্দ্ব সমাস সম্পর্কে আলোচনা :

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলি একটি সংযোজক অব্যয় (ও, এবং) দ্বারা যুক্ত হয় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

দ্বন্দ্ব সমাসের গঠনগত প্রকারভেদ : সমস্যমান পদ দুটি বিশেষ্য, সমস্যমান পদ দুটি বিশেষণ, সমস্যমান পদ দুটি সর্বনাম, সমস্যমান পদ দুটি ক্রিয়াপদ।

অর্থগত প্রকারভেদ : সমার্থক দ্বন্দ্ব, বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব, প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব, অনুকার দ্বন্দ্ব, বিকারজাত দ্বন্দ্ব, একশেষ দ্বন্দ্ব, বহুপদময় দ্বন্দ্ব, অলোপ দ্বন্দ্ব, ব্যতিক্রমী দ্বন্দ্ব।

গঠনগত প্রকারভেদে প্রত্যেক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ :

সমস্যমান পদ দুটি বিশেষ্য :

মা-বাবা = মা ও বাবা, ঝড়-বাদল = ঝড় ও বাদল, অন্ন-বস্ত্র = অন্ন ও বস্ত্র

সমস্যমান পদ দুটি বিশেষণ :

ছোট-বড় = ছোট ও বড়, সুখী-অসুখী = সুখী ও অসুখী

সমস্যমান পদ দুটি সর্বনাম :

আমরা = আমি, তুমি ও সে, যে-সে = যে ও সে

সমস্যমান পদ দুটি ক্রিয়াপদ :

দেখে-শুনে = দেখে ও শুনে

শুয়ে-বসে = শুয়ে ও বসে

অর্থগত প্রকারভেদের প্রত্যেক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ :

সমার্থক দ্বন্দ্ব : হাটবাজার = হাট ও বাজার, চিঠিপত্র = চিঠি ও পত্র

বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব : জন্মমৃত্যু = জন্ম ও মৃত্যু, জয়পরাজয় = জয় ও পরাজয়

প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব : কাগজপত্র = কাগজ ও পত্র, গল্পগুজব = গল্প ও গুজব

অনুকার দ্বন্দ্ব : হাতেনাতে = হাতে ও নাতে, ওলটপালট = ওলট ও পালট

বিকারজাত দ্বন্দ্ব : (পদটি সামান্য পরিবর্তন বা রূপান্তর হয়)

ঠাকুরঠুকুর = ঠাকুর ও ঠুকুর, ফাঁকফোকর = ফাঁক ও ফোকর

একশেষ দ্বন্দ্ব : আমরা = আমি, তুমি ও সে, তোমরা = তুমি ও সে, বাবারা = বাবা ও কাকা

বহুপদময় দ্বন্দ্ব : স্বর্গমর্ত্যপাতাল = স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল, চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় = চর্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়

অলোপ দ্বন্দ্ব : (সমস্যমান পদগুলিতে যে বিভক্তি থাকে, সেটা সমাস হওয়ার পর সমস্ত পদে লোপ পায় না। তাই তাকে অলোপ দ্বন্দ্ব বলে)।

চোখেমুখে = (চোখ + এ) চোখে ও মুখে (মুখ + এ), হাতেকলমে = হাতে (হাত+এ) ও কলমে (কলম +এ)

ব্যতিক্রমী দ্বন্দ্ব : জায়া ও পতি = দম্পতি, কুশ ও লব = কুশীলব, অহঃ ও রাত্রি = অহোরাত্রি, দিবা ও রাত্রি = দিবারাত্র, অহঃ ও নিশা = অহর্নিশ

● কর্মধারয় সমাস সম্পর্কে আলোচনা : কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদটি হয় পরপদের বিশেষণ স্থানীয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়।

কর্মধারয় সমাস পাঁচ প্রকার। যথা– সাধারণ কর্মধারয়...

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (চালে জন্মে যে কুমড়ো = চালকুমড়ো)

উপমান কর্মধারয় (বরফের মতো সাদা = বরফসাদা)

উপমিত কর্মধারয় (কথা অমৃতের মতো = কথামৃত)

রূপক কর্মধারয় (কাল রূপ বৈশাখী = কালবৈশাখী)

সাধারণ কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ কখনও দুটোই বিশেষ্য বা দুটোই বিশেষণ হয় আবার পূর্বপদ বিশেষ্য ও পরপদ বিশেষণ হয় আবার পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হয়।

যিনি ডাক্তার তিনি বাবু = ডাক্তারবাবু (পূর্বপদ ও পরপদ বিশেষ্য)

কাঁচা অথচ পাকা = কাঁচাপাকা (পূর্বপদ ও পরপদ বিশেষণ)

বাটা যে হলুদ = হলুদবাটা (বিশেষ্য বিশেষণ)

শ্বেত যে পদ্ম = শ্বেতপদ্ম (বিশেষণ বিশেষ্য)

(চলবে)

পরিবেশ, সম্পদ এবং সংরক্ষণ

সুপ্রিয়কুমার দত্ত
সহকারী প্রধান শিক্ষক অন্দরান ফুলবাড়ি হরির ধাম হাইস্কুল, কোচবিহার

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞানে পঞ্চম অধ্যায় থেকে মোট ২৪ নম্বর বরাদ্দ থাকে। বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন ৩ (১x ৩), অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৫ (১x ৫), সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৬ (২x৩), দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ১০ (৫x২)। আজ সব ধরনের প্রশ্নের ধরন উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করছি।

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন :

১) সিউডোমোনাস জীবাণু নাইট্রোজেন চক্রের কোন ধাপের সঙ্গে যুক্ত?

ক) নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ খ) নাইট্রিফিকেশন গ) ডিনাইট্রিফিকেশন ঘ) অ্যামোনিফিকেশন

উত্তর - গ) ডিনাইট্রিফিকেশন।

২) বায়ু দূষণ থেকে কোন রোগগুলি হতে পারে?

ক) ডায়ারিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস খ) হেপাটাইটিস, ব্রংকাইটিস, বধিরতা গ) ব্রংকাইটিস, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যানসার ঘ) ফুসফুসের ক্যানসার, পোলিও, ম্যালেরিয়া। উত্তর - গ) ব্রংকাইটিস, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যানসার।

৩) জল দূষণের ফলে নীচের যেটি ঘটে তা হল-

ক) বিশ্ব উষ্ণায়ন খ) ইউট্রোফিকেশন গ) বধিরতা ঘ) ব্রংকাইটিস

উত্তর- খ) ইউট্রোফিকেশন।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১) স্থানীয় মানুষ ও বন দপ্তর যৌথভাবে জঙ্গল পুনরুদ্ধারের জন্য যে ব্যবস্থা অনুসরণ করে তার নাম লেখো। উত্তর – JFM (জেএফএম বা জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট)।

২) বায়ুতে পরাগরেণু, ছত্রাকের রেণু ও ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে গেলে কোন রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়? উত্তর - অ্যাজমা।

৩) ভারতে কয়টি বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট অঞ্চল রয়েছে?

উত্তর- চারটি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

১) জীবজ নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী দুটি জীবাণুর নাম লেখো।

উত্তর- রাইজোবিয়াম, ক্লসট্রিডিয়াম।

২) অ্যাসিড বৃষ্টির দুটি ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখ করো।

উত্তর- ক) মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে মাটির উপকারী জীবাণু মরে যায়।

খ) বৃহৎ অট্টালিকা, মার্বেল নির্মিত সৌধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

প্রশ্ন-১) মানুষের লাগামছাড়া অনেক কাজই পরিবেশ দূষিত করে- এর সপক্ষে তিনটি উদাহরণ দিয়ে উক্তিটি সমর্থন করো। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি ন্যাশনাল পার্ক ও একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের উদাহরণ দাও। উত্তর- পরিবেশ দূষণে তিনটি লাগামছাড়া কাজ হল -

ক) কীটনাশক ও আগাছানাশক প্রয়োগ :

কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক ও আগাছানাশক প্রয়োগ করা হয়। এগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে পুকুর, ডোবা, নদীর জলে মিশে সেখানকার প্রাণীদের ধ্বংস করে। এছাড়া মাটি দূষণ ঘটায়।

খ) শিল্প স্থাপন : চাষযোগ্য জমিতে এবং বনভূমিতে বিভিন্ন কলকারখানা স্থাপন করার ফলে কলকারখানার দূষিত বর্জ্য মাটি ও জল দূষণ ঘটায়।

গ) বৃক্ষচ্ছেদন : বনের প্রয়োজনীয় গাছ কেটে ধ্বংস করার ফলে বনের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয় এবং বায়ু দূষণ ঘটে।

ঘ) কৃষিজমি ধ্বংস : কৃষিজমিতে বড় বড় অট্টালিকা এবং কলকারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে ফলে খাদ্যসংকট ঘটছে।

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ন্যাশনাল পার্ক হল- জলদাপাড়া এবং বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হল- সুন্দরবন।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয়: শব্দ দানবের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ শিশু থেকে বৃদ্ধ! শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতার প্রসারে তুমি কীভাবে চেষ্টা করতে চাও?

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।
৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে।
অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।
সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ছুটির আনন্দ। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বৃদ্ধের চোলাই বিক্রি ছাড়ার মুচলেকা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ নভেম্বর : নিতান্তই দুর্বল শরীর। করুণ মুখ, শীর্ণ হাত। বয়সের ভারে চামড়া কুঞ্চিত। ছেলের বঞ্চনা, অশান্তি-অর্থাভাবে কেটেছে বহু বছর। বাধ্য হয়ে আত্মসম্মান বিকিয়ে নামতে হয়েছে অবৈধ কারবারে। কিন্তু আর তাঁকে সেই কাজ করতে হবে না। চোখের গভীরে আজ যেন চাপা আনন্দ, একটু শান্তির প্রতিফলন। আলিপুরদুয়ার-২ নম্বর ব্লকের বছর পঁচাত্তরের সেই বৃদ্ধ ফিরছেন জীবনের পথে, ফিরছেন সমাজের মূলস্রোতে।

> মানুষটিকে শাস্তি দিলে তাঁর জীবনে আরও বিপর্যয় নেমে আসত। তাই আমি তাঁকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি।
>
> -সুবিমল বর্মন
> ওসি, কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি

ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে খবর আসে, এলাকার ওই বৃদ্ধ চোলাই বিক্রি করেন। ওসি সুবিমল বর্মন তাঁকে বুধবার ফাঁড়িতে ডেকে পাঠান। বৃদ্ধ ভয় পেয়ে যান। ভাবেন, ন্যুব্জ শরীরে এবার জেল খাটতে হবে। কিন্তু পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে সামনে আসে তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী। ওসিকে বৃদ্ধ জানান, তাঁর একমাত্র ছেলে বহুদিন ধরেই মা-বাবাকে খাবারদাবার দিচ্ছেন না। সংসারে প্রচণ্ড অভাব। ওষুধ কেনার টাকাও নেই। প্রতি মাসে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা ওষুধের পিছনেই খরচ হয় তাঁর। তাই বাধ্য হয়ে তিনি চোলাই বিক্রির পথে নেমেছেন।

এই কথা শোনার পর ওসি শাস্তির পথে না হেঁটে অন্য পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন। বৃদ্ধের ছেলেকে ফাঁড়িতে ডেকে পাঠান ওসি। দীর্ঘ কথোপকথনের পর ছেলে প্রতিশ্রুতি দেন, বাবা-মায়ের খরচ বাবদ প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা বাবার হাতে তুলে দেবেন। বৃদ্ধের চোখে তখন জল। কাঁপা গলায় বলেন, 'ছেলে যদি পাশে থাকে, আর কষ্ট থাকবে না। আমি আর কখনও মদ বিক্রি করব না।' বরং তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, বাজারে শাকসবজি, কলা, দুধ বিক্রি করে কিছু উপার্জন করবেন। এরপর ওসি বৃদ্ধকে সতর্ক করে ছেড়ে দেন। চিকিৎসার খরচ বাবদ বৃদ্ধকে কিছু অর্থ সহযোগিতা করেছেন ওসি।

সংবাদমাধ্যমে ওসি বলেন, 'মানুষটিকে শাস্তি দিলে তাঁর জীবনে আরও বিপর্যয় নেমে আসত। তাই আমি তাঁকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি।' বৃদ্ধের ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

স্থানীয় সমাজসেবী রাজা বসু বলেন, 'পুলিশ শুধু আইন রক্ষাই করছে না, সমাজ গঠনের দায়ও নিচ্ছে। ওসি সুবিমল বর্মনের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। যিনি একসময় সমাজচ্যুত ছিলেন, তাঁকে ফের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার এমন দৃষ্টান্ত বিরল।'

পরিদর্শনে ডিআরএম

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ নভেম্বর : বুধবার কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে এলেন আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) দেবেন্দ্র সিং। তিনি স্টেশনের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো, ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জিত রায়, ওবিসি মোর্চার রাজ্য সদস্য অজিত ঘোষ সহ জেলা ও মণ্ডল নেতৃত্ব।

শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনের নতুন কাঠামোর সূচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। একই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন স্টেশনও উদ্বোধন হবে। কামাখ্যাগুড়ি এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ঘোড়ামারা রেলগেটের ফ্লাইওভার নির্মাণ নিয়ে সুনীলের বক্তব্য, 'ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট প্রস্তুত করে ইতিমধ্যে তা রেলমন্ত্রককে পাঠানো হয়েছে বলে ডিআরএম জানিয়েছেন।'

সুনীল বলেন, 'কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনকে আধুনিক রূপ দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের যাত্রী পরিষেবায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।'

স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বুধবার সিটুর তরফে পরিবহণ দপ্তরের আরটিও-র কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, টোটোচালকরা যাতে কাজ হারিয়ে না বসেন এবং বেআইনি কোম্পানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে গিয়ে যেন নিরীহ চালকদের গাড়ি বাতিল না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি টোটোর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সরল ও অনলাইনে করতে হবে, রেজিস্ট্রেশন ফি কমাতে হবে এবং মহিলা ও বিশেষভাবে সক্ষম (শারীরিক) চালকদের জন্য ফি মকুব করতে হবে।

এছাড়া, চালকদের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা বাধ্যতামূলক করা যাবে না, রুট নির্ধারণ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে।

সিটুর জেলা সম্পাদক বিকাশ মাহালি বলেন, 'টোটোচালকদের জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। আমরা চাই, সরকার টোটোচালকদের স্বার্থে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ করুক।'

ঋতব্রতর সভা আজ

ফালাকাটা, ১২ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পালটা সভা করতে বৃহস্পতিবার ফালাকাটায় আসবেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের ফালাকাটা বিধানসভা কমিটির উদ্যোগে ফালাকাটা শহরে প্রথমে মিছিল করা হবে। তারপর শহরের ট্রাফিক মোড়ে পথসভার আয়োজন করা হয়েছে। তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি রাজু মিশ্র বলেন, 'বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মানুষকে বিভ্রান্ত করার মতো কথা বলে গিয়েছেন। তাই এই পালটা মিছিল ও সভা। এখান থেকে বিজেপিকে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।'

সুইমিং পুলের কাজে দেরি

আলিপুরদুয়ারে হতাশা

পরিত্যক্ত মায়া টকিজ হল পুরোপুরি এখনও ভাঙা হয়নি।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু হলেও এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে অত্যাধুনিক সুইমিং পুল বানানোর কাজ। আলিপুরদুয়ার শহরের ক্রীড়াপ্রেমীদের বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নের প্রকল্প, সেই সুইমিং পুলের কাজ শুরু হয়েছিল জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। গত ২৬ জুন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের উপস্থিতিতে শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মায়া টকিজ মাঠে প্রকল্পের শিলান্যাস হয়। শহরের খেলাধুলোর জগতে নতুন অধ্যায়ের সূচনার প্রত্যাশায় উপস্থিত জনতার চোখেমুখে তখন উচ্ছ্বাস। কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস এখন মিশে গিয়েছে হতাশায়। কারণ, শিলান্যাসের প্রায় সাড়ে চার মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও কাজ কার্যত থমকে রয়েছে।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিত্যক্ত মায়া টকিজ হল ভাঙা শুরু হয়েছিল। দুর্গাপুজোর মরশুমে কাজ থেমে যায়। তারপর থেকে দেড় মাস কেটে গেলেও পুনরায় কাজ শুরু হয়নি। এতে ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। স্থানীয় প্রদীপ সূত্রধর বলেন, 'শিলান্যাসের সময় এত লোক এসেছিল, এত হইচই ছিল-আমরা ভেবেছিলাম সত্যিই কিছু হতে চলেছে। কিন্তু এখনও জায়গাটা আগের মতোই পড়ে আছে। হলের কাঠামো খুলে নেওয়া হয়েছে, কাজের লোক নেই, যন্ত্রপাতিও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

প্রকল্পটির টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে শুরু থেকেই নানা জটিলতা ও বিতর্ক ছিল। ২৬ জুন যেদিন কাজের শিলান্যাস হয়, সেদিন পর্যন্ত টেন্ডার প্রক্রিয়াই সম্পূর্ণ হয়নি বলে জানা গিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে প্রবল সমালোচনা শুরু হয়। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, 'টেন্ডার শেষ না হওয়া অবস্থায় কীভাবে কোনও সরকারি প্রকল্পের সূচনা হতে পারে?' উদয়ন তখন জানিয়েছিলেন, এখন খালি সূচনা হল। টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে।

আটকে কাজ

- ২৬ জুন শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মায়া টকিজ মাঠে প্রকল্পের শিলান্যাস হয়
- শিলান্যাসের প্রায় সাড়ে চার মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কাজ কার্যত থমকে রয়েছে
- সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিত্যক্ত মায়া টকিজ ভাঙা শুরু হলেও, দুর্গাপুজোর মরশুমে কাজ থেমে যায়
- তারপর থেকে দেড় মাস কেটে গেলেও পুনরায় কাজ শুরু হয়নি
- প্রকল্পটির টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে শুরু থেকেই নানা জটিলতা ও বিতর্ক ছিল

> প্রথম টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কিছু টেকনিকাল সমস্যা দেখা দেওয়ায় সেটি বাতিল করা হয়েছিল। নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে, টেকনিকাল টেন্ডারের কাজও সম্পন্ন হয়েছে। নভেম্বরের মধ্যেই পুরোদমে কাজ শুরু হবে।
>
> -সুমন কাঞ্জিলাল

জুলাই মাসের শেষের দিকে সেটা শেষ হবে, অগাস্টে কাজ শুরু হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

বিষয়টিতে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক বলেন, 'প্রথম টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কিছু টেকনিকাল সমস্যা দেখা দেওয়ায় সেটি বাতিল করা হয়েছিল। নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে, টেকনিকাল টেন্ডারের কাজও সম্পন্ন হয়েছে। নভেম্বরের মধ্যেই পুরোদমে কাজ শুরু হবে।'

এদিকে, মায়া টকিজ মাঠের চারপাশের পরিবেশও এখন অব্যবস্থার শিকার। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতে মায়া টকিজ মাঠ এবং তার আশপাশের এলাকাটি এখন কার্যত অসামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। সুইমিং পুল তৈরির জন্য নির্ধারিত মাঠে কাজ বন্ধ থাকায় জায়গাটি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে থাকে, কোনও প্রহরী বা আলোর ব্যবস্থা নেই। এই সুযোগে প্রতিদিন সন্ধ্যা নামলেই সেখানে জড়ো হয় একদল নেশাগ্রস্ত তরুণ। তারা মদ্যপান, গাঁজা বা অন্য মাদকদ্রব্য সেবন করে রাতভর আড্ডা জমায়। মাঝে মাঝে মারামারি, অশালীন আচরণ বা চ্যাঁচামেচির ঘটনাও ঘটছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। মাঠের অন্ধকার কোণে ফেলা আবর্জনা ও প্লাস্টিকের বোতল প্রমাণ দিচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে এই জায়গায় নিয়মিতভাবে অসামাজিক কাজকর্ম চলছে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, পুলটি সম্পূর্ণ হলে শিশু, মহিলা ও প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারুদের জন্য আলাদা সেশন চালু হবে এবং প্রশিক্ষণ দেবেন দক্ষ কোচরা। কিন্তু কাজের বর্তমান গতিপ্রকৃতি দেখে ২০২৬ সালের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে কি না সেই নিয়ে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

হাসপাতালে নর্দমার কাজ শুরু

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : বর্ষাকাল মানেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য সাধারণ মানুষ ও রোগীদের হয়রানি। তাই দুর্ভোগ মেটাতে পূর্ত দপ্তর নর্দমার কাজের জন্য টেন্ডার ডাকে। তবে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হলেও নর্দমার কাজ শুরু হচ্ছিল না।

প্রায় তিন মাস আগে ঘটা করে শিলান্যাস অনুষ্ঠানও হয়। ফলে এই নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছিল। ওই খবর গত ১ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে পূর্ত দপ্তর। বুধবার থেকে জেলা হাসপাতালের নর্দমা তৈরির কাজ শুরু হল।

এদিন জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল, হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল সহ পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা সেই কাজ পরিদর্শন করেন। কয়েক জায়গায় নর্দমা তৈরির জন্য গর্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

জেলা হাসপাতালের নর্দমা তৈরির নকশা খতিয়ে দেখছেন সুমন কাঞ্জিলাল।

সুমনের কথায়, 'জেলা হাসপাতালে জলনিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে কাজ শুরু হল। এই প্রথম রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কাজ হচ্ছে।'

হাসপাতালের সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালের চারদিকে অর্থাৎ সীমানা বরাবর প্রায় ৪৫০ মিটার নর্দমা তৈরি হবে নতুন করে। আর হাসপাতালের ভিতরের দিকে প্রায় ৭০০ মিটার নর্দমা হবে। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ছোট নর্দমা দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়ে সীমানার বড় নর্দমায় মিশবে।

বড় নর্দমাগুলো পুরসভার নর্দমার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। সব নর্দমাগুলো পুরোপুরি ঢাকা থাকবে। আগামী বর্ষার আগেই হাসপাতালের ওই নর্দমা তৈরির কাজ হলে সমস্যা অনেকটা মিটবে বলে মনে করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

কয়েকদিন আগে নর্দমার পাশের বিভিন্ন আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া, ওয়াটার লেভেলিং করা হয়েছে। হাসপাতালের মাঝখান উঁচু রেখে নর্দমাগুলো তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। হাসপাতাল থেকে যে নর্দমাগুলো বের হবে সেগুলো থেকে জল বের করার জন্য চারটি রাস্তা করা হচ্ছে। হাসপাতালের এক ও দুই নম্বর গেটের পাশে, সুপারের কোয়ার্টারের পাশে এবং এনটিএসের পাশে নর্দমাগুলো পুরসভার বড় নর্দমার সঙ্গে মিশবে। অন্যদিকে, হাসপাতালের তিনটি গেটে তিনটি লোহার কালভার্ট তৈরি করা হবে। লোহার কালভার্টে আবর্জনা বেশি জমবে না। পরিষ্কার করতেও কোনও সমস্যা হবে না।

রাসমেলায় রসনা তৃপ্তিতে এগিয়ে চপ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : সন্ধে হলেই তেলেভাজা বা চপের জুড়িমেলা ভার। আর মেলায় যদি হরেকরকমের চপ পাওয়া যায়, তাহলে তো কথাই নেই। বাঙালির এই অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি রাসমেলায়। যেখানে সন্ধে হলেই ভিড় বাড়ছে পাঁশকুড়ার চপের দোকানে। শুধু তাই নয়, ফুচকা, ভেলপুরি, পাপড়ি চাটের দোকানেও ভালোই ভিড় থাকছে। পিছিয়ে থাকছে না ভাপা পিঠে, এগরোল, চিকেন বিরিয়ানি, চাউমিন, ঢাকাই পরোটাও। সবমিলিয়ে যেন খাদ্য রসিকদের স্বর্গ হয়ে উঠেছে আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি রাসমেলা। সবে দু'দিন হল, এবারের রাসমেলা শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই খাবারের স্টলগুলোতে ভালোই ভিড় জমছে বলে জানাচ্ছে রাসমেলা কর্তৃপক্ষ।

বুধবার সন্ধ্যায় সমিত দাশগুপ্ত, রমেন সেন ও অমিত সাহা পুতুল প্রদর্শনী দেখে রাসচক্র ঘোরানো শেষ করে সবে মেলার দিকে ঢুকতে যাবেন, তার আগেই কানে ভেসে এল হরেকরকমের চপের নাম। সেটা শুনেই চপের স্টলে গিয়ে সোজা কাশ্মীরি এবং হিমসাগর চপে কামড়। একই অবস্থা দেখা গেল, বিক্রম সাহা, পার্থ দাসদেরও। সকলের চোখেমুখে এক অদ্ভুত তৃপ্তি। অন্যদিকে, চপের দোকানের ঠিক উলটো দিকে ফুচকার দোকানে তখন ভিড় জমিয়েছেন আদিত্য দাস, শুভজিৎ মণ্ডল, মানসী বানিয়া, স্বাতি দাস, কিন্নাবতী বানিয়ারা। তাঁদের কথায়, 'মেলায় আসলে কেনাকাটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি খাওয়াদাওয়াও।'

আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি রাসমেলায় খাবারের দোকানে ভিড়।

এবারের রাসিমলায় খাবারের স্টলের সংখ্যা অন্যবারের তুলনায় বেশি। ছোট ও বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০টির মতো। সেখানে ফুচকা, ভাপা পিঠে, ভেলপুরি, পাপড়ি চাট, জিলিপি, মিষ্টি শিঙাড়া, নানা ধরনের চপ, এগরোল, চিকেন রোল, চিকেন বিরিয়ানি, ঢাকাই পরোটা সহ অন্য খাবারের স্টল হয়েছে। মাত্র ২-৩ দিন হল মেলা শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই খাবারের স্টলগুলোতে মেলায় আসা লোকজনের ভিড় দেখা যাচ্ছে।

পরিবারের সঙ্গে আসা শুভম দাস জানান, মেলা ঘুরে চপ খেলাম, ভালোই লাগল। আরও অনেককিছু খাব। একদিনে তো খেয়ে শেষ করা যাবে না। আবার মেলায় এসে খাব। পাশাপাশি, সুনীতা সাহা, রিতা দাসও ভেলপুরি খেতে খেতে বলেন, 'মেলায় খাওয়াদাওয়া করতেই হয় নাহলে মেলায় আসা বৃথা। ভেলপুরির পর জিলিপি সহ অন্য খাবারও খাব।'

ফুচকা বিক্রেতা নিরঞ্জন দাস, প্রসন্ন দাস জানান, ভালোই লোকজন আসছে মেলায়। ফুচকা খেতেও আসছে লোকজন। এগরোল বিক্রেতা সরস্বতী দে বলেন, 'মোটামুটি ব্যবসা চলছে, অনেকদিন বাকি আছে। আশা করি ভালোই হবে।' ভেলপুরি বিক্রেতা বিদুর দাস জানান, ভালোই ভিড় হচ্ছে। বাদবাকি প্রায় সব দোকানেই কমবেশি ভালোই ভিড় হচ্ছে।

রাসমেলা কমিটির সহ সম্পাদক বিপ্লব সাহা জানালেন, মাত্র ২ দিন হল মেলা শুরু হয়েছে। মেলার অন্যান্য দোকানের মতো খাবারের দোকানগুলোতে ভিড় ভালোই হচ্ছে। ব্যবসাও ভালো হচ্ছে।

লেখায় লেখায় বাড়ুক খুদেদের সৃজনশীলতা

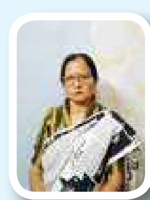

শুক্রবার শিশু দিবস। ছোটদের দিন। আজকাল নাকি ছোটদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ কমছে। তারপরেও তাদের আবার বইমুখী করতে গেলে, ছোটদের জন্য লিখতে গেলে ঠিক কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হয়, জানালেন সাহিত্যিক মীরা আচার্য।

দীর্ঘদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুবাদে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন পরিমণ্ডলের শিশুদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলাম জীবনের একটি বিস্তীর্ণ পরিসরে। এই শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরে মনে হয়েছিল ওদের জন্য, ওদের নিয়ে যদি বিকাশমূলক কিছু করা যায়, আর সেই ভাবনা থেকেই সিদ্ধান্ত শিশুপত্রিকা সম্পাদনা করার। আলিপুরদুয়ার শহরে এই মাত্রার শিশুপত্রিকা সেই সময়কালে তেমনভাবে পরিচিত ছিল না। এই উদ্যোগে পাশে সহযোগী হিসেবে পেয়েছি আমার বন্ধু, সহকর্মী, আমার পুত্রবধূ সহ কিছু সংবেদনশীল মানুষকে।

২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় আমার সম্পাদিত পত্রিকা 'সবুজের মেলা'। আলিপুরদুয়ার ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শিশুদের উৎসাহ লক্ষ করি, লেখা, ছবি আঁকা, ধাঁধা সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে। শিশুদের পাশাপাশি বড়রাও শিশুমন উপযোগী লেখা পাঠাতে থাকেন, আমার পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়।

শিশুদের নিয়ে লেখার সময়, আমি কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিই। শিশুদের মনস্তত্ত্ব ও আগ্রহ বোঝা, তাদের ভাষা ও যোগাযোগের স্তর বিবেচনা করা, মনোগ্রাহী ও ওদের গ্রহণযোগ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করা এবং শিশুদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা আমার প্রধান লক্ষ্য। লেখার আগে প্রস্তুতি হিসেবে, আমি শিশুদের আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তা বোঝার চেষ্টা করি, বিভিন্ন শিশুতোষ বই ও পত্রিকা পড়ি এবং শিশুদের সঙ্গে কথা বলি ও তাদের অভিজ্ঞতা শুনি। এটি আমাকে শিশুদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে সাহায্য করে।

শিশুদের সমসাময়িক লেখার জন্য প্রয়োজন শিশুদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু, আধুনিক প্রযুক্তি ও মিডিয়ার ব্যবহার এবং শিশুদের আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি সজাগ থাকা।

লেখার সুবিধা হল, শিশুদের মনস্তত্ত্ব ও আগ্রহ বোঝার সুযোগ, শিশুদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলার সুযোগ এবং

খোলা জানালা

নিজের সৃজনশীলতা ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ।তবে লেখার অসুবিধাও রয়েছে। যেমন শিশুদের আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তা বোঝার চ্যালেঞ্জ, শিশুদের ভাষা ও যোগাযোগের স্তর বিবেচনা করার চ্যালেঞ্জ এবং শিশুদের জন্য উপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও, শিশুদের নিয়ে লেখার সময়, তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিশুদের সম্পর্কে লেখার সময়, তাদের পরিচয় গোপন রাখা এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ না করা গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের নিয়ে লেখার জন্য, লেখকদের শিশুদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নির্বাচন করা, শিশুদের ভাষা ও যোগাযোগের স্তর বিবেচনা করা এবং শিশুদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, শিশুদের নিয়ে লেখা একটি চ্যালেঞ্জিং কিন্তু পুরস্কারদায়ক কাজ, যা শিশুদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং লেখকের সৃজনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

শিশুপত্রিকার জন্য কাজ করা একটি আশীর্বাদ। সরল, সবুজ মন নিয়ে কাজ করার আনন্দ অনাবিল। এভাবেই ছোট্ট ছোট্ট হাতে নিষ্পাপ, সহজ কথা ফুটে উঠুক এটাই কাম্য।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার খুনের অভিযোগে ক্রমশ দানা বাঁধছে রহস্য। ঘটনায় জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নাম জড়ানোয় তোলপাড় রাজ্য। তার মধ্যেই পুলিশের কাছে এল বেশ কিছু নতুন তথ্য।

ধাপার বদলে দেহ যাত্রাগাছিতে

বেল্টের মারে খুন স্বর্ণ ব্যবসায়ী, বিডিও'র যোগের আরও তথ্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : সকলের নজর এড়াতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দেহ লোপাটের পরিকল্পনা বদলে ফেলেছিলেন অভিযুক্তরা। সল্টলেকের দত্তাবাদে ওই খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। ওই ঘটনায় ধৃত দুজনকে জেরা করে পুলিশ বেশ কিছু নতুন তথ্য পেয়েছে। যেমন প্রথমে নিহতের দেহ ধাপার মাঠে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। শেষ মুহূর্তে সেই ছক বদল হয়।

নীলবাতি লাগানো যে গাড়িতে চাপিয়ে দেহ ফেলা হয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, তার চালক রাজু ঢালি এখন পুলিশ হেপাজতে। তিনি পুলিশি জেরায় কবুল করেছেন, কলকাতায় নাকা চেকিং হলে বা পুলিশ আগাম খবর পেয়ে গেলে ঝামেলা হতে পারে আশঙ্কা করে ধাপার মাঠে নিহত স্বপন কামিল্যার দেহ ফেলার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়।

আবার নিউটাউনে মৃতদেহ বেশিক্ষণ গাড়িতে রাখলে বা ঘোরাঘুরি করলে পুলিশের সন্দেহ হতে পারে আঁচ করে শেষপর্যন্ত কাছাকাছি ফাঁকা জায়গা যাত্রাগাছি খালের কাছে দেহ ফেলা হয়েছিল বলে রাজু পুলিশকে জানিয়েছেন।

জেরায় তথ্য

- প্রথমে নিহতের দেহ ধাপার মাঠে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল
- নীলবাতি লাগানো গাড়ির চালক জানান, ঝামেলা এড়াতে দেহ ফেলার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়
- শেষপর্যন্ত কাছাকাছি ফাঁকা জায়গা যাত্রাগাছি খালের কাছে দেহ ফেলা হয়েছিল
- লাঠি ও বেল্টের মারে মৃত্যু হয় বলে দাবি

জেরায় তাঁর বয়ান অনুযায়ী, এরপর ওই গাড়িতে সবাই নিউটাউনের ওই বাড়িতে যান, সেখানে হত্যাকাণ্ডটি হয়েছিল। ওই বাড়িটি রাজগঞ্জের বিডিও'র বলে ওই বাড়ির এক কর্মী অশোক কর আগেই জানিয়েছেন।

পুলিশ দাবি করেছে, তদন্তের জাল অনেকটা গুটিয়ে আনা হয়েছে। নিউটাউনের ওই বাড়ির প্রাক্তন কর্মী অশোক করের কথার সঙ্গে হুবহু মিলছে ধৃত রাজু ঢালি ও তুফান থাপার বক্তব্য। আদতে উত্তরবঙ্গের কালচিনির বাসিন্দা, পেশায় ঠিকাদার তুফান পুলিশকে জানিয়েছেন, তিনি বিডিও প্রশান্তকে চেনেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জেরা করে জানা গিয়েছে, স্বপনকে খুন করার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু লাঠি ও বেল্টের মারে নিউটাউনের ওই বাড়িতে দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হলে প্রথমে অভিযুক্তরা হকচকিয়ে যান। তখনই দেহ লোপাটের পরিকল্পনা হয়। অভিযুক্ত বিডিও নিজেও কোমরের বেল্ট খুলে স্বপনকে মারধর করেন বলে ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন বাকি পাঁচজন।

এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ জোগাড় করে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে যে, দেহ লোপাট করার জন্য প্রথমে নীলবাতি লাগানো গাড়িটি সল্টলেকের দিকে রওনা দেয়। কিন্তু সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে ঢোকার কিছুটা আগে উড়ালপুলের মুখ থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিউটাউনের দিকে চলে যায়। এরপর বিশ্ববাংলা গেট থেকে কিছুটা এগিয়ে টাটা মেডিকেল সেন্টারের আগে গাড়ি দাঁড় করানো হয়। তখন গাড়ি থেকে দুজন নেমে ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলেন।

তার প্রায় আধ ঘণ্টা পর ডিএলএফ বিল্ডিংয়ের পিছন দিক দিয়ে গিয়ে যাত্রাগাছি খালে মৃতদেহ ফেলা হয়। ওই খুনে মূল অভিযুক্ত বিডিও এখনও গ্রেপ্তার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ নিহত স্বপনের পরিবার। ইতিমধ্যে প্রায় ২ সপ্তাহ পার। খুনের অভিযোগকারী তথা নিহত স্বপনের আত্মীয় দেবাশিস কামিল্যা বুধবার বলেন, 'পুলিশ যখন সব তথ্যই পেয়ে গিয়েছে, তখন মূল অভিযুক্তকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি? তাহলে কি বড় মাথার হাত রয়েছে?'

পৃথিবীর পাঠশালা

রাজপথজুড়ে ক্যাঙারুর দাপট

বন্যপ্রাণীর কাণ্ডকারখানা দেখতে সাধারণত চিড়িয়াখানায় যেতে হয়। কিন্তু আলাবামার হাইওয়েতে গত মে মাসে ঘটল অন্য কাণ্ড! রাগচটা ক্যাঙারু 'শিলা' হাইওয়েকে নিজের খেলার মাঠ বানিয়ে ফেলায় একাধিক গাড়ির সংঘর্ষ হল। প্রবীণ পশু চিকিৎসক টম রিলির পোষা শিলা ঝোড়ো হাওয়ায় ভয় পেয়ে খাঁচা থেকে পালিয়ে এসেছিল। চালকরা দেখল, শিলা দ্রুতগতিতে লাফাচ্ছে, আর তার থলি ঝুলন্ত পোশাকের মতো উড়ছে! সেসময়ে তিনটি গাড়ির ধাক্কাধাক্কি হয়, একটি এসইউভি-র হুডে ক্যাঙারু তার পায়ের ছাপ রেখে যায়। পুলিশ ও মালিক শেষে চেতনানাশক তির ছুড়ে ঘায়েল করে মিনিট কুড়ির চেষ্টায় ধরেন শিলাকে।

কুকুরের গুলিতে জখম

গত মার্চে টেনেসি-তে জেরাল্ড কার্কউড নামে এক ভদ্রলোক সোফায় ঘুমোচ্ছিলেন, আর ঠিক সেসময়ে তাঁর পোষা পাঁচ বছরের পিট বুল 'ওরিও' খাটের পাশে রাখা লোড করা রিভলভারের ট্রিগারে থাবা দিয়ে দেয়! সঙ্গে সঙ্গে গুলি বেরিয়ে এসে মালিকের উরু ভেদ করে চলে যায়। কার্কউড হাসতে হাসতে হাসপাতাল থেকে বললেন, 'ঘুম ভাঙল পটকার শব্দে, আর দেখলাম চারদিকে লোম উড়ছে!' ভাগ্য ভালো যে গুলিটি সামান্য আঘাত করেই দেওয়ালে গেঁথে যায়। যদিও এই ঘটনায় অস্ত্র রাখার সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পোষা প্রাণী এবং অসতর্কভাবে রাখা অস্ত্রের এই সহাবস্থান যে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে, এই ঘটনা তার একটি নিদর্শন।

বিশাল মাছের মুখে জলপরি

চিনের অ্যাকোয়ারিয়ামে চলছে রূপসির মনোমুগ্ধকর জলনৃত্য। হঠাৎ ১০ ফুট লম্বা স্টারজন মাছের কামড়! ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে এই ঘটনায় মারিয়া জেলেনা নামে এই অভিনেত্রী আহত হন। 'জলপরী মহল' প্রদর্শনীতে মারিয়া তাঁর ঝলমলে পোশাকে সাঁতার কাটছিলেন। আর বিশাল স্টারজনটিও তাঁর সহ অভিনেতা হিসেবে রাখা হয়েছিল। কিন্তু রুটিনের মাঝখানে বিশাল মাছটি আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর চোখের চশমা কামড়ে ধরে এবং তাঁর গালে কামড় দেয়। মুহূর্তে জলে রক্ত আর গ্যালারিজুড়ে দর্শকদের চিৎকার। মাছটিকে জাল দিয়ে সরিয়ে আনা হয়। হাসপাতাল জানায়, তাঁর চোখের চারপাশে ফ্র্যাকচার হয়েছে। তিনি পরে রসিকতা করে বলেন, 'মনে হচ্ছিল যেন ট্র্যাক্টরে চুমু খাচ্ছি!' কর্তৃপক্ষ দোষ দিয়েছে, অতিরিক্ত খাবার দেওয়ার কারণে মাছটি হয়তো জেলেনাকে দেখে খাবার ভেবেছিল। এই ঘটনা প্রমাণ করে, প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করতে গেলে বড় মাশুল দিতে হতে পারে।

টয়লেট পেপার পেতে বিজ্ঞাপন

ধরুন আপনি পাবলিক বাথরুমে ঢুকেছেন, দেখলেন কাগজ নেই! দেওয়ালে সাঁটা কিউআর কোড স্ক্যান করুন, ১৫ সেকেন্ডের একটি বিজ্ঞাপন দেখুন, আর তারপরই রোল থেকে বেরোবে আপনার প্রয়োজনীয় কাগজ! চিনের সাংহাই সাবওয়েতে গত সেপ্টেম্বরের এই নতুন ব্যবস্থা নিয়ে এখন জোর আলোচনা। এটি কি পরিবেশবান্ধব নতুন ব্যবস্থা, নাকি মানুষের ওপর নজরদারির নতুন কৌশল?

এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল কাগজের অপচয় কমানো। সেন্সর ব্যবহারের হিসাব রাখে, আর তারপর মোবাইলে বিজ্ঞাপন দেখায়। যাঁরা ব্যবহার করছেন, তাঁরা বলছেন এতে নাকি কাগজ বাঁচছে। তবে সমালোচকরা প্রশ্ন তুলছেন, মোবাইলের চার্জ শেষ হলে বা ওয়াই-ফাই না পেলে কী হবে? একজন টুইটারে লিখেছেন, 'এই হল আধুনিক সমস্যা। পুঁজিবাদের বিজ্ঞাপন দেখে টয়লেট পেপার নিতে হচ্ছে!' এটি হয়তো প্রযুক্তির অগ্রগতি, তবে অনেকেই বলছেন, এমন পরিস্থিতিতে পকেটে অতিরিক্ত টিস্যুপেপার রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ!

ফাজিলে শীর্ষে কামরান

নিউজ ব্যুরো

১২ নভেম্বর : মাদ্রাসা বোর্ডের ফাজিলের (উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল্য) তৃতীয় সিমেস্টারে রাজ্যের বাকি অংশকে টেক্কা দিল মুর্শিদাবাদ। বুধবার ফল প্রকাশ হতেই স্পষ্ট, প্রথম স্থানটি দখল করেছে জেলার হোসাইননগর দারুল ওলুম সিনিয়ার মাদ্রাসার ছাত্র কামরান। পাশাপাশি, তৃতীয়, সপ্তম ও দশম স্থানও দখল করেছে জেলার তিন কৃতী। পরীক্ষার ৩৩ দিনের মাথায় প্রকাশিত হল ফাজিলের তৃতীয় সিমেস্টারের ফল। উচ্চমাধ্যমিকের মতো ওএমআর শিটে হয়েছে মাদ্রাসার ফাজিল পরীক্ষা। পরীক্ষায় বসেছিল ৫,৮৯৪ জন। এর মধ্যে পাশ করেছে ৫,৫০৪ জন। পাশের হার ৯৩.৩৮ শতাংশ। যা গত বছরের তুলনায় ০.১২ শতাংশ বেশি বলে জানান পর্ষদ সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রথম দশে জায়গা না মিললেও, ১০০ শতাংশ পাশ করেছে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার পরীক্ষার্থীরা। তৃতীয় সিমেস্টারে যারা পাশ করেছে, তারা চতুর্থ সিমেস্টারে বসতে পারবে। যা শুরু হবে আগামী বছরের ২৯ জানুয়ারি।

উদ্ধার পড়ুয়া

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : মঙ্গলবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের এক পড়ুয়া। সকলের অনুমান, স্কুলের গেট খোলা থাকায় সুযোগ বুঝে সে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত পুলিশ ও সিডব্লিউসির তৎপরতায় মঙ্গলবার রাতে তাকে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুবল রায় বলেন, 'ওই পড়ুয়া আংশিক দৃষ্টিহীন। পড়ুয়ার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর এক আত্মীয়ের কাছে থাকত। তবে এক জায়গাতে বেশিদিন সে থাকতে চায় না।

ক্লাস নেই

প্রথম পাতার পর

ছয় মাস ধরে সরকারি শিক্ষক ছাড়া চলছে স্কুল। আগামী ডিসেম্বর মাসে রয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা। তার আগে কি সরকারি শিক্ষক আসবে, নাকি এভাবেই চলবে স্কুল? উঠছে প্রশ্ন। কোনও ভলান্টিয়ার শিক্ষক যদিও স্কুল চালানো নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। মহম্মদ ইলিয়াস নামের এক অভিভাবক বলেন, 'ছেলে স্কুলে আসে। প্রতিদিন মিড-ডে মিল খায়। তবে ছেলে বলে স্কুলে পড়াশোনা হয় না। পরে তো জানলাম সরকারি শিক্ষকই নেই। কাকে বলব সমস্যার কথা?'

রুবি বিবি নামের আরেক অভিভাবকের কথায়, 'এই স্কুলে তো আর পড়িয়ে লাভ হবে না। হাসিমারার স্কুলেই পরের বছর সন্তানকে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের তো তেমন পড়াশোনা হয়নি, তাই আমরা চাই ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে পড়াশোনা করুক।'

এই স্কুলের পরিচালন কমিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রজব আলি। তিনি বলেন, 'সরকারি স্কুলটি সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য সরকারি শিক্ষক প্রয়োজন। আমরাও শিক্ষা দপ্তরে সমস্যার কথা জানিয়েছি। আশা করি সমস্যার সমাধান হবে।'

জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জু খাতুন এই স্কুলটি পরিদর্শন করেছেন। তিনিও স্কুলটির পরিকাঠামোর উন্নতির ব্যাপারে দাবি জানিয়েছেন।

মাদক সহ ধৃত

বীরপাড়া, ১২ নভেম্বর : বীরপাড়া চৌপথি থেকে বুধবার ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও বীরপাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মকসেদুল মিয়াঁ। তাঁর বাড়ি জয়গাঁর গুয়াবাড়িতে। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানিয়েছেন, মকসেদুলের কাছ থেকে ২২০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। ধৃত কোথা থেকে ব্রাউন সুগার এনেছিলেন এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা জানতে জেরা করা হচ্ছে।

বীরপাড়া ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মদ, গাঁজা, সিডেটিভ ট্যাবলেট, কাফ সিরাপ ও ব্রাউন সুগার পাচারচক্রের জাল ছড়িয়েছে। ব্রাউন সুগার পাচারে দলমোড় চা বাগান এলাকার একটি চক্র পুলিশের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। বিগত দুই বছরে বেশ কয়েকজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবুও কারবার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

গুপ্তপথে

প্রথম পাতার পর

সেই রিসর্টে ব্যবসার আড়ালে কীসের কারবার চলে, তা এখন আর গোয়েন্দাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

অসম থেকে শিলং যাওয়ার পথে উমিয়ম লেক লাগোয়া এলাকায় হাইওয়ের ধারেই রয়েছে সোনা কারবারিদের রেস্টহাউস। সেখানে বাইরে থেকে বোঝা যায় না ভেতরের কারবার। তদন্তে অসমের এক কিশোর গাড়িচালকের খোঁজ পেয়েছেন গোয়েন্দারা, যে কারবারিদের বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যেত। ডাউকি সীমান্তে নদীর ধারের এক মহিলা দোকানির নামও কালো কারবারে উঠে আসছে। ওই মহিলা সাধারণ একটি অস্থায়ী চায়ের দোকানের আড়ালে মাদক, সোনা সহ নানা পাচার সামগ্রী পারাপার করা ও কারবারিদের গোপন বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করেন।

গুপ্তপথের পাহারাদারদের একাংশকে নিয়ন্ত্রণ করতেন আমলা। তাঁদের বেশিরভাগেরই বাড়ি পুণ্ডিবাড়ি এবং খোল্টা এলাকায়। আমলা এমন প্রভাবশালী যে, খোল্টা এলাকার লোকেরা তাঁকে প্রায় 'স্বয়ম্ভু' মনে করেন। এলাকার বহু বেকার তরুণকে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে খাদ্য এবং আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে চাকরি দিয়েছেন। পাচারের কারবার রক্ষায় চমৎকার কায়দায় সরকারি দপ্তরে নিজের লোক ঢুকিয়ে রেখেছেন ওই আমলা। তাই চাকরি পেয়ে তরুণেরা সোনার-আমলার জয়গান গান। তাঁদের খুশি রাখতে আমলা প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর খোল্টা এলাকায় বিশাল নাইট পার্টির আয়োজন করেন। সেই পার্টিতে ভিভিআইপিরাও ভিড় জমান।

মুন্ডার ডেরা, ডাউকির রিসর্ট, আমলার ৩১ ডিসেম্বরের পার্টি— সব মিলিয়ে এই সোনা পাচারচক্র এক জটিল গোলকধাঁধা তৈরি করেছে। গোয়েন্দাদের মতে, আমলা সাহেব জানেন, সরকারি চাকরি দেওয়াটা তাঁর জন্য একটা সেফটি নেট। ওই জাল বিছিয়ে তিনি জনগণের চোখে ধুলো দিতে পারেন। আর মুন্ডার ডেরা বিপদ এলে অপরাধীদের জন্য অন্ধকার-লণ্ঠন হিসেবে কাজ করে। এই চক্রের সবটাই তদন্তকারীদের কাছে এখন খোলা বইয়ের পাতার মতো ; অথচ আমলার প্রভাবে কেউ তাদের টিকি ছুঁতে পারছে না। চক্রের প্রতিটি চরিত্রই সমাজে মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষপর্যন্ত প্রভাবশালী আমলাকে ধরতে পারবেন গোয়েন্দারা, নাকি অন্য অনেক তদন্তের মতো মাঝপথেই ইতি পড়বে সোনার ফাইলে, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

সরছেন রবি, ৪ পুরসভায় বদল

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ নভেম্বর : কোচবিহারের চার পুরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান বদল হচ্ছে। কোচবিহার পুরসভায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে দিলীপ সাহাকে। মাথাভাঙ্গা পুরসভার দায়িত্বে আনা হচ্ছে প্রবীর সরকারকে। লক্ষপতি প্রামাণিককে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হলদিবাড়ি পুরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান দুটি পদেই বদল করে সৌরভ রায় ও পপি বর্মনকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তুফানগঞ্জে চেয়ারম্যান পদে বদল না হলেও ভাইস চেয়ারম্যান পদে বদল আনা হচ্ছে। বুধবার দলের নির্দেশ পাওয়ার পর ইতিমধ্যেই তুফানগঞ্জের ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন পদত্যাগ করেছেন। তাঁর জায়গায় অম্লান বর্মাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে একসঙ্গে জেলার পাঁচজনের দায়িত্ব বদল করা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর, যাঁদের দায়িত্ব থেকে সরানো হচ্ছে কিংবা যাঁরা নতুন দায়িত্ব পাচ্ছেন তাঁদেরকে দলের তরফে ইতিমধ্যেই তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে অবশ্য প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'এবিষয়ে রাজ্য থেকে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি। তবে তুফানগঞ্জ পুরসভা প্রসঙ্গে অভিজিৎ বলেছেন, 'ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেনের কাছে দলীয় নির্দেশ এসেছিল। তিনি পদত্যাগ করেছেন। সেখানে নতুন ভাইস চেয়ারম্যান হবেন অম্লান বর্মা।'

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান বদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি চর্চা শুরু হয়েছে। পুরসভা পরিচালিত রাসমেলা চলছে। এই সময় চেয়ারম্যান বদল নিয়ে দলের অন্দরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বদলে সেই দায়িত্ব পাওয়ার কথা রয়েছে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ সাহার। তিনি বলেন, 'শুনেছি রাজ্যের থেকে জেলা সভাপতির কাছে এবিষয়ে এসএমএস এসেছে। সেটা তিনি চেয়ারম্যানকে ফরওয়ার্ড করেছেন। তবে সবটাই শোনা কথা। এবিষয়ে অফিশিয়ালি আমি কিছু জানি না।' এদিন রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দাবি করেছেন, 'রাজ্যের তরফে আমি কোনওরকম চিঠি পাইনি।'

দলীয় সূত্রে খবর, রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সাতদিনের মধ্যে পদত্যাগ করার জন্য বুধবার দলের তরফে তাঁর কাছে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। অন্যদিন রবীন্দ্রনাথ নিয়ম করে পুরসভায় যান। কিন্তু এদিন তাঁকে পুরসভায় দেখা যায়নি।

চেয়ারম্যান ঘোষণায় গড়িমসি

প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে ফালাকাটায় আসছেন শ্রমিক নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরসভার সম্ভাব্য চেয়ারম্যানের নাম নিয়ে স্থানীয় নেতারা তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করতে পারেন। এমনকি কাউন্সিলারদের সঙ্গে আলাদা করে তাঁর বৈঠকও হতে পারে। আর এর পরেই জেলা নেতৃত্ব চেয়ারম্যানের নাম ক্যামাক স্ট্রিটে পাঠাতে পারে বলে খবর।

যদিও দলের আরেকটি সূত্র বলছে, কে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান হবেন তা ঠিক করা হয়ে গিয়েছে। নামের তালিকাও চলে গিয়েছে কলকাতায়। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা নাম ঘোষণার।

পুরসভার এক কাউন্সিলার বলেন, 'হাটে-বাজারে যেখানেই যাচ্ছি সবার একটাই প্রশ্ন চেয়ারম্যান কে হবেন। কোনও কাজ হবে না ভেবে অনেকে পুরসভাতেও যেতে চাইছেন না। তাই আমার মনে হয় যাঁকেই চেয়ারম্যান করা হোক তা যেন এই সপ্তাহেই করা হয়।'

তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি রাজু মিশ্র বলেন, 'কে চেয়ারম্যান হবেন সে প্রশ্নে আমরা ব্লক নেতৃত্ব জড়াচ্ছি না। যা করবে শীর্ষ নেতৃত্ব। আমাদের কাছে খবর আছে ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।'

আপত্তি কীসের

প্রথম পাতার পর

তিনি বাড়িতে ড্রপ বক্স রাখার ব্যবস্থা করলেন। নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমের ভোটারদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি লিখে শুরু করলেন জনসংযোগের প্রক্রিয়াও।

ওই চিঠিতে তিনি জানতে চেয়েছেন, 'আমি কার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছি, তার প্রমাণ দিয়ে যান। কেউ আমাকে চাকরির জন্য টাকা দিলে সেটাও বলুন। আপনাদের কোনও অভিযোগ থাকলে ড্রপ বক্সে জমা দিন। আমি মানুষের সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকব। কিন্তু আমাকে কালিমালিপ্ত করা আমি মেনে নেব না।' পার্থর কথায়, 'আমার সততার ছবিকে যারা মসিলিপ্ত করার চেষ্টা করল, তাদের ছেড়ে দেওয়া সামাজিক অপরাধ। আমার ছবি মসিলিপ্ত হওয়ার থেকে উদ্ধার করুন।' তিনি বলেন, 'তৃণমূল আমার সঙ্গে না থাকলেও আমি তৃণমূলের সঙ্গে আছি।' দল তাঁকে সাসপেন্ড করেছে। দলের কোনও পদে তিনি নেই। মন্ত্রিত্বও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন তিনি শুধুই বিধায়ক। সেই পদটিকে এখন ব্যবহার করতে চান। যে কারণে বিধানসভার আগামী শীতকালীন অধিবেশনে তিনি যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন বুধবার। তাতে যে আইনগত সমস্যা নেই, তা বুঝিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'উনি এখন মন্ত্রী নন, তাই আগের আসন পাবেন না। তবে সিনিয়ার বিধায়ক হিসাবে প্রথম সারিতে আসন দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

তাঁর দাবি, তিনি কোনও অন্যায় করেননি। তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জীবনকে কালিমালিপ্ত করতেই বড় ষড়যন্ত্র হয়েছে। অর্পিতাকে জড়িয়ে তাঁর যা যা সমালোচনা হয়েছে, তাতে এতটুকু বিচলিত নন পার্থ। বরং প্রতি পদে এই সম্পর্কের সপক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন। অর্পিতাকে বারবার তাঁর হাঁটুর বয়সি বলে প্রশ্ন ওঠায় বিরক্তি প্রকাশ করে পার্থ বলেন, 'হাঁটুর বয়সি মানে কী? মহিলাদের অপমান করা খুব সহজ। যাঁরা বলছেন হাঁটুর বয়সি, তাঁদের বলব, উল্লাসকর দত্তর বইটা পড়ে দেখতে। তাহলেই বুঝতে পারবেন, হাঁটুর বয়সি মানে কী।' বান্ধবীর সম্মান নিয়েও তিনি চিন্তিত। প্রাক্তন মন্ত্রীর কথায়, 'উনি শুধু আমার বান্ধবী নন, একজন অভিনেত্রীও। দিনের পর দিন যেভাবে ওঁকে অসম্মান করা হয়েছে, তা অন্যায়।' বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে তৃণমূল কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। পার্থ অবশ্য এনিয়ে কিছু বলতে চাননি। পার্থ নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও দল তাঁর ওপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহার করবে, এমন ইঙ্গিত এখনই নেই। তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে দল এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।'

তৃণমূল নেতা

প্রথম পাতার পর

সেখানেই কয়েক দফায় সজলকে জেরা করা হয়। তারপর তাঁকে নিয়ে বিধাননগর চলে যান গোয়েন্দারা। তদন্তকারী আধিকারিকরা সজল, রাজু এবং তুফানকে সামনাসামনি বসিয়ে জেরা করতে চাইছেন। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা সজলের গ্রেপ্তারির কথা স্বীকার করলেও সংবাদমাধ্যমে কোনও বিবৃতি দিতে চাননি। সজলের পরিবারের কোনও সদস্যও বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাইছেন না।

সজলের গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর সঙ্গে প্রশান্তর ঘনিষ্ঠতার নানা কাহিনী সামনে আসতে শুরু করেছে। কোচবিহার জেলা তৃণমূলে অফিশিয়াল গোষ্ঠীর বিরোধী হিসাবেই পরিচিত সজল। বারে বারে জেলা সভাপতির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বা সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংবাদ শিরোনামে থেকেছেন তিনি। কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত। তা সত্ত্বেও কার ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে অভিজিৎকে বারবার চ্যালেঞ্জ করেন সজল সেটাই ছিল এতদিন রাজনৈতিক মহলের কাছে লাখ টাকার প্রশ্ন। প্রভাবশালী বিডিওর ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যই যে সজলের ক্ষমতার দম্ভ তা এতদিনে স্পষ্ট হল বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতাদেরই একাংশ।

তবে তৃণমূলের শীর্ষমহলের সবুজ সংকেত ছাড়া যে সজল গ্রেপ্তার হননি তা মানছেন দলের নেতারাই। যদিও সজলের গ্রেপ্তারি শাসকদলের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। বিরোধীরা এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'রাজ্যে অপরাধীদের সঙ্গে শাসকদলের যোগ বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। এই ঘটনায় তা আরও একবার সামনে এল। কঠোর পদক্ষেপ করুক পুলিশ।'

তবে শাসকদলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত সজল সরকারের গ্রেপ্তারির বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের কথা, 'গ্রেপ্তারির কথা শুনেছি। আইন আইনের পথেই চলবে। কেউ অপরাধী হলে পুলিশ আইন অনুয়ায়ী পদক্ষেপ করবে। ওই বিষয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই।'

রোহিঙ্গার নাম কাটা গেল

প্রথম পাতার পর

এবারের ভোট তা নিয়ে ছিল সরগরম। বিজেপি চিৎকার করে পাড়া মাথায় করেছিল এদের নিয়ে। দেশ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে গিয়েছে, ফলে দেশের জনবিন্যাস পালটে যাচ্ছে ইত্যাদি ছিল তাদের ভোট প্রচারের অন্যতম মূল ধুয়ো। সভায় সভায় বিজেপির মান্যগণ্যরা বলে এসেছেন, লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান, রোহিঙ্গা বিহারের ভোটার লিস্টে ঢুকে পড়েছেন।

বিহারে এসআইআর শুরু হওয়ার মাসখানেকের মধ্যে কমিশন জানিয়েছিল, নিবিড় সংশোধন করতে গিয়ে বাংলাদেশ, মায়ানমার আর নেপাল থেকে আসা 'ঘুসপেটিয়া'-দের খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। বিহারে ভোটের প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন, 'মুঝে বাতাইয়ে কেয়া বিহার কা ভবিষ্য আপ তয় করেঙ্গে, কি ঘুসপেটিয়া তয় করেগা।' বিহারের ভবিষ্যৎ আপনারা ঠিক করবেন না অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ঠিক করবে, এটা আপনারা বলুন।

তাঁর ডেপুটি অমিত শা জানিয়েছেন, বিহারের ভোটার লিস্ট থেকে 'ঘুসপেটিয়া'-দের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। এই অনুপ্রবেশকারীদের তিনি ঘুণপোকা বলে দাগিয়ে দিয়েছিলেন। বেশ তো, যত অনুপ্রবেশকারীর নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের সংখ্যাটা কত? নির্বাচন কমিশন মুখ বন্ধ রাখলেও তাঁদের খোঁজ করেছেন সাংবাদিকরা। গোদি মিডিয়ার এসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা না থাকলেও বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল ভোটার তালিকায় 'অযোগ্য' খুঁজেছে।

সংবাদ সংস্থা দ্য ওয়্যার-এর অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, অযোগ্যদের সংখ্যা নামমাত্র। যে অপটিকাল ক্যারেকটার রিকগনিশন পদ্ধতিতে কমিশন অযোগ্য বেছেছে, তাতে ভুলের সম্ভাবনা ০.০০০৬ শতাংশ। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৯৫০০ জনকে কমিশন অযোগ্য বলে জানিয়েছে। মোট বাদ যাওয়াদের মধ্যে অযোগ্য রয়েছে ০.০১২ শতাংশ।

ওয়্যার-এর রিপোর্ট বলছে, অযোগ্যদের ৮৫ ভাগই বিহারের সীমাঞ্চলের চারটি জেলা- সুপৌল, কিশনগঞ্জ, পূর্ব চম্পারণ ও পশ্চিম চম্পারণের বাসিন্দা। এই জেলাগুলি নেপাল লাগোয়া। নেপালিদের সঙ্গে বিহারিদের বিয়ে-শাদি ওখানে জলভাত। নেপাল থেকে আসতে যেতে পাসপোর্ট লাগে না। ফলে অনুপ্রবেশ এখানে খাটে না। আগের ভোটেও তাঁরা ভোট দিয়েছেন। এখানকার কাগজপত্র তাঁদের রয়েছে। তাঁদের আগে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হয়নি।

এবার সেসব প্রশ্ন ওঠায় তাঁরা অথই জলে। বিয়ে করে তাঁরা এখন বিহারের বাসিন্দা। একই অবস্থা বাংলা-বিহার সীমানায়। দুই রাজ্যের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক আকছার। বিয়ের পর বিহারে এসে সরকারি অনুদান পেয়েছেন- এমন মহিলার সংখ্যা কম নয়। তাঁদের কেউ কেউ অযোগ্য তালিকায়। কিশনগঞ্জ কেন্দ্রে ১৪০০ আর বাহাদুরগঞ্জ কেন্দ্রে প্রায় ৯০০ নাম ছাঁটাই হয়েছে অযোগ্য বিবেচনায়। কিশনগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত খুব বেশি দূরে নয়। বাদ পড়াদের একটা বড় অংশ বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক।

বাকি রইল রোহিঙ্গা। বাংলার পদ্মের তিনপোয়া নেতারা কেউ তারস্বরে এক কোটি, কেউ এক কোটি বিশ লাখ রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলিমের কথা শোনাচ্ছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই। বিহারেও বাংলাদেশিদের সঙ্গে রোহিঙ্গারা গিজগিজ করছে বলে শোনানো হচ্ছিল। ঠিক কত রোহিঙ্গা আছেন গোটা দেশে? চল্লিশ হাজারের মতো। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই তথ্য জানিয়েছে। রোহিঙ্গারা অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে রয়েছেন বলে সেই হলফনামায় জানানো হয়েছিল। দিল্লি, হরিয়ানাতেও বস্তি অঞ্চলে আছেন বলা হয়েছিল।

কিন্তু বিহারে? না, এমন কিছু শীর্ষ আদালতে জানায়নি অমিত শা'র মন্ত্রক। নির্বাচন কমিশন বিহারে কত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীর নাম কাটা গিয়েছে, তা নিয়ে নীরব। বেসরকারি হিসেবে সেই সংখ্যা নাকি মাত্র তিন। কে জানে! সে যাই হোক, আমরা চাই রাজনীতি ছেড়ে প্রকৃত ভোটারদের বেছে নেওয়া হোক। অযোগ্যরা বাদ যাক। কিন্তু কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে বেছে নিয়ে গরিব খেটেখাওয়া বৈধ হতদরিদ্রকে যেন তাড়িয়ে না দেওয়া হয়।

২৬/১১-র ধাঁচে হামলার ছক

প্রথম পাতার পর

সংগঠনের সঙ্গে মইনুলের যোগাযোগ গড়ে ওঠে বেই তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন ।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লি, পূর্ব দিল্লি, মধ্য দিল্লি, নয়াদিল্লি, উত্তর দিল্লি এবং উত্তর-পশ্চিম দিল্লির একাধিক এলাকায় বারবার রেইকি করেছে সন্দেহভাজনরা। নেতাজি সুভাষ প্লেস, অশোক বিহার, কনট প্লেস, রঞ্জিত ফ্লাইওভার, ডিলাইট সিনেমা, শহিদ ভগৎ সিং মার্গ, রোহতাক রোড, কাশ্মীরি গেট, দরিয়াগঞ্জ এবং লালকেল্লা তাদের হিটলিস্টে ছিল।

এনআইএ ও দিল্লি পুলিশের যৌথ তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্ত চিকিৎসক উমর উন নবি ও তার সহযোগী চিকিৎসক মুজাম্মিলের নেতৃত্বে গঠিত 'হোয়াইট কলার' জঙ্গিচক্র অনেক স্পট চিহ্নিত করেছিল। স্পটগুলির মধ্যে আছে লালকেল্লা, কনট প্লেস, দিল্লি হাট ও একটি মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন এলাকা। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, জইশের ফরিদাবাদ মডিউলের পরিকল্পনা ছিল একাধিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাজধানীতে ভয় ও বিশৃঙ্খলার আবহ তৈরি করা। তদন্তে জানা গিয়েছে, রাজধানীজুড়ে এই ষড়যন্ত্রের নকশা তৈরি হচ্ছিল চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে। সন্ত্রাসবাদীরা প্রায় ২০০টি শক্তিশালী আইইডি বোমা তৈরি শুরু করেছিল। শুধু দিল্লি নয়, গুরুগ্রাম ও ফরিদাবাদে হামলার পরিকল্পনা ছিল তাদের। ফরিদাবাদ মডিউলের কাজকর্মে পরিষ্কার, জঙ্গি সংগঠনটি বারবার ভারতে নাশকতার পরিকল্পনা করেছে। ২০০১ সালে সংসদে হামলা, ২০০৮ সালে মুম্বই হামলা, তারপর ২০১৬ সালে পাঠানকোটে বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা, ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলা আর এবার লালকেল্লা চত্বরে গাড়ি বিস্ফোরণ তারই ফল বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের মোবাইলের ডাম্প ডেটা ও সিসিটিভি ফুটেজে খতিয়ে তদন্তকারীরা জেনেছেন, মুজাম্মিল চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বারবার লালকেল্লা সহ দিল্লির একাধিক জনবহুল এলাকা পরিদর্শন করেছে। একাধিক স্থানে উমর নবির সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছে।

গোয়েন্দাদের ধারণা, হামলার রেইকিই ছিল উদ্দেশ্য। প্রাথমিক ছকটি ছিল ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে। যা তখন নিরাপত্তার কারণে ব্যর্থ হয়। এরপর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বার্ষিকীর দিন কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ফরিদাবাদে উমরের একাধিক সহযোগী ধরা পড়ায় আতঙ্কে আগেভাগেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলে অভিযুক্তরা। তদন্তকারীরা নিশ্চিত, বিস্ফোরণ ঘটানো গাড়িটি চালাচ্ছিলেন পুলওয়ামার চিকিৎসক তথা ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক উমর উন নবি। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের আগে রাজধানীর ময়ূরবিহার ও কনট প্লেসে গাড়িটি দেখা গিয়েছিল। ২৯ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত গাড়িটি হরিয়ানার আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুজাম্মিল শাকিলের সুইফট ডিজায়ারের পাশে পার্ক করা ছিল।

দুপুরের ইডেনে প্রস্তুতিতেই ঋষভ ঝড়

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : এলেন, দেখলেন, ছেয়ে থাকলেন।

বুধবারের ইডেন গার্ডেন্সে ঋষভ পন্থকে ঘিরে তেমনই আবহ। টিম বাস থেকে যখন নামলেন, বাইরে অপেক্ষমাণ জনতার ভিড় থেকে উঠল 'ঋষভ ঋষভ' আওয়াজ। ফেরার সময়ও একই ছবি। দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে কাটালেও তাঁর আকর্ষণ কমার নয়, পরিষ্কার। যেমনই পরিষ্কার, হাজারো চোটআঘাতেও নিজের অভিনব ব্যাটিং স্টাইল, আগ্রাসন জারি থাকবে।

নন্দনকাননের দ্বৈপ্রাহরিক অনুশীলনে তাঁরই ঝলক প্রতি পদে। শুরুতে উইকেটকিপিং অনুশীলন। তারপর ঘুরিয়ে তিন নেটে শটের ফুলঝুরি। গতকালের ঐচ্ছিক অনুশীলনে ছিলেন না। বেঙ্গালুরুতে 'এ' সিরিজে জোড়া চারদিনের ম্যাচ খেলে শরীরকে বিশ্রাম দিতে ইডেনমুখো হননি। আজ নন্দনকাননে পা রেখেই উত্তাপ বাড়ালেন।

মঙ্গলবারের পর বুধেও মাঝের বাইশ গজ নিয়ে নাটক জারি। দফায় দফায় নজরদারি, ইডেনের পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা। হাজির বোর্ডের পিচ কমিটির দুই সদস্য তাপস চট্টোপাধ্যায়, আশিস ভৌমিকও। বিকেলে ইডেন ছাড়ার আগে গম্ভীর ফের পিচে। সুজনের সঙ্গে কথায় তিনি যে সন্তুষ্ট নন, গিলদের হেডস্যারের শরীরী ভাষায় পরিষ্কার।

দিনের সেরা ছবি অবশ্য টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে শুভমান গিলের পিচ পরিদর্শন! বাইশ গজের পাশে দাঁড়িয়ে দুজনকে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতেও দেখা গেল। বন্ধুত্বের সহাবস্থান। সৌজন্যতারও। শুক্রবার শুরু ম্যাচে অবশ্য এই সৌজন্যতা আশা করলে ভুল হবে। প্রতিটি ইঞ্চির জন্য সেয়ানে সেয়ানে টক্করের মঞ্চ প্রস্তুত। জসপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সিরাজের পালটা কাগিসো রাবাদা-মার্কো জানসেন।

স্পিন যুদ্ধে রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর বনাম কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুস্বামী, সাইমন হার্মার। কুলদীপ যাদবের ভূমিকা সেখানে কী দাঁড়াবে, বলা মুশকিল। ভারতীয় রিস্ট স্পিনার বরাবরই 'এক্স ফ্যাক্টর'। শেষ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৮ উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে গম্ভীরের অলরাউন্ডার প্রীতিতে কুলদীপের ওপর 'কোপ' পড়লে অবাক হওয়ার থাকবে না।

ইডেন দ্বৈরথে নীতীশকুমার রেড্ডির না থাকা অবশ্য নিশ্চিত। এদিন দুপুরে বোলিং কোচ মরনি মরকেলের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছুক্ষণ বল করলেন। তবে ব্যাটিং নেটে সেভাবে ঘেঁষেননি। বিকেলের দিকে খবর, টেস্ট দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে পেস-অলরাউন্ডারকে। এদিন রাতের বিমানে কলকাতা থেকে রাজকোটে উড়ে যাচ্ছেন। যোগ দেবেন ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের ওডিআই সিরিজে। নীতীশের জায়গাতেই প্রথম একাদশে প্রবেশ ঘটছে ঋষভের। সঙ্গী আরও এক উইকেটকিপার-ব্যাটার ধ্রুব জুরেল। বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই খেলার ছাড়পত্র ইতিমধ্যে পেয়েও গেছেন বলে খবর।

নীতীশকে ছেড়ে দিলেন গম্ভীররা

সকালে দক্ষিণ আফ্রিকা, দুপুরে ভারত। বুধবারের ইডেনও সারাদিন সরগরম ব্যাট-বলের আওয়াজে। ভারতের শুরুটা হয়েছিল ফিটনেস ড্রিল দিয়ে। 'বল চেজ'-এর মজার গেমে মেজাজ বেঁধে নেওয়া।

তারপর পুরোদস্তুর নেট সেশন। পাশাপাশি দুই নেটে যশস্বী জয়সওয়াল এবং লোকেশ রাহুল। একে একে বি সাই সুদর্শন, শুভমান গিল। তারপর জুরেল, ঋষভ। নেট সেশন যদি কোনও ইঙ্গিত হয়, তাহলে টপ সিক্স কী হতে চলেছে তা পরিষ্কার। বাকি পাঁচে তিন স্পিনার ও দুই পেসার। তবে গৌতম গম্ভীর বরাবরই আনপ্রেডিক্টেবল। শুক্রবার টসের পর টিম লিস্টে কী চমক থাকবে, আপাতত সেটাই দেখার।

ব্যাটিং প্রস্তুতির আগে 'বল চেজ'-এর গেমে মাতলেন ঋষভ পন্থ। ছবি : ডি মণ্ডল

শারীরিক কসরতে শুভমান গিল। বুধবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

প্রথম এগারোয় সম্ভবত ব্যাটার জুরেল

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : প্রশ্নটা বেশ কিছুদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। চোট সারিয়ে ঋষভ পন্থ ফিরলে কী হবে? সাফল্যের পরও কি ভারতীয় টেস্ট দলের প্রথম একাদশে নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারবেন? ধ্রুব জুরেলকে নিয়ে যে বিতর্কে ছবিটা অনেকটাই পরিষ্কার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্স দ্বৈরথের ৪৮ ঘণ্টা আগে।

ঋষভ ইডেন টেস্টে ফিরলেও জুরেল তাঁর জায়গা ধরে রাখছেন। ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট বুধবার দুপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে সেই কথাই কার্যত জানিয়ে দিলেন। গৌতম গম্ভীরের সহকারীর দাবি, 'এই মুহূর্তে জুরেলকে প্রথম একাদশের বাইরে রাখা কঠিন।'

ইডেনের মিডিয়া সেন্টারে বলা রায়ানের যে কথার প্রতিফলন ভারতীয় দলের অনুশীলনেও। গৌতম গম্ভীর, ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের তত্ত্বাবধানে একটানা ব্যাটিং সারলেন জুরেল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 'এ' সিরিজের শেষ ম্যাচের দুই ইনিংসেই শতরানে দাবি জোরদার করে রেখেছিলেন।

বুধবারের ইডেনে দলের নেট সেশনে সেই ছন্দে থাকার ঝলক। প্রথমে মাঠে মাঝের উইকেটে থ্রো ডাউন নিলেন লম্বা সময়ের জন্য। তার মধ্যেই গম্ভীরের টিপস। বাকি সময়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কখনও স্পিন, কখনও পেস নেটে ঘাম ঝরালেন। রায়ানের বক্তব্য এবং প্র্যাকটিসের নির্যাস, গত নভেম্বর পারথ টেস্টের পর ফের টেস্ট একাদশে একসঙ্গে ঋষভ ও জুরেল।

রায়ান বলেছেন, 'গত ৬ মাসে ধ্রুব দারুণ ফর্মে। বেঙ্গালুরু ম্যাচে (এ সিরিজ) জোড়া শতরান করেছে। আমাদের হাতে তিন স্পিন অলরাউন্ডার আছে-রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল। ওদের উপস্থিতিতে দলের নমনীয়তা বাড়িয়েছে। বিকল্প ভাবনার রাস্তা করে দিয়েছে।

> গত ৬ মাসে ধ্রুব দারুণ ফর্মে। বেঙ্গালুরু ম্যাচে (এ সিরিজ) জোড়া শতরান করেছে। ধ্রুব ও ঋষভ, দুইজনকে প্রথম একাদশে দেখা গেলে আমি মোটেই অবাক হব না।
>
> **রায়ান টেন ডোসেট**

সেক্ষেত্রে ধ্রুব ও ঋষভ, দুইজনকে প্রথম একাদশে দেখা গেলে আমি মোটেই অবাক হব না।'

জুরেলকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনার মাঝেও পিচ, কম্বিনেশন, প্রতিপক্ষ নিয়েও সোজাসাপটা রায়ান টেন। নিজের দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর। তবে গুরুত্ব দিচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার শক্তিকে। মেনে নিচ্ছেন, এরকম স্পিন ব্রিগেড নিয়ে কখনও ভারত সফর করেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। ইডেনের সম্ভাব্য টার্নিং পিচে কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুস্বামী, সাইমন হার্মারদের মোকাবিলা সহজ হবে না।

ভারতীয় দলের সহকারী কোচের ধারণা, ইডেন উইকেটের ফায়দা নিতে স্পিনকে হাতিয়ার করবে প্রোটিয়া ব্রিগেডও। রায়ান টেন বলেও দিলেন, 'সম্ভবত ওরা তিন স্পিনার খেলাবে। উপমহাদেশীয় দলের ক্ষেত্রে যা সাধারণত দেখি আমরা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামলে ওদের পেস ব্রিগেড নিয়ে চিন্তার জায়গা থাকে বরাবর। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি একটু আলাদা।'

ব্যাটিং অনুশীলনের পথে ধ্রুব জুরেল। ছবি : ডি মণ্ডল

প্রোটিয়া স্পিনকে গুরুত্ব রায়ানের

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার মূল শক্তি দলের ভারসাম্য। স্পিন, পেস এবং ব্যাটিং গভীরতার প্রমাণ-শেষ ১২টি টেস্টের ১১টিতেই জয়। পাকিস্তানে গিয়ে গত টেস্ট সিরিজ ড্র রেখে এসেছেন তাঁরা। সেই সম্ভ্রম ভারতীয় শিবিরেও। কেউ কেউ ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের হাতে হোয়াইটওয়াশের আতঙ্কও উড়িয়ে দিচ্ছেন।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন সহকারী কোচ রায়ান টেনের অকপট স্বীকারোক্তি, 'নিশ্চিতভাবে কঠিন চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য। নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকে আশা করি আমরা শিক্ষা নিতে পেরেছি। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিন আক্রমণ সামলানোর জন্য আমাদের হাতে বেশ কিছু পরিকল্পনা আছে। গত পাকিস্তান সফরে ওরা দারুণ ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। সবমিলিয়ে এই সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে আমাদের জন্য।'

ভারত সফর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের মতোই

ইতিহাস গড়ার ডাক কনরাডের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা।

একজন মানুষের মেজাজ কখন ভালো থাকে? যখন তার জীবন ও কেরিয়ারে এগিয়ে চলার পথে সবকিছু পরিকল্পনামাফিক হয়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসরে এমন ভাবনার সেরা উদাহরণ হতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল। ক্রিকেট দুনিয়ায় বহু বছর ধরেই 'চোকার্স' তকমা সেঁটে ছিল প্রোটিয়াদের সঙ্গে। টেম্বা বাভুমা, আইডেন মার্করামরা সেই তকমাটা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে হ্যাঁচকা টানে খুলে দিয়েছেন। দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকাও ক্রিকেটের আসরে সেরার তকমা পেতে পারে।

লর্ডসে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রোটিয়াদের ডব্লিউটিসি জয়ের সাফল্যের রেশ এখনও প্রবলভাবে রয়েছে মার্করামদের মধ্যে। সকালের ইডেন গার্ডেন্সে অন্তত ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলন যার উদাহরণ। আরও বড় উদাহরণ হিসেবে আজ ক্রিকেট সমাজের সামনে হাজির হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড। ডব্লিউটিসি ফাইনাল কোচ হিসেবে কনরাডকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। দল হিসেবে সম্মান এনে দিয়েছে প্রোটিয়াদের।

এহেন কনরাড বুধবার অনুশীলনের পর হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। যেখানে ভারতীয় দলের প্রতি পেশাদারি শ্রদ্ধাও যেমন জানিয়েছেন, তেমনই আগামীর পরিকল্পনার কথাও শুনিয়েছেন তিনি। যার নির্যাস হল, টিম ইন্ডিয়ার তিন স্পিনারের পালটা হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাও তিন স্পিনারে প্রথম একাদশ গড়ছে। শুধু তাই নয়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জিতে জীবন বদলে যাওয়ার পর সেই সাফল্যের পাশেই ভারত সফরের চ্যালেঞ্জকে রাখছেন কনরাড। তাঁর কথায়, 'লর্ডসে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছি আমরা। সেই সাফল্য দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটের জন্য বিশাল। তার খুব কাছেই থাকবে ভারত সফর। স্পষ্ট বলছি, ডব্লিউটিসি ফাইনালের চ্যালেঞ্জের মতোই ভারত সফর।'

অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা ওয়াশিংটন সুন্দরদের পালটা হিসেবে কেশব মহারাজ, সাইমন হার্মার, সেনুরান মুথুস্বামীরা রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন রাবাদা-জানসেনের গতি ও পেস। উপরি হিসেবে বাভুমা, মার্করামদের ব্যাটিং স্কিল। এমন শক্তি নিয়ে ইডেনে টিম ইন্ডিয়াকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ার ডাকও আজ দিয়েছেন কোচ কনরাড। বলেছেন, 'ভারত অবশ্যই শক্তিশালী দল। ঘরের মাঠে আরও বড় শক্তি ওরা। কিন্তু ওদের হারানোর মতো অস্ত্র রয়েছে আমাদের। ইডেনে ভারতকে হারিয়ে ইতিহাস গড়তে চাই আমরা।' ক্রিকেটের নন্দনকাননে শুভমান গিলদের হারিয়ে আদৌ বাভুমারা ইতিহাস গড়তে পারবেন কিনা, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে সাফল্যের স্বপ্ন বুঁদ প্রোটিয়ারা। কোচ কনরাডের কথায়, 'দলে ভালো মানের স্পিনার থাকলে আত্মবিশ্বাস যেমন বাড়ে, তেমনই ভারসাম্যও বাড়ে। আমি বলছি না যে, আমাদের দলে ভালো মানের স্পিনার ছিল না। কিন্তু অতীতের তুলনায় এখন যেসব স্পিনার রয়েছে, তারা অনেক বেশি কার্যকরী।'

পরিসংখ্যান ও ইতিহাস বলছে, ভারতের মাটিতে শেষ ১৫ বছরে একটিও টেস্ট জিততে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। কোচ কনরাড আত্মবিশ্বাসী সুরে আজ দাবি তুলেছেন, ছবিটা বদলে দেওয়ার। ডব্লিউটিসি জয়ের পাশে পাকিস্তানে সিরিজ ড্র করার পর এবার তিনি ইডেনে নয়া ইতিহাস গড়তে চান। কাজটা কি এতই সহজ? কে জানে।

অনুশীলনের ফাঁকে কেশব মহারাজ (ডানদিকে) ও ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের সঙ্গে আলোচনায় দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাড। ছবি : ডি মণ্ডল

রিভার্স সুইপে জোর বাভুমার

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : সবাই আছেন তিনি নেই। কিন্তু কোথায় তিনি?

সকাল নয়টা নাগাদ যখন ইডেন গার্ডেন্সের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের টিম বাস হাজির হল, তাদের দেখার জন্য নিরাপত্তাকর্মী ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না।

তার জন্য প্রোটিয়াদের মনে হল না কোনও হেলদোল রয়েছে বলে। বরং কাগিসো রাবাদা, আইডেন মার্করাম, মার্কো জানসেনদের 'মেজাজটা এখন আসল রাজা'। কলকাতায় নিয়মিতভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে শীত আসছে। আবহাওয়াটা পুরো বদলে গিয়েছে। পাকিস্তান সফর শেষে ভারতে হাজির হওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অন্দরমহলেও এখন এমনই 'ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল' আবহাওয়া।

আর সেই আবহাওয়া আরও মনোরম হয়ে উঠেছে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার জন্য। চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক পাকিস্তান সফরের জোড়া টেস্টে খেলতে পারেননি। আপাতত তিনি ফিট বলেই খবর। বড় অঘটন না হলে ইডেনে ফিরছেন বাভুমা। এই বাভুমাকে নিয়েই আজ সকালের প্রোটিয়া অনুশীলনে খোঁজাখুঁজি চলছিল। দলের সঙ্গে টিম বাস থেকে নামলেও বাভুমা মাঠে ঢুকলেন অনেক পরে। কিছুটা সময় পিচ দেখলেন। পরে ওয়ার্ম আপ করলেন। কোচ শুকরি কনরাডের সঙ্গে কিছুটা সময় আলোচনা সেরে নিলেন। আর তারপরই নেটের পাশে বাভুমার ফিটনেস পরীক্ষা শুরু হল।

ফিটনেস পরীক্ষা হল প্রোটিয়া অধিনায়কের

দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ফিজিয়ো, ট্রেনার, চিকিৎসকদের নজরদারিতে অন্তত আধঘণ্টা ধরে ফিটনেস পরীক্ষা দিলেন বাভুমা। পরে প্রোটিয়া টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিয়ে প্যাড-গ্লাভস পরে নেমে পড়লেন ব্যাটিং অনুশীলনে। রাবাদা, জানসেনদের পেস যেমন সামলে দিলেন অবলীলায়, তেমনই কেশব মহারাজের স্পিনও খেললেন সাবলীলভাবে। পাকিস্তান সফরের সময় বাভুমার অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মার্করাম। বাভুমার সফল ফিটনেস পরীক্ষার পর তাঁকেও আরও ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেল অনুশীলনে।

ইডেন টেস্ট শুরু হতে বাকি আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তার আগে আজ সকালে দক্ষিণ আফ্রিকা ও দুপুরে ভারতীয় দলের অনুশীলনে বারবার চর্চা চলেছে পিচ নিয়ে। দুই দলের তরফে বারবার পিচ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বাভুমার সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শুভমান গিলকেও দেখা গিয়েছে পিচ নিয়ে আলোচনা করতে। সোজাকথায়, শুক্রবার টেস্ট শুরুর দিনটা জসপ্রীত বুমরাহ, রাবাদারা সহায়তা পেলেও খেলার বাকি পর্বে নিশ্চিতভাবেই ঘূর্ণির ঘেরাটোপের আওতায় চলে যাবে ক্রিকেটের নন্দনকানন। ভারতের মতোই তিন স্পিনারে প্রথম একাদশ নামানোর নীল নকশা প্রায় চূড়ান্ত দক্ষিণ আফ্রিকারও। অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরদের মতো টিম ইন্ডিয়ার তারকা স্পিনারদের সামলানোর জন্য আজ সকালের প্রোটিয়া অনুশীলনে রিভার্স সুইপের বিশেষ মহড়াও দেখা গিয়েছে।

স্পিনের বিরুদ্ধে অনুশীলন গতকালও করেছিলেন মার্করামরা। আজ সেই অনুশীলনের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে সামনে এসেছে রিভার্স সুইপ চর্চা। অনুশীলনে রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবসদের নাগাড়ে সুইপ, রিভার্স সুইপ দেখার পর একটা বিষয় স্পষ্ট, পাকিস্তানের পর ভারত সফরে হাজির হয়ে নিউজিল্যান্ড মডেল অনুসরণ করতে শুরু করেছেন মার্করামরা। ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে ঘূর্ণি পিচে প্রোটিয়াদের পরিকল্পনা কাজে লাগলে নিশ্চিতভাবেই কঠিন সময় অপেক্ষা করে রয়েছে শুভমানদের জন্য।

ইডেন গার্ডেন্সের চর্চিত বাইশ গজে কড়া নজর দুই অধিনায়ক শুভমান গিল ও টেম্বা বাভুমার।

সলমনের শতরানে জয় পাকিস্তানের

রাওয়ালপিন্ডি, ১২ নভেম্বর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৬ রানে জয় পেল পাকিস্তান।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৯৯ রান তোলে পাকিস্তান। সলমন আলি আঘা (৮৭ বলে অপরাজিত ১০৫) শতরান করেন। এছাড়া হুসেন তালাত করেন ৬২ রান। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা ৫৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

জবাবে ৯ উইকেটে ২৯৩ রানে আটকে যায় শ্রীলঙ্কা। ওপেনিং জুটিতে কামিল মিশারা (৩৮) ও পাথুম নিশাঙ্কা (২৯) ৮৫ রান যোগ করে ইনিংসের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ছন্দ বাকিরা ধরে রাখতে না পারায় একসময়ে ২১০/৭ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। তবে হাসারাঙ্গার (৫৯) লড়াই ফের শ্রীলঙ্কার জয়ের আশা জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু তিনি ফিরতেই পাকিস্তানের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। জয়ের ফলে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ফলে এগিয়ে পাকিস্তান।

শতরানের পর সলমন আলি আঘা।

জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন নীরজ চোপড়া।

বিজয় হাজারেতে হয়তো রোহিত

মুম্বই, ১২ নভেম্বর : একদিনের ঘরোয়া ক্রিকেট বিজয় হাজারে ট্রফিতে নামতে চলেছেন রোহিত শর্মা। ইতিমধ্যেই মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাকে রোহিত নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। তবে আরেক মহাতারকা বিরাট কোহলি খেলবেন কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়।

টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে খেলতে হলে ঘাম ঝরাতে হবে ঘরোয়া ক্রিকেটে। বিরাট-রোহিতদের যে কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তা সহ টিম ম্যানেজমেন্ট। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা বিজয় হাজারেতে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রোহিত। ইতিমধ্যেই তিনি মুম্বইয়ের শারদ পাওয়ার ইন্ডোর অ্যাকাডেমিতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। বোর্ড কর্তারা আশাবাদী বিরাটও একই সিদ্ধান্ত নেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তা সর্বভারতীয় এক দৈনিককে মন্তব্য করেছেন, 'বোর্ড এবং টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে বিরাট-রোহিতদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে জাতীয় দলে খেলতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেটকে উপেক্ষা করার জায়গা নেই। যেহেতু দুজনই টেস্ট এবং টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন, তাই ম্যাচ ফিট থাকতে ঘরোয়া ক্রিকেটে নামতেই হবে।'

দক্ষিণ আফ্রিকা (৩-৯ ডিসেম্বর) এবং নিউজিল্যান্ডের (১১-১৮ জানুয়ারি) বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে মাঝে একমাত্র একদিনের ঘরোয়া ক্রিকেট হবে বিজয় হাজারে। ফলে খেলার মধ্যে থাকার সুযোগ পাবেন রোহিতরা।

স্বল্প প্রস্তুতিতে বাজবল নিয়ে প্রশ্ন বোথামদের

পারথ, ১২ নভেম্বর : অ্যাসেজের মহারণ শুরু হতে বাকি আর মাত্র ৯ দিন। তবে মাঠের লড়াই শুরু হওয়ার আগেই উত্তাপ বাড়ছে মাঠের বাইরের তর্কযুদ্ধে।

গত সপ্তাহ থেকেই একে একে পারথে জড়ো হয়েছেন ইংল্যান্ড দলের সদস্যরা। তাঁরা বৃহস্পতিবার থেকে তিনদিনের ইনট্রা স্কোয়াড ম্যাচে নামবেন। তারপর সরাসরি অজিদের মহড়ায়।

অ্যাসেজের আগে এই স্বল্প প্রস্তুতিতে বাজবল কতটা সফল হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন খোদ ইংল্যান্ড প্রাক্তনরা। প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইয়ান বোথাম স্টোকসদের এই সিদ্ধান্তকে সরাসরি 'অহংকারী' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, 'আমি হলে এভাবে অ্যাসেজের প্রস্তুতি নিতাম না।' একইসঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন এই সমস্ত কিছু আপনাকে হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে।'

তবে প্রাক্তনদের এই সমালোচনায় বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না ইংল্যান্ড শিবির। ব্যাটিং কোচ

স্বস্তিতে হ্যাজেলউড, ছিটকে গেলেন অ্যাবট

পারথের নিজস্ব ভৌগোলিক বৈচিত্র্য যা প্রভাব ফেলে ক্রিকেটে, 'পারথে বল দ্রুত ব্যাটে আসে। আলোর আচরণও ভিন্ন। সঙ্গে রয়েছে বিকালের ঠান্ডা সামুদ্রিক বাতাস, যা তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমিয়ে দেয়। ট্রেসকোথিকের মন্তব্য, 'এখন যেভাবে ম্যাচের সংখ্যা বেড়েছে তাতে অতীতের মতো দুই-তিনটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে সিরিজে নামার সুযোগ নেই। আধুনিক ক্রিকেট এভাবেই চলছে।'

অ্যাসেজের প্রথম টেস্টের প্রস্তুতিতে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। পারথে বুধবার।

একই সুরে ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস প্রস্তুতি ম্যাচকে হালকাভাবে নিতে নারাজ, 'স্কোয়াডে থাকা প্রত্যেকেই ব্যাট ও বলের সুযোগ পাবে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। হালকাভাবে নেওয়ার কোনও জায়গাই নেই।' একইসঙ্গে বাজবলে আস্থা রেখেই অ্যাসেজ নিয়ে ঘরে ফেরার পরিকল্পনা সেরেছেন, 'জানুয়ারিতে দেশে ফিরে বলতে চাই অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাসেজ জিতে এসেছি। এটাই লক্ষ্য।'

অন্যদিকে, শেফিল্ড শিল্ডে বোলিংয়ের সময় হালকা অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন জোশ হ্যাজেলউড। তবে পরীক্ষার পর জানা গিয়েছে, কোনও সমস্যা নেই। তিনি নামতে পারবেন প্রথম টেস্টে। কিন্তু একই প্রতিযোগিতায় নামা সিন অ্যাবট ছিটকে গিয়েছেন হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে।

চুনীর জন্মদিনে বাগানে বিশ্বজয়ী রিচার সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : মোহনবাগানে সংবর্ধিত হবেন রিচা ঘোষ।

এদিন মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১৫ জানুয়ারি বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটজয়ী মহিলা দলের সদস্য রিচাকে সংবর্ধনা জানানো হবে। ওইদিন কিংবদন্তী ফুটবলার ও ক্রিকেটার চুনী গোস্বামীর জন্মদিন। গতবছর থেকে এই দিনটিকে মোহনবাগান ক্লাব ক্রিকেট দিবস হিসাবে পালন করে। তাই এবার ওই দিনটাকেই বেছে নেওয়া হল রিচার সংবর্ধনার জন্য। তাঁর পরিবারের সঙ্গে এই বিষয়ে দ্রুত যোগাযোগ করা হবে বলে জানান ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু। ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি ক্লাবের স্পোর্টসও অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি। এছাড়া সাব-জুনিয়ার ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া বাংলা দলকে ৬ ডিসেম্বর সংবর্ধনা দেওয়া হবে। সেদিনই ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে। তার পরেই হবে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দিয়ে তিন ঘেরা মাঠ থেকে হকি সরিয়ে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাবে মোহনবাগান। ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে ধন্যবাদ দেব তাঁর ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উদ্যোগে আমাদের এবং বাকি দুই ঘেরা মাঠ থেকে হকি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এর ফলে আসন্ন আইএসএলের জন্য আমাদের দলের আর অনুশীলনের সমস্যা হবে না। দলকে অন্য জায়গায় যে অনুশীলন করতে হত, সেটা আর আশা করি হবে না। কোচ আমাদের মাঠেই অনুশীলন করাতে পারবেন।' তিনি এবং সৃঞ্জয় আশা প্রকাশ করেন, দ্রুত সমস্যা মিটে গিয়ে আইএসএল শুরু হওয়ার ব্যাপারে। তবে হোসে মোলিনা কোচের পদে থাকবেন কি না বা নতুন কোচ কে হবেন, তা নিয়ে দুজনের কেউই মন্তব্য করতে চাননি। দেবাশিস শুধু বলেছেন, 'ম্যানেজমেন্টের তরফে এই বিষয়ে সঠিক সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।' কিন্তু এই হঠাৎ সিনিয়ার দলের অনুশীলন ও যাবতীয় কার্যাবলি কেন বন্ধ করে দেওয়া হল সেই বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁরা অবশ্য বলেছেন, 'আপাতত অনুশীলন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে খেলা না থাকায়। আর আমরা সামনে অন্য এমন কোনও টুর্নামেন্ট দেখতে পাচ্ছি না, যেটায় মোহনবাগান খেলতে পারে।'

নির্বাচনের আগে সৃঞ্জয়ের অ্যাজেন্ডায় ছিল মহিলা দল গড়ার বিষয়টি। যা শুরু করার বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে সচিবের মন্তব্য, 'এটা যে মোহনবাগান ক্লাব করবে না, সেটা কে বলল? অ্যাজেন্ডায় যা আছে সবই হবে। তবে সময় লাগবে।' এখন দেখার আগামী মরশুমে মহিলা দল মোহনবাগান গড়তে পারে কি না!

পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে হিমাচলপ্রদেশের জিভিতে ছুটি কাটাচ্ছেন রিচা ঘোষ।

টাকা তুলে আইএসএল করার প্রস্তাব দুই ক্লাবের

আজ ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ আই লিগ প্রতিনিধিরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করার বিষয়ে মরিয়া ক্লাবগুলি এবার নিজেদের টাকায় লিগ শুরুর করার প্রস্তাব দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে। একইসঙ্গে আই লিগ ক্লাবগুলি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছে।

সোমবার থেকেই ফুটবলাররা আওয়াজ তোলা শুরু করেন। প্রথমে ভারতীয়রা, পরে বিদেশিরাও যৌথ বিবৃতি নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করতে থাকেন। যার মূল বক্তব্য, যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের মাঠে নামার ব্যবস্থা করা হোক। এরপরে স্বাভাবিকভাবেই নড়চড়ে বসেন এআইএফএফ কর্তারা। তাঁরা ক্লাব অধিনায়কদের অনলাইন আলোচনায় ডাকলে বুধবার আগে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন ফেডারেশন কর্তারা। সেখানে ফুটবলারদের পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলা হয়। শুধু তাই নয়, তাঁদের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয় বলে খবর। যদিও ক্লাব হয়তো তাঁদের সেটা করতে দেবে না। এরপর ক্লাব সিইওদেরও ডাকা হয় সভায়। সেখানে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সময়ে এরপর বেঙ্গালুরু এফসি-র তরফে প্রস্তাব আসে, বাণিজ্যিক সঙ্গী না পাওয়া বা ওই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিতে পারা পর্যন্ত ক্লাবগুলি মিলিতভাবে লিগ শুরু করার মতো টাকা ফেডারেশনকে তুলে দেবে। যা সমর্থন করে পাঞ্জাব এফসি-ও। পরে সুপ্রিম কোর্টের থেকে দরপত্র ও বাণিজ্যিক সঙ্গীর বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ এলে পরবর্তী ভাবনা ভাবা হবে। যা শোনার পরও ফেডারেশন কর্তারা লিগ শুরু করার ব্যাপারে সরাসরি হ্যাঁ বলেননি বিষয়টি বিচারাধীন বলে। এদিনের এই সভায় কলকাতার তিন প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না। তবে বাকি আইএসএল ক্লাবগুলি নিজেদের লিগ করার ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে চাইলেও আই লিগ ক্লাবগুলি কিন্তু এবার ফেডারেশন কর্তাদের বিপক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ইঙ্গিত দিয়েছে। এদিনের সভায় ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ও আইজল এফসি-র ছাড়া বাকিরা আসেননি।

আই লিগের ক্লাবগুলির চিঠির বক্তব্য

> তিন লিগ অর্থাৎ আইএসএল, আই লিগ ও আই লিগ টুয়ের লিগ সঙ্গী যেন একটাই হয়। যাতে উন্নত পরিকাঠামো ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়।

এদিনই আট আই লিগ দল চিঠি পাঠায় ফেডারেশনে। আই লিগ ক্লাব প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন বলে খবর। সেখানে গিয়ে তাঁরা লিগ আয়োজনের বিষয়ে এআইএফএফ কর্তাদের অপদার্থতার কথা জানিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানাতে পারেন। এদিনের চিঠির মূল বক্তব্য, 'তিন লিগ অর্থাৎ আইএসএল, আই লিগ ও আই লিগ টুয়ের বাণিজ্যিক সঙ্গী যেন একটাই হয়। যাতে উন্নত পরিকাঠামো ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়।' এআইএফএফ আই লিগের জন্য আলাদা দরপত্র বাজারে ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও অগ্রগতির খবর নেই। সম্ভবত সেই কারণেই বেশিরভাগ আই লিগ ক্লাব এদিনের সভা বয়কট করা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছে।

জানালেন পিটি উষা

ভারতে কমনওয়েলথের ঘোষণা শীঘ্রই

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : কুড়ি বছর পর আবার কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসবে ভারতের মাটিতে। সরকারি ঘোষণা নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। জানালেন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পিটি উষা।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসের 'কিংস ব্যাটন' উন্মোচন করেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিটি ঊষাও। তিনি বলেছেন, 'খুব শীঘ্রই ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের বিষয়ে সরকারি ঘোষণা হবে। গ্লাসগোতে বার্ষিক সাধারণ সভার পর নভেম্বরের ২৫ অথবা ২৬ তারিখে জনসাধারণের জন্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে। এটা আমাদের সমস্ত ক্রীড়াবিদের জন্য বাড়তি অনুপ্রেরণা।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শিলিগুড়ি কলেজের খেলোয়াড়রা।

ব্যাডমিন্টনে সেরা শিলিগুড়ি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের ডঃ গৌরচন্দ্র কুণ্ডু ট্রফি আন্তঃ কলেজ ব্যাডমিন্টনে দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি কলেজ। বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে ফাইনালে তারা ৩-২ ব্যবধানে জলপাইগুড়ির এসি কলেজকে হারিয়েছে। শিলিগুড়ি দলে ছিলেন রোহিত রায়, প্রসন্ন রায়, ব্রজকিশোর শর্মা, সৌম্যদীপ্ত রায় ও সৌরভ পাল। এসি কলেজের খেলোয়াড়রা হলেন সৌরজিৎ সরকার, দেব যোশি, আদিত্য দেব অধিকারী, আমন পাসোয়ান ও প্রত্যুষ ভট্টাচার্য। পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন দেব। ফাইনালে তিনি ২-১ গেমে রোহিতের বিরুদ্ধে জয় পান। মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ফালাকাটা কলেজের অরিত্রি সাহা। তিনি ২-০ গেমে একই কলেজের অরিত্রিকা দে-কে হারিয়েছেন।

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব ও হাবুর খেলাঘরের যৌথ উদ্যোগে আজ বিকেলে বাংলার উঠতি ছয় মহিলা ক্রিকেটারকে ক্রিকেট কিটস প্রদান করা হল। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামী।

প্রতিযোগিতা শুরু ১৯ নভেম্বর

ভারতী ঘোষের নামে এবার রাজ্য টিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ নভেম্বর : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার (চ্যাপ্টার টু) রাজ্য টেবিল টেনিস ১৯ নভেম্বর শুরু হবে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র গৌতম দেব ঘোষণা করেন, এবারের প্রতিযোগিতায় ট্রফি দেওয়া হবে প্রাক্তন টেবিল টেনিস কোচ ভারতী ঘোষের নামে। মেয়রের উপস্থিতিতে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার যুগ্ম সচিব রজত দাস জানিয়েছেন, ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতা ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। আসরে ১৮টি জেলার ১৩০০-র বেশি প্রতিযোগী অংশ নেবেন। যার মধ্যে জাতীয় র‍্যাংকিংয়ের উপরের দিকে একাধিক প্যাডলার ও একাধিক অলিম্পিয়ান রয়েছেন। ছেলে ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১১, ১৩, ১৫, ১৭ এবং পুরুষ ও মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকবে। একইসঙ্গে প্রতিটি বয়স বিভাগের টিম ইভেন্টও রয়েছে। প্রতিযোগিতার পুরস্কারমূল্য থাকছে ২ লক্ষ টাকা। ১৯৯৪ সালের পর প্রথমবার রাজ্য টিটি উত্তরবঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন মেয়র গৌতম দেব, বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। উদ্বোধনী মঞ্চে উত্তরবঙ্গের প্রথম সিনিয়ার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির শ্যামল দাসকে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার (চ্যাপ্টার টু) তরফে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হবে। তিনি ১৯৭৯ সালে রায়গঞ্জে সিনিয়ার বিভাগে খেতাব জিতেছিলেন। একই মঞ্চে অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মান্তু ঘোষ, পৌলোমী ঘটক, মৌমা দাস, শুভজিৎ সাহা, সৌম্যজিৎ ঘোষ, সৌম্যদীপ রায় ও অলিম্পিয়ান অঙ্কিতা দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র গৌতম দেব, সুব্রত রায়, মান্তু ঘোষ, অনুপ বসু সহ অন্যরা। বুধবার।

আজ ভুটানের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ভুটানের বিপক্ষে একটু প্রীতি ম্যাচ খেলবে সিনিয়ার ভারতীয় দল। ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের সঙ্গে ওদেশে গিয়ে এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলবেন গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা। তার আগে ফুটবলারদের ম্যাচ খেলিয়ে নিতে চাইছেন হেড কোচ খালিদ জামিল। যদিও এই বাংলাদেশ ম্যাচ নেহাতই নিয়মরক্ষার। তবু অন্তত পারলে সম্মানরক্ষা হয়। আর সেটাই মূল উদ্দেশ্য খালিদের। ভুটান মঙ্গলবারই বেঙ্গালুরুতে এসে গেছে। বৃহস্পতিবার দুই দলের এই ম্যাচ ক্লোজডডোর হওয়ার কথা। এদিকে, অবনীত ভারতীকে তাঁর ক্লাব দল না ছাড়ায় তিনি জাতীয় শিবিরে যোগ দিতে পারলেন না।

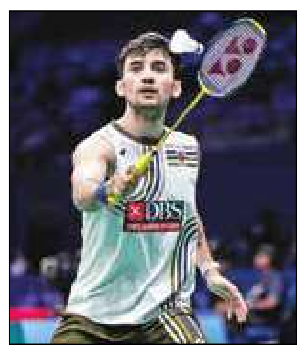

প্রথম রাউন্ডে জয়ের পথে লক্ষ্য সেন।

জাপান মাস্টার্স

দ্বিতীয় রাউন্ডে লক্ষ্য-প্রণয়

টোকিও, ১২ নভেম্বর : জাপান মাস্টার্সের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন ভারতের দুই তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন ও এইচএস প্রণয়।

বুধবার জাপান মাস্টার্সের পুরুষদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে প্রতিযোগিতার সপ্তম বাছাই লক্ষ জাপানের শাটলার বিশ্বের ২৬ নম্বর কোকি ওটানাবেকে ২১-১২, ২১-১৬ পয়েন্টে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে তিনি মুখোমুখি হবেন সিঙ্গাপুরের জিয়া হেং জেসনের।

ভারতের অপর তারকা এইচএস প্রণয় মালয়েশিয়ার জুন হাও লিয়ংকে ১৬-২১, ২১-১৩, ২৩-২১ পয়েন্টে হারিয়েছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ ডেনমার্কের রাসমুস গামকে। তবে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন থারুন মানেপল্লি। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার হিউক জিন জিয়ংয়ের কাছে ৯-২১, ১৯-২১ পয়েন্টে হেরেছেন। আরেক শাটলার কিরণ জর্জ মালয়েশিয়ার কক জিং হনের কাছে ২২-১০, ২১-১০ পয়েন্টে পরাজিত হন। আয়ুষ ছেত্রী প্রতিযোগিতার চতুর্থ বাছাই জাপানের কোদাই নারাওকার কাছে ২১-১৬, ২১-১১ পয়েন্টে হারেন।

এদিকে, প্রতিযোগিতার মিক্সড ডাবলস থেকে ভারতের রোহন কাপুর-রুথভিকা গাড্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসলি স্মিথ-জেনি গাইয়ের কাছে ১২-২১, ২১-১৯, ২০-২২ পয়েন্টে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন।

বার্সেলোনা শহরে ফিরতে চান মেসি

বার্সেলোনা, ১২ নভেম্বর : বার্সেলোনা এখনও লিওনেল মেসির হৃদয়ে।

'ন্যু ক্যাম্প', মেসির ছেড়ে আসা রাজত্ব। সম্প্রতি নবরূপে সুসজ্জিত বার্সেলোনার ওই মাঠে হাজির হয়েছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সেই ছবি নিজেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। একই সঙ্গে একটা জল্পনা উসকে দিয়েছেন, আবারও কি তিনি ফিরবেন বার্সায়?

এক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি জানিয়েছেন, 'বার্সেলোনা শহরটাকে খুব মনে পড়ে। ওই শহরকে ঘিরে অনেক স্মৃতি। আমাদের বাড়ি রয়েছে বার্সেলোনায়। ভবিষ্যতে সেখানে থাকার পরিকল্পনাও রয়েছে। এই নিয়ে আমার পরিবারের সঙ্গে কথা হয় মাঝেমধ্যেই।' প্রায় দুই বছর পর ন্যু ক্যাম্পে পা রাখার অনুভূতিও ভাগ করে নিয়েছেন এলএম টেন। চেপে রাখলেন না নিজের আক্ষেপও। তিনি বলেছেন, 'শেষ যে মরশুমে আমি বার্সার হয়ে খেলি তখন মহামারির আবহ। ম্যাচ হত দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। তারই মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে ক্লাব ছেড়েছিলাম। কেরিয়ারে অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ সময় বার্সেলোনায় কাটানোর পর আমি যেমন স্বপ্ন দেখতাম, আমার বিদায়টা তেমন হয়নি।'

> শেষ যে মরশুমে আমি বার্সার হয়ে খেলি তখন মহামারির আবহ। ম্যাচ হত দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। তারই মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে ক্লাব ছেড়েছিলাম। কেরিয়ারে অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ সময় বার্সেলোনায় কাটানোর পর আমি যেমন স্বপ্ন দেখতাম, আমার বিদায়টা তেমন হয়নি।
> -লিওনেল মেসি

আর্জেন্টিনার প্রস্তুতিতে লিওনেল মেসি।

এদিকে, ৩৮ বছরের মেসির বার্সেলোনায় প্রত্যাবর্তনের জল্পনাকে কার্যত অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিলেন কাতালান ক্লাবটির সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা। যদিও আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে ভবিষ্যতে বিদায়ি ম্যাচ উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানালেন তিনি। লাপোর্তা বলেছেন, 'আমরা যেমন চেয়েছিলাম বার্সায় মেসির শেষটা তেমন হয়নি। ভবিষ্যতে ন্যু ক্যাম্পের ভরা গ্যালারির সামনে ওকে ফেয়ারওয়েল জানানো গেলে সেটাই সেরা হবে।'

দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন প্রভসুখান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ নভেম্বর : অস্কার ব্রুজোঁ কবে ফিরবেন? প্রথমে জানা গিয়েছিল মঙ্গলবার মধ্যরাতে কলকাতায় পা রাখবেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ হেডকোচ। তবে বুধবারও বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করলেন সৌভিক চক্রবর্তী, মিগুয়েল ফিগুয়েরোরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে ব্রুজোঁর ভারতে আসতে বিলম্ব হচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট সূত্রের খবর, তাঁর কলকাতায় ফিরতে আরও তিন থেকে চারদিন সময় লাগবে।

এদিকে, লাল-হলুদ গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিল ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। তবে দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন তিনি। সুপার কাপ সেমিফাইনালে তাঁকে খেলাতে বিশেষ সমস্যা হবে না বলে দাবি ম্যানেজমেন্টের। যদিও প্রভসুখন অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনুশীলনে গোলকিপারের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। গৌরব সাউ অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় শিবিরে। এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ দলের গোলরক্ষক জুলফিকর গাজিকে সিনিয়ার দলের অনুশীলনে ডাকা হয়েছে। শুধু তাই নয়, খালিদ জামিলের ভারতীয় শিবিরে রয়েছেন লাল-হলুদের চার ফুটবলার। সাউল ক্রেসপো ও নন্দকুমার শেখর বিশ্রামে। অনুশীলনে ফুটবলারের ঘাটতি রয়েছে। তা মেটাতে রিজার্ভ দল থেকে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিক্রম প্রধানকেও ডাকা হয়েছে।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে ম্যাথাউস

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : ১৬ নভেম্বর আইএফএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন জার্মান কিংবদন্তি লোথার ম্যাথাউস। তাঁর হাত দিয়েই সংবর্ধনা দেওয়া হবে সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে। এছাড়াও ওইদিন ইস্টবেঙ্গলের হাতে এবারের কলকাতা লিগ ট্রফি তুলে দেওয়া হবে।

ডায়মন্ডে ধীরাজ সিং

কলকাতা, ১২ নভেম্বর : প্রাক্তন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট গোলকিপার ধীরাজ সিংকে সই করাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ইতিমধ্যে তিনি অনুশীলনে যোগ দিয়ে দিয়েছেন। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ খেলা ধীরাজ গত মরশুমে মোহনবাগানে ছিলেন। কিন্তু মাত্র একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। এদিকে রবিবার সিকিম গোল্ড কাপ খেলতে সিকিম রওনা দিতে পারে ডায়মন্ড হারবার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা আব্দুল জলিল তরফদার - কে 07.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65L 29688 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আজ আমি এখানে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। যখন আমি সেই লটারির টিকিট কিনেছিলাম, তখন ভাবতেও পারিনি যে এটা আমার পুরো জীবনটাই চিরতরে বদলে দেবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সাহিলের দাপটে জয়ী পতিরাম

বালুরঘাট, ১২ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশচন্দ্র চন্দ ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৫ উইকেটে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে নেতাজি ৪০.১ ওভারে ১৪৭ রানে অল আউট হয়। প্রভাত দাস ৩৯ ও শুভজিৎ বসাক ২৩ রান করেন। বিকি ভদ্র ১৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। শেখরকান্তি রায় ১৬ রানে ও সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে পতিরাম ৩১.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সাহিল সরকার ৭২ রান করেন। প্রীতম বসাকের অবদান ২০। আমজাদ হোসেন ২৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সাহিল সরকার। -পঙ্কজ মহন্ত

ফিনিক্সকে হারিয়ে জিতল ভৌকাল

ক্রান্তি, ১২ নভেম্বর : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ভৌকাল ব্রিগ্রেড ৭ উইকেটে ফিনিক্স একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে ফিনিক্স ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৩ রান তোলে। জয়ন্ত ওরাওঁ ২৪ রান করেন। ম্যাচে সেরা রাকেশ মুন্ডা পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ভৌকাল ৬.৩ বলে ৩ উইকেটে ৯৪ রান তুলে নেয়। সাহেব রায় ৩৮ ও স্বদেশ রায় ২২ রান করেন। বৃহস্পতিবার খেলবে দেশি ডাইনামাইটস ও ডায়নামিক ডায়নামোস।

পদক নিয়ে আহিল রোশন রহমান ও সাগ্নিক সূত্রধর।

রানার্স আহিল-সাগ্নিক

ফালাকাটা, ১২ নভেম্বর : হুগলি জেলা ব্যাডমিন্টন সংস্থার ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের ডাবলসে রানার্স হল আহিল রোশন রহমান-সাগ্নিক সূত্রধর। মঙ্গলবার রাতে তারা ফাইনালে ২১-১৬, ২১-১২ পয়েন্টে সৃজন ভৌমিক-জিয়াদুল ইসলামের বিরুদ্ধে হেরেছে। আহিল ফালাকাটা আশ্রমপাড়া ডুয়ার্স ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়।

জয়ী ফালাকাটা টাউন, বিজয়

আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব ও বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে অনূর্ধ্ব-১২ ডুয়ার্স কিডস কাপ ক্রিকেটে বুধবার ফালাকাটা টাউন ক্লাব ২ উইকেটে প্লেয়ার্স একাদশকে হারিয়েছে। প্লেয়ার্স টসে জিতে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩০ রান তোলে। শিবম সরকার ৩৩ রান করে। জবাবে টাউন ১৯.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অঙ্কিত কর্মকার ৪৪ রান করে। প্রীতম বর্মন ২০ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট।

অন্য ম্যাচে ফালাকাটা ডিসিএ ৬ রানে মিলন সংঘ ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। ফালাকাটা টসে জিতে ২০ ওভারে ১১৮ রানে সব উইকেট হারায়। শ্রায়াঙ্ক শীল ২৪ রান করে। সিরাজ মহম্মদ ২০ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে মিলন ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১২ রানে আটকে যায়। দেবার্ঘ্য দেব ৪৫ করে। অনিরুদ্ধ বিশ্বাস ২৬ রানে নেয় ২ উইকেট।

বিএমসি মাঠে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩ উইকেটে সুকান্ত স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সুকান্ত টসে জিতে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৬ রান তোলে। রুদ্র চক্রবর্তী ২০ রান করে। দিবর বর্মন ২৩ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বিজয় ১৯ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৭ রান তুলে নেয়। অলয় দেবনাথ ২০ রান করে। অবনীশ মজুমদার ১৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ম্যাচের সেরা ওয়াঙ্গেল তামাং। বি বি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি না আসায় উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে।

ম্যাচের সেরা অঙ্কিত কর্মকার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী